চৈতন্যময় বাঙ্গালী

বঙ্কবিহারী দাস

শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত জন্মবার্ষিক উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০

প্রকাশক :

শ্রীবঙ্কবিহারী দাস

১৬৭/২ বি, বিধান সরণী

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচারক :

মহেশ লাইব্রেরী

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিঃ ৭০০০০৭৩, ফোন ৩১-১৪৭৯

মুদ্রক :

শ্রীমফি আমেদ

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস

২১১/১ বিধান সরণী,

কলিকাতা-৭০০০০৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

ঢাকা জিলা সোনারগাঁও পানাম গ্রামে বাস।
শিক্ষক গোষ্ঠবিহারীর পুত্র বঙ্ক দাস ॥

গৃহকার্য্যে নিপুনা মাতা অন্নদা দাসী।
পিতৃগৃহে দেব সেবায় ছিল অভিলাষী ॥

মোর বণিতা শঙ্করী ছিল অনুগতা।
পরিজন সেবায় সদা ছিল মমতা ॥

পূর্ব্ব পুরুষ কানুরাম বৈষ্ণব হয়।
বিষয়ের মায়া ত্যাগে বানপ্রস্থ লয় ॥

চৈতন্যের সাধ পাই এই বংশে জন্মে।
"চৈতন্যময় বাঙ্গালী" রচনা এই মর্ম্মে ॥

একদিন প্রেম ভক্তি ভাষায় তরঙ্গে।
গর্ব্ব করি এই **অবতার** হয় বঙ্গে ॥

বঙ্কবিহারী দাস

: উৎসর্গ :

আমার পূর্বপুরুষ
পরম বৈষ্ণব স্বর্গীয় কানুরাম পোদ্দার
বাণপ্রস্থ অবলম্বনে
সংসার ত্যাগ করিয়া
বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।
তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া
"চৈতন্যময় বাঙ্গালী" গ্রন্থটি
উৎসর্গ করিলাম।

বঙ্কবিহারী দাস

ভূমিকা

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে দেশে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামের সংস্পর্শে হিন্দুধর্মে দু'রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এক দিকে বর্ণাশ্রম ধর্ম ক্রমশঃ আরো ঋজু, কঠোর ও সংকীর্ণ হয়ে উঠল। নব্য স্মৃতি-কারগণ ও নিবন্ধ-লেখকগণ শত প্রকার নূতন বিধিনিষেধ আরোপ করে হিন্দু সমাজকে প্রকৃত অর্থে এক অচলায়তনে পরিণত করতে প্রয়াসী হলেন। সমাজে বহিঃপ্রভাব প্রবেশের সমস্ত দ্বার যত্নপূর্বক রুদ্ধ করা হল অথচ এর মধ্য থেকে নির্গমনের শতপথ খোলা রইল। ফলে হিন্দুসমাজের ক্রম-অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত হল। অপর পক্ষে ভারতীয় সভ্যতার অদম্য প্রাণশক্তির এক নূতন প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা ভক্তি-আন্দোলনগুলির মধ্যে। এই আন্দোলনের ধারায় আবির্ভূত হয়েছেন অগণিত ভক্ত, সাধক ও ধর্মগুরু যাঁরা তাঁদের সাধনায় বাহ্য আচার-নিষ্ঠাকে অবজ্ঞা করে অন্তরের প্রেমভক্তিকে অধ্যাত্ম রাজ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছেন। অধ্যাত্ম জগতে এঁরা কোনো গণ্ডি স্বীকার করেন নি, বর্ণভেদ বা সম্প্রদায়-ভেদ মানেন নি। এঁদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরোপাসনায়:

> নরনারী সকলের সমান অধিকার
> যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।

এমনই এক মহাজন মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেব যাঁর পাঁচশততম জন্মবর্ষ আমরা সম্প্রতি পালন করে ধন্য হচ্ছি। প্রেমভক্তির বন্যায় তিনি সমকালীন সমাজকে ভাসিয়েছিলেন, মানুষকে বহু অন্ধ আচারের নিগড়মুক্ত করেছিলেন, জীবন থেকে অগণিত কুৎসিত পাপাচারের কলুষ ও গ্লানি ধুয়ে দিয়েছিলেন আপনার সাধনার মাধ্যমে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের সেই কঠোরতার যুগে তাঁর নির্ভীক ঘোষণা, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" মুসলমানকুলজাত ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে আলিঙ্গন করে কীর্তনে উদ্দাম নৃত্য করেছেন এই ব্রাহ্মণসন্তান। তাঁর মতে শাস্ত্র নয়, বর্ণাশ্রম পালন নয়, অন্তরের অকৃত্রিম বিমল ভক্তিই সার বস্তু,—এই ভক্তিই মানুষকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মগুণমণ্ডিত করে, গুরুপদবাচ্য করে তোলে:

কি বা বিপ্র, কি বা ন্যাসী, শূদ্র কেহ নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

শাস্ত্রজ্ঞানের উপর ঈশ্বরের কৃপা নির্ভর করে না :

প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥

প্রকৃত বৈষ্ণবের যে সব লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোনটিই বাহ্য নয় প্রত্যেকটি আভ্যন্তর :

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ ;
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম,
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ,
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী,
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি দক্ষ, মৌনী।

সন্দেহ নেই, এই উদার ও গভীর দেশনা ব্যক্তিজীবনকে শুদ্ধ সাত্ত্বিকতা ও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করে এবং সমাজে এক প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করে—দেশ, জাতি ও মানুষকে কল্যাণ, শান্তি ও সংহতির পথে অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই মহাজীবনটিকে আলোচনা করেছেন এক অভিনব প্রণালীতে। তাঁর মূল বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন মধ্যযুগীয় চৈতন্যচরিতকারগণের মতই ছন্দে; সেই সঙ্গে নিজেই বিস্তারিত গদ্য টীকা যোজনা করে বক্তব্যকে বিশদ করেছেন। ফলে পাঠক আস্বাদনে বৈচিত্র্য অনুভব করবেন। কেবল মাত্র বিদগ্ধ পাঠকসমাজের কথা তিনি ভাবেন নি। ফলে ভাষা যথাসম্ভব সরল হয়েছে। বইখানি পাঠ করে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু পাঠক উপকার ও আনন্দ দুইই পাবেন। এখানেই রচনার সার্থকতা।

দিলীপকুমার বিশ্বাস।

সূচীপত্র

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা		লাইন		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	পৃষ্ঠায়	১৭	লাইনে	"১৪৬"	স্থানে ১৪৮৬ খৃঃ হইবে।
৭	"	২১	"	"পায়"	স্থানে পার হইবে।
১৫	"	১৮	"	"মানবেন্দ্রপুরী"	স্থানে ঈশ্বরপুরী হইবে।
২০	"	১১	"	"পুত্রের"	স্থানে সূত্রের হইবে।
২৪	"	১	"	"ঘড়ি"	স্থানে গড়ি হইবে।
২৪	"	৩	"	"ইচ্ছাধ্বীন"	স্থানে ইচ্ছাধীন হইবে।
৩২	"	২০	"	"জঁকি"	স্থানে জাক হইবে।
৩৪	"	৮	"	"বহিদ্বার"	স্থানে বহিদ্বার হইবে।
৫২	"	১৪	"	"সন্ধ্যায়"	স্থানে সন্ধ্যা হইবে।
৫৪	"	৭	"	"বল"	
৬২	"	১০	"	"কাঁধা"	স্থানে বাধা হইবে।
৬৭	"	৩	"	"মৃড়"	স্থানে মুক্ত হইবে।
৭০	"	৪	"	"উঠিব"	স্থানে উঠিল হইবে।
৭০	"	১২	"	"রাম গিরিরার"	স্থানে রাম গিরিবার হইবে।
৭২	"	৫	"	"করিয়া"	স্থানে করিয়াছে হইবে।
৭৩	"	১৮	"	"পরে"	
৭৪	"	৭	"	"বাহিয়া"	স্থানে বহিয়া হইবে।
৭৪	"	২২	"	"জড়েব"	স্থানে রূঢ়ের হইবে।
৭৭	"	১৩	"	"মত্ত যত"	স্থানে মত্ত হল যত হইবে।
৮০	"	৫	"	"বিমুগ্ধ"	স্থানে বিমুদ্ধ হইবে।
৮০	"	২২	"	"পদবলে"	স্থানে দল বলে হইবে।
৯৫	"	৯	"	"বিচলিত"	স্থানে বিগলিত হইবে।
১২৮	"	১২	"	"অগ্রে"	স্থানে অগ্র হইবে।
১৩৫	"	৬	"	"কারাগারে ধন্ধী"	স্থানে কারাগারে ভয় হইবে।
১৪১	"	২৩	"	"প্রথন"	স্থানে প্রথম হইবে।
১৪৩	"	৮	"	"উপসভোনের"	স্থানে উপলভোগের হইবে।
১৬২	"	২৪	"	"লাগিবে"	স্থানে লাগবে হইবে।

বাল্যকাল

জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই যিনি।
শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিল তিনি ॥১

নবদ্বীপে বৈষ্ণবের তীর্থ গঙ্গাতীরে।
মহা মহা পণ্ডিত আসেন অকাতরে ॥২

আসিলা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট ছাড়ি।
রহিলা নবদ্বীপে করে পণ্ডিত গিরি ॥৩

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের যিনি।
পুরন্দর উপাধি ভূষিত হল তিনি ॥৪

নবদ্বীপের পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
কন্যা শচীদেবীকে করেন গৃহকর্ত্রী ॥৫

পুত্র বিশ্বরূপ অল্পদিনে হল জ্ঞানী।
সংসার বৈরাগ্য তাহারে ছাড়িল বাড়ী ॥৬

পর পর অষ্ট কন্যা জন্মিল তাঁহার।
একে একে গত হল কত দুঃখ তার ॥৭

পুত্র নিমাই জন্মে চন্দ্রগ্রহণ রাতি।
দেব কান্তি রূপ দেখে সবে হল প্রীতি ॥৮

টীকা—১৪৬ খৃঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাত্রি নবদ্বীপ গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। এসেছিলেন সম্ভবতঃ বিদ্যা শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে, এবং পরবর্ত্তীকালে বসবাস করেন। সেই সময় শ্রীহট্ট দেশের অনেক লোক নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। নবদ্বীপে বহুকাল হইতে জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল, সেখানে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা

ছিলেন। বোধ হয় শ্রীহট্টবাসী যুবক জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বাস করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম পর্য্যন্ত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জীবিত ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কথিত আছে চৈতন্যদেবের জন্মের পর গণনা করে তিনি বলেছিলেন ভবিষ্যতের মহত্ত্ব কথা। অল্পদিন পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

পঞ্চম বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান।
দিন দিন নিমাইর হইল বিদ্যাজ্ঞান ॥৯

নামা করণে পিতা রাখেন বিশ্বম্ভর।
গণনায় দেখে পুত্র হবে মহাত্মর ॥১০

গেল পাঠে গঙ্গাদাস কবিরাজ টোলে।
অল্পদিনে ছাত্র বিদ্যার প্রধান হলে ॥১১

পণ্ডিতগণ হইলেন আশ্চর্য্যান্বিত।
এমন ছাত্র সাধারণে হয়না অত ॥১২

অধ্যয়নে গঙ্গাদাস হইল আশ্চর্য্য।
আশীর্ব্বাদ করেন হইবা ভট্টাচার্য্য ॥১৩

টীকা—জগন্নাথ মিশ্র ধার্ম্মিক এবং উদার চরিত্রের লোক ছিলেন, আর্থিক অবস্থা বোধ হয় স্বচ্ছল ছিল না, গঙ্গাতীরে পাঁচখানি বড় ঘরে সুন্দর বাড়ী ছিল, চৈতন্যদেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি সাধন করেছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পুরন্দর উপাধি আখ্যা পাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মাতা উচ্চ শ্রেণীর রমণী ছিলেন, চৈতন্যর অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর অতি দক্ষতার সহিত গৃহকার্য্য ও সন্তানের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর তিনি সহিষ্ণুতার সহিত পুত্র বিচ্ছেদ সহ্য করিয়াছিলেন। তাহা অতি মহত্ত্বের পরিচায়ক, শচীদেবী অতি খর্ব্বকায় ছিলেন, কিন্তু শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার পিতামাতার পরিণত বয়সের শেষ সন্তান, তৎপূর্ব্বে কয়েকটি সন্তান জন্মের অল্পকাল

পরেই গতায়ুঃ হয়। পুরাণে কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে দৈবকীর অষ্ট কন্যারও এইরূপ মৃত্যুর অনুকরণে প্রবাদ প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম সময়ে বিশ্বরূপ নামে তাঁহার একমাত্র অগ্রজ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স সাত আট বৎসর। শ্রীচৈতন্যদেবের সাত আট বৎসরের সময় অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হন। পিতা মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শৈশবে অতিমাত্রায় আদর পাইয়াছিলেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথেই চলিয়া যায়।

টোলে টোলে ছাত্র মধ্যে হত শাস্ত্রতর্ক।
নিমাইর সাথে পারে না ব্যাখ্যায় অর্থ ॥১৪

না পারিয়া কেহ দিত জল কেহ বালি।
রোষ করিয়া শেষে করিত মারামারি ॥১৫

এমন মেধাতে জগন্নাথ হল চিন্তিত।
না জানি গৃহত্যাগী বিশ্বরূপের মত ॥১৬

নিমাইকে হারালে আমি কি নিয়া রহি।
পড়া বন্ধ করে পিতা শচী শুনে নাহি ॥১৭

পড়া বন্ধে দুর্ব্বিত্ততা হল দুইগুণ।
পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হল বহুগুণ ॥১৮

অভিযোগ সকলে জগন্নাথ মিশ্ররে।
পুনঃ পড়াইতে পাঠাইব নিমাইরে ॥১৯

টীকা—যথা সময়ে নামাকরণ প্রভৃতি সংস্কার হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর, বাল্যকালে রমণীরা তাঁহাকে আদর করিয়া নিমাই নামে ডাকিতেন, উত্তরকালেও এই ডাক নাম প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ বাল্যকাল হইতে অনেকেই তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বা গৌর বলিয়া ডাকিত। নবদ্বীপে অনেক টোল ছিল ঐ সকল টোলে বিদ্বান পণ্ডিতগণ এক এক বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। সাধারণ শিক্ষায় কিছু

অগ্রসর হইলে জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভরকে গঙ্গাদাস কবিরাজের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। গঙ্গাদাস কবিরাজ ব্যাকরণ শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার শিক্ষায় ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাদাসের ছাত্রগণের মধ্যে তিনি প্রধান স্থান অধিকার করিলেন। এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপের সকল ছাত্রের মধ্যে বিশ্বম্ভর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের সাক্ষাৎ হইলেই অধিত বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নাদি চলিত বিশেষতঃ গঙ্গাঘাটে, ছাত্রগণ যখন স্নান করিতে আসিত। তখন মহাতর্ক বাধিয়া যাইত, ক্রমে মুখের তর্ক হইতে গায়ে জল ছিটান, বালি দেওয়া, অবশেষে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইত। এই প্রকার তর্কে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে কেহই পারিয়া উঠিত না; অধ্যাপক গঙ্গাদাস কবিরাজ তাঁহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিতেন, এই প্রকার উন্নতি হইতে থাকিলে অচিরে তুমি ভট্টাচার্য্য হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের অসামান্য ধীশক্তি, যখন যে দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহাতেই আশ্চর্য্য ফল সম্ভব করিয়াছিল। সকলেই এই অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, জগন্নাথ মিশ্র ইহাতে সঙ্কিত হইয়া কিছুকাল তাঁহার পাঠ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যৌবনকাল

রমণীরা আদর করে ডাকে নিমাই।
তোমার রূপ দেখিয়া বলিহারি যাই ॥১

কেহ বলে গৌরাঙ্গ কেহ বলে গৌর।
তুমি যেন সদা থাকিও হৃদয়ে মোর ॥২

ধরিল অধ্যাপনা অধ্যয়ন ছাড়িয়া।
জুটিয়াছে অনেক ছাত্র টোল দেখিয়া ॥৩

এতদিন পর সংসার চলিল সুখে।
অনটন শচীমাতা আর নাহি দেখে ॥৪

পিতাকে হারাইয়া অধ্যয়ন কালে।
দিন মাস বৎসর রাখে নাই মনে ॥৫

মাতা সংসার করেন নিমাই লইয়া।
কত দুঃখে দিন যায় স্বামী হারাইয়া ॥৬

নিমাই বলেন মা কষ্ট করনা মনে।
যাহার ঘরে কৃষ্ণ থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥৭

কখন কখন হঠাৎ হত উদ্ধত।
ক্রোধের রোষে নিমাই ভূমিতে গড়াত ॥৮

স্নানের তৈল বিষ্ণুর মালা চাহে মাতা।
আনিয়া দিব মালা অপেক্ষা কর বাছা ॥৯

গৃহস্থালী বস্তু সব অধৈর্য্যে ভাঙ্গিলে।
কেমনে রন্ধন করিব আগামী কালে ॥১০

মাতা অনেক বুঝায় বসিলে আহারে।
লজ্জিত নিমাই বলে আছে কৃষ্ণ ঘরে ॥১১

সন্ধ্যা কালে পাঠের শেষে গঙ্গায় যায়।
ফিরে এসে মার হাতে সোনা এনে দ্যায় ॥১২

গৃহস্থালীর ব্যয় নির্ব্বাহ কর তুমি।
ক্ষতি যাহা যাহা করেছি অজ্ঞানে আমি ॥১৩

চিন্তিত মাতা নিমাই সোনা কোথা পায়।
সতর্কে লোক দিয়া যাচাইয়া ভাঙ্গায় ॥১৪

টীকা—নিমাইর পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার উদ্ধত পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। একদিন বিশ্বম্ভর স্নানের সময় মায়ের নিকট তৈল ও বিষ্ণু পূজার মালা চাহিলেন। মাতা তৈল দিয়া বলিলেন একটু অপেক্ষা কর, মালা আনিয়া দিতেছি। এই কথায় বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধীর

হইয়া উঠিল। এখনও মালা আনা হয় নাই বলিয়া লাঠি হস্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল, চাউল ডাইল সমুদয় গৃহের মধ্যে যাহা ছিল, সমুদয় ছড়াইয়া ফেলিল, অবশেষে ক্রোধে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; এই ঘটনা সচরাচর ঘটিত না, সাময়িক মাত্র। ভোজনে বসিলে মাতা অনেক বুঝাইল, এমন নষ্ট করিলে কেমনে রন্ধন করিব, একবারও ভাবিলে না। বিশ্বম্ভর নিজের অপরাধ বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—মা ভাবিও না, কৃষ্ণ সকলের পালন কর্ত্তা, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন। লিখিত আছে সন্ধ্যাকালে পাঠ সমাপণ করিয়া বিশ্বম্ভর নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মায়ের হাতে দুই তোলা স্বর্ণ দিয়া ইহার দ্বারা গৃহস্থালীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বলিল, ইতিপূর্ব্বেও মাঝে মাঝে সোনা আনিয়া মাকে দিতেন, শচীদেবী স্বভাবতঃ ইহাতে চিন্তিত হইয়া ভাবিতেন নিমাই সোনা কোথায় পায়, সাবধানে লোক দ্বারা যাচাই করিয়া ভাঙ্গাইয়া লইতেন।

নিমাই লক্ষ্মীকে ভালবাসে মনে মনে।
সংকোচ লাগে মনে বলি কেমনে ॥১৫

পুত্রের আগ্রহ দেখে মাতা হল রাজী।
কন্যার পিতাকে বলে কি দিবে বাবাজী ॥১৬

অতি কষ্টে দিন যায় লক্ষ্মীকে লইয়া।
যদি রাজি হও পঞ্চ হরীতকী নিয়া ॥১৭

লক্ষ্মীকে আনিয়া সকলে হইল সুখী।
দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিতে মন হল খুশি ॥১৮

লক্ষ্মীর দৌলতে আসিতে লাগে সামগ্রী।
অধ্যাপনার খ্যাতি বিস্তৃত হইল শীঘ্রী ॥১৯

টীকা—অধ্যাপনার পরই বল্লভাচার্য্য নামক নবদ্বীপবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের বয়স হয় নাই, বিবাহের প্রস্তাবে

শচীদেবী প্রথমতঃ রাজী হন নাই, যেহেতু লেখা পড়া করা প্রয়োজন আরও পরে দেখা যাবে। কিন্তু বিশ্বম্ভর বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে এই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, মনে হয় গঙ্গার ঘাটে স্নানের সময় বালিকাকে দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মাতাকে প্রকারান্তরে স্বীয় মনোভাব জানাইলে শচীদেবী তৎপর হইয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা রূপগুণ কুলশীল এমন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সত্যসত্যই নিজের দারিদ্রের জন্য অথবা পাত্রের আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, আমি কিছু দিতে পারিব না, কেবল মাত্র' পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিব। শচীদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন, অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। পুত্রের বিবাহে পতিহীন শচীদেবী অতিশয় আনন্দিত হইলেন। নববধূ অতি সুশীলা, তাঁহার নাম লক্ষ্মীদেবী। ঐ সময়টি শচীদেবীর জীবনের পরম সুখের হইয়াছিল। পূর্ব্ব অপেক্ষা দারিদ্রতা ঘুচিয়াছিল, পুত্রবধূ সুলক্ষণার গুণেই এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল মনে হয়। অধ্যাপনার খ্যাতি বিস্তৃত হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান ও দক্ষিণা পাইতেছিলেন।

চলে বিশ্বম্ভর পণ্ডিত দাম্ভিক ভাবে।
রাস্তায় দেখিলে অবজ্ঞা করে বৈষ্ণবে ॥২০

প্রচলিত পণ্ডিত মত যায় বাজারে।
তরিতরকারি ফলমুল আনে ধারে ॥২১

কেহ বলে পণ্ডিত দিও কড়ি পরে।
না পায় না দিও কড়ি রাখো মনে ॥২২

কলহ হল শ্রীধরে ফলমুল নিয়া।
বাজারে সকল লোক চাহিল দেখিয়া ॥২৩

গোসাঁই বলে যে পোতাধন আছে যাহা।
এখন থাক্ পাছে সব পাইব তাহা ॥২৪

প্রভু বলে আজ আর না ছাড়িব তোমায়।
কি কি দিবা এখন বল আমায় ॥২৫

শ্রীধর বলে থোলা মুলা বেচিয়া খাই।
কি দিবার আছে বলহ গোসাঁই ভাই ॥২৬

যদি কলা মুলা থোড় দেও কড়ি বিনে।
আর না কোন্দল করিব তোমার সনে ॥২৭

মনে মনে ভাবে ব্রাহ্মণ উদ্ধত হয়ে।
যদি পাছে কিলায় তাই যে মরি ভয়ে ॥২৮

মারিলে ব্রাহ্মণ কি সাধ্য আছে আমার।
কতদিনে কড়ি বিনা জুটিবে আহার ॥২৯

তথাপি বলে ছলে লয় সব গোসাঁই।
কি ভাগ্যলিপি আমার কাহারে জানাই ॥৩০

ভাবিয়া শ্রীধর থাক্ তোমা কড়ি পাতি।
থোড় কলা মুলা নাই দিব অতি ॥৩১

প্রত্যহ যোগাব তোমা কলা মুলা দিয়া।
আর না কোন্দল কর আমারে দেখিয়া ॥৩২

প্রভু বলে বেশ বেশ আর দ্বন্দ্ব নাই।
যাউক ভাল কলা মুলা আমার চাই ॥৩৩

টীকা—নিমাই পণ্ডিত নিত্য প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মুকুন্দ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তৎপর ছাত্রদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেন। বিষ্ণু পূজা করিয়া আহার করিতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার অধ্যাপনা করিতে যাইতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাত্রদের লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া উন্মুক্ত আকাশ তলে বসিতেন। বায়ু সেবন হইত এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রালাপ চলিত।

অধ্যাপক বিশ্বম্ভর এক একদিন বাজারে বাহির হইতেন. তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের দোকান হইতে জিনিস পত্র লইতেন, অনেক সময় মূল্য দিতেন না, দোকানদারগণ বলিত আপনার যখন সুবিধা হবে মূল্য দিবেন। না হয় না দিবেন। দোকানদারদিগের প্রশংসার বিষয় হইলেও নিমাই পণ্ডিতের পক্ষে অনিন্দনীয় মনে হয় না। শ্রীধর নামক এক দরিদ্র দোকানদারের সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ হইত। সে থোড়, খোলা, কলা মুলা বিক্রয় করিত। বিশ্বম্ভর প্রায়ই আসিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই থোড়, কলা মুলা লইয়া যাইতেন। উত্তর কালে এই শ্রীধর চৈতন্যদেবের একজন অনুরাগী হইয়াছিল। বৈষ্ণব মণ্ডলীতে ইনি খোলাবেচা শ্রীধর নামে প্রসিদ্ধ। সেই সময় নবদ্বীপে সকল অধ্যাপকরা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোর জুলুম করিয়া গ্রহণ করিত। তাহারা কতটা ভক্তিতে বা ভয়ে বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিত্য দিতেন। নবদ্বীপে ও দেশের সর্ব্বত্র এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যথেষ্ট সমাদর ছিল। অল্পদিনের মধ্যে নিমাই পণ্ডিত শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

বায়ু রোগ

নিমাইর বায়ু রোগ ধরে আচম্বীতে।
হঠাৎ চিৎকার হুঙ্কারে পড়ে ভুমিতে ॥১

শরীর অবশ হয়ে যায় স্তম্ভাকৃতি।
প্রাণ যায় বুঝি পুনঃ ধরে মূর্চ্ছাকৃতি ॥২

বুদ্ধিমন্তখাঁ, সঞ্জয়, আসে বৈদ্য নিয়া।
ব্যবস্থা করে বিষ্ণুতৈল মস্তকে দিয়া ॥৩

কিছুদিন ধরে তৈল মর্দ্দন করিয়া।
দিনে দিনে রোগমুক্তি আসিল সারিয়া ॥৪

টীকা—এইরূপে সুখে দিন যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এক অনর্থ উপস্থিত হইল। একদিন আচম্বীতে বিশ্বম্ভরের বায়ু রোগ দেখা দিল। অলৌকিক

শব্দ করিতে লাগিলেন, কখন বা ভূমিতে গড়াগড়ি দেন, কখন বা ঘড় ভাঙেন থাকিয়া থাকিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠেন, সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকেই মারিতে যায়। এক একবার শরীর অবশ হইয়া স্তম্ভাকৃতি হয়। আবার এক একবার মূৰ্চ্ছা যান যে, দেখিয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে বলিয়া ভয় হয়। এই অবস্থা দেখিয়া বন্ধুগণ অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষকগণ আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। মস্তকে বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করা হইতে লাগিল। অল্পদিনে বোধ হয় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সুস্থ হইয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনাদি করিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসেন দোলা চড়ে।
মহা সমারোহে হাতী ঘোড়া নিয়া ঘুরে ॥১

কত স্থানে তিনি বিচারে করে আহ্বান।
বিচারে পরাস্ত করে জয় পত্র পান ॥২

অনেক পণ্ডিত পরাস্ত হবার দুঃখে।
বিনা বিচারে দেন জয় পত্র লিখে ॥৩

মহাদম্ভ সহকারে বিচার ঘোষণা
নবদ্বীপে পণ্ডিতরা করে আলোচনা ॥৪

ভয় পায় পণ্ডিতরা বিচারে বসিতে।
যায় বুঝি নবদ্বীপে গৌরব মুছিতে ॥৫

ছাত্র পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে সন্ধ্যায়।
নিমাই বসে আছে চন্দ্রোদয় ছায়ায় ॥৬

বিশাল দেহ, উচ্চ ললাট, সিংহ গ্রীবা।
চাঁচর কেশ, নয়নে জ্যোতির প্রতিভা ॥৭

স্মিত মুখে অবলীলাক্রমে শিষ্যগণে।
শাস্ত্রালোচনা করিতেছে একান্ত মনে ॥৮

যাইতেছেন দিগ্বিজয়ী গঙ্গা দর্শনে।
জানিলে নিমাই পণ্ডিত বসে এখানে ॥৯

গঙ্গা দর্শনান্তে যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।
এসে নিমাই সমীপে হল উপস্থিত ॥১০

সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া বসান।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আপনি জ্ঞানবান ॥১১

গঙ্গা মাহাত্ম্য কবিতা করুন প্রকাশ।
শুনিতে আছে মম বড়ই অভিলাষ ॥১২

পণ্ডিত বর্ণনা করে দ্রুত একশত।
ছাত্ররা শুনিয়া অবাক হইল কত ॥১৩

আপন পাঠান্তে ব্যাখ্যা করিলেন যত।
রচনা কৌশল ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ তত ॥১৪

বিশ্বম্ভর বহু প্রশংসা করিল কত।
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বুঝি হল আশ্বস্ত ॥১৫

নিমাই দেখাইল আছে অনেক ত্রুটি।
সত্যই ভুল বুঝিয়া না করে ভ্রুকুটি ॥১৬

তরুণ যুবকের নিকট পরাস্ত বলে।
লজ্জায় দিগ্বিজয়ী ম্রিয়মান হইলে ॥১৭

পণ্ডিতের পরাভবে লাগেন হাসিতে।
নিরস্ত করে বিশ্বম্ভর ছাত্র সবেতে ॥১৮

মিষ্টবাক্যে বলে গৃহে গমন করুন।
কল্য হইবে বিচার সাথে এ তরুণ ॥১৯

নিমাই গৃহে গেল প্রভাতে উঠিয়া।
দিগ্বিজয়ী প্রণাম করে প্রথমে গিয়া ॥২০

আলিঙ্গন করেন বিশ্বম্ভর আসিয়া।
সসম্ভ্রমে পণ্ডিত বসাইল আনিয়া ॥২১

টীকা—কিছুদিন পরে নবদ্বীপে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিলেন. তিনি হাতী, ঘোড়া সঙ্গে লইয়া দোলায় চড়িয়া মহাসমারোহে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, যেখানে যান পণ্ডিতগণকে বিচারে আহ্বান করেন এবং বিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জয় পত্র লিখিয়া দেন। অনেক স্থানে পণ্ডিতরা তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেও সাহস করিতেন না। বিনা বিচারে জয় পত্র লিখিয়া দিতেন। লোকে বলিত তাহার জিহ্বায় সরস্বতী অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বিচারে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া মহাদম্ভ সহকারে ঘোষণা করিলেন যে কেহ সাহস করেন তাহার সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হউন, নতুবা সকলে মিলিয়া জয় পত্র লিখিয়া দিন। অধ্যাপক মণ্ডলীতে মহা ত্রাস পড়িয়া গেল, কেহ তাহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেছেন না। নবদ্বীপ দেশ মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান, যদি অধ্যাপকেরা পরাস্ত হন নবদ্বীপের গৌরব অন্তর্হিত হইবে। বিশ্বম্ভর অন্য দিনের ন্যায় সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাঁহার বিশাল দেহ, উন্নত ললাট, সিংহ গ্রীবা, চাঁচর কেশ, নয়নে প্রতিভার জ্যোতি, স্মিতমুখে অবলীলাক্রমে শিষ্যগণের সঙ্গে শাস্ত্রালাপন করিতেছেন। এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেই পথ দিয়া গঙ্গা দর্শনে যাইতেছিলেন, বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইল. নিকটস্থ কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ইনি নিমাই পণ্ডিত। গঙ্গা দর্শনান্তে নিমাই পণ্ডিতের সমীপে আগমন করিলেন। বিশ্বম্ভর সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন. শুনিয়াছি আপনি মহাকবি, গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু কবিতা পাঠ করুন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সগর্ব্বে দ্রুতবেগে এক শত শ্লোক অনর্গল বলিয়া গেলেন। ছাত্রগণ শুনিয়া অবাক হইল। দিগ্বিজয়ী স্বীয় শ্লোক সমাপন করিলে বিশ্বম্ভর শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, বিশ্বম্ভর প্রথমে তাঁহার রচনা কৌশল ও পাণ্ডিত্যের বহু প্রশংসা করিলেন, কিন্তু পরে

রচনায় ত্রুটি দেখাইলেন। দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী সত্যই আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। এবং এই তরুণ যুবকের নিকট পরাস্ত হইলেন ভাবিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন। ছাত্রগণ দিগ্বিজয়ীর পরাভবে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। আশ্বাস দিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিলেন অদ্য আপনি গৃহে গমন করুন, কল্য আবার বিচার হইবে। প্রভাতে উঠিয়া দিগ্বিজয়ী বিশ্বম্ভরের নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। তিনিও উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার

পূর্ব্ববঙ্গে গেলা বহু পণ্ডিত শুনিয়া।
তাঁহার বিস্তৃত খ্যাতি আসিল দেখিয়া ॥১

পারিনা দেখিতে তোমা নবদ্বীপে গিয়া।
তব প্রতিক্ষায় মোরা ছিলাম চাহিয়া ॥২

পণ্ডিতরা পাণ্ডিত্যের রচনা দেখিয়া।
উপহারে অভিনন্দন করেন গিয়া ॥৩

পড়িয়াছি তোমার রচিত পুথি খানি।
ব্যাখ্যা কর ব্যাকরণের টিপ্পনী শুনি ॥৪

প্রস্তাবে আনন্দে ব্যাখ্যা করে যখন।
এত দিনের সংশয় ঘুচিল এখন ॥৫

প্রীতিতে কাটাইলা দিন পণ্ডিত নিয়া।
নানা তত্ত্বে গত হল দুমাস ধরিয়া ॥৬

ছাত্ররা দিল কত সামগ্রী উপহার।
আশীর্ব্বাদ করে ফিরিল গৃহে তাহার ॥৭

টীকা—সে সময়ে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গেও

তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। কোন কোন টোলে তাঁহার রচিত ব্যাকরণের টিপ্পনী পড়ান হইত। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর আসিয়াছেন শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপহার লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমাদের বহুভাগ্য আপনার আগমন এখানে হইয়াছে। অর্থ ব্যয় করিয়া নবদ্বীপে যাওয়া সম্ভব হয় না, আপনি যখন আসিয়াছেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের শিক্ষা দেন, আমরা আপনার টিপ্পনী পাঠ করিয়াছি এখন স্বয়ং আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। বিশ্বম্ভর এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। পদ্মাতীরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া সমাগত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিলেন, ফিরিবার সময়ে ছাত্রগণ বহু উপহার প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় বিবাহ

আসিয়া দেখে নিমাই ঘরে নাই লক্ষ্মী।
নিয়াছে তাঁহারে সাপে মাতা আছে সাক্ষী ॥১

দুঃখ পাইলা অতি লক্ষ্মীছাড়া হইয়া।
পুনঃ মন দিলেন অধ্যাপনা ধরিয়া ॥২

দিন কাটে শচীমাতা নিমাই লইয়া।
সুখ নাই নিমাইর বৌ নাই দেখিয়া ॥৩

রাজ পণ্ডিত সনাতনের কন্যা শুনিয়া।
আগ্রহ হয়ে মাতা সংবাদ নিল গিয়া ॥৪

শচীমাতার সংসার হইল উন্নতি।
সমৃদ্ধি হইতেছে অধ্যাপনায় খ্যাতি ॥৫

জুটিয়াছে ধনী, সম্ভ্রান্ত লোক, দরদী।
বুদ্ধিমন্তখাঁ নামের এক অনুরাগী ॥৬

আলো দিয়া রোশনাইছে সারি সারি।
নিমাই চলন দিলা সনাতনের বাড়ী ॥৭

বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ যেমন মনোহর।
পণ্ডিতের সাথে যুগল কত সুন্দর ॥৮

দেখিলে চমক লাগে সাজান গৃহটি।
কত সামগ্রীতে ভরিয়াছে বাসরটি ॥৯

বর-কনে দেখে মিটে না সাধ তবু।
নবদ্বীপে এ বিবাহ হয় নাই কভু ॥১০

টীকা—নিমাই পণ্ডিতের অনুপস্থিতিকালে নবদ্বীপের গৃহে এক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদে বিশ্বম্ভর অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু শোক সংবরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপবাসী সনাতন পণ্ডিতের কন্যার সহিত বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এই বিবাহে অনেক বেশী ধুমধাম হইয়াছিল, এখন বিশ্বম্ভরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেক ধনী, সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামে এক ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে এই উদ্যোগ বিশেষ সমারোহের সঙ্গে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কন্যার পিতাও অপেক্ষাকৃত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি রাজপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

মানবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ

মানবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী।
প্রণাম করেন নিমাই যাইতে বাড়ী ॥১

প্রতিদিন কাটে সন্ধ্যা ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়া।
পুরী মুগ্ধ নিমাইর ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া ॥২

ঈশ্বর বলেন তুমি পণ্ডিত হইয়া।
কৃষ্ণলীলামৃত খানি দেওনা দেখিয়া ॥৩

নবদ্বীপে দুইমাস রহে গেল গয়া।
দিয়া গেলেন ধর্ম্মতত্ত্ব কেমন দয়া ॥৪

শ্রদ্ধার টানে গেল পুরীর জন্মভূমি।
থলে ভরে আনে কুমরা হাটের ভূমি ॥৫

দিন দিন ধর্ম্মভাব ফুটিয়াছে অন্তরে।
কি ধনে ধনী করিল পুরী নিমাইরে ॥৬

টীকা—বিশ্বম্ভর পড়া সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সে সময়ে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া কিছুকাল বাস করিতেছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। সেই ধর্ম্মালাপে গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরপুরীও তাঁহাকে পণ্ডিত জানিয়া স্বরচিত "কৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থের ভাষা সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। এই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে বিশ্বম্ভরের স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা ইহতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ আরম্ভ হয়। অনেকেই তো ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও এমন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঈশ্বরপুরীর সংস্পর্শে আসিয়া নিমাই চরিত্রের কেন এমন ভক্তির উৎস খুলিয়া গেল সে রহস্য মানবের দুর্ব্বোধ্য। বিশ্বম্ভরের জীবনে অদ্ভুত ভক্তির বিকাশ অতীব বিস্ময়কর। দেখা যায় ঈশ্বরপুরীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহার জন্মস্থান কুমারহাট দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ভক্তিভরে তথাকার মৃত্তিকা বহির্বাসে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিলেন, তিনি নবদ্বীপে দুইমাস ছিলেন।

গয়া গমন কালে বিশ্বম্ভর বিদ্যাতে গর্ব্বিত, দাম্ভিক, ভক্তিলেশ শূন্য ধর্ম্মবিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই। কিন্তু যখন গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন তখন ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল, বিনয়ে নম্র, ভক্তিতে পরিপূর্ণ, এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সংঘটিত হইল? কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কোন কার্য্যই কারণ বিনা হয় না। মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধি সব জানিতে না পারে, কিন্তু সকল ঘটনার মূলেই শুভ রহস্যময় (অসংশয়িত) কারণ থাকে, জগতের মহাপুরুষদিগের জীবনও এই নিয়মেয় অধীন, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, প্রভৃতির ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের জীবন রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করিতে না পারিলেও একেবারে অবোধ্য নয়। তাঁহাদের অস্পষ্ট জীবন কাহিনীতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা

দীর্ঘকালের সাধনায় স্বীয় স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবন ও বাণী লাভ করিয়াছিলেন। ঈশার প্রথম জীবনের কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বাল্যকাল হইতে তিনি সত্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, মহম্মদের ধর্মজীবনের বিকাশের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বুদ্ধের দীর্ঘ অন্বেষণ ও গভীর তপস্যা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু বিশ্বম্ভরের ধর্ম্মজীবন বিকাশ বর্ত্তমান জীবন চরিতসমূহ অনুসারে আকস্মিক ঘটনার মনে হয়।

বৈষ্ণবে অবজ্ঞা করে রাস্তায় দেখিলে।
জোটেনা অন্নবস্ত্র মর হরি হরি বলে ॥৭

দেখিয়া নিমাইর ভক্তিভাব হীন।
ভক্তির অভাবে বুদ্ধি হইয়াছে ক্ষীণ ॥৮

শ্রীবাস পণ্ডিতে দেখিলে হও নত।
বিশ্বম্ভর তোমার কপট ভক্তি কত ॥৯

সন্ধ্যা আহ্নিক গঙ্গাস্নান ভুলনা কখন।
প্রত্যহ বিষ্ণু পূজা করে কর ভোজন ॥১০

সন্ধ্যা না করিয়া ছাত্র আসিলে পড়িতে।
তিরস্কারে পাঠাও গৃহে সন্ধ্যা করিতে ॥১১

বাসনা করি মনে বহু দিন ধরিয়া।
কি করে যাই গয়া অধ্যাপনা ফেলিয়া ॥১২

মনের দ্বন্দ্বে থাকিতে পারি না বাড়ী।
গয়া গিয়া খুঁজিয়া পাইলাম পুরী ॥১৩

টীকা—গয়া গমনের পূর্ব্বে তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাবহীন এবং বৈষ্ণবদিগের মহাবিরোধী ছিলেন, তাঁহার ভয়ে বৈষ্ণবরা শশব্যস্ত থাকিতেন। তাহাদিগকে বলিতেন তোমরা যে হরি হরি বল তাহাতে তোমাদের কি লাভ হইল, হরি ভজন করিয়া তোমাদের অন্নবস্ত্র জুটে না, হঠাৎ গয়ার পথে তাঁহার এই ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বাস্তবিক গয়ায় বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত

পরিবর্ত্তন গভীর রহস্যপূর্ণ, জগতে এরূপ ধর্ম্ম ইতিহাস কোন কালে পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ বৈষ্ণব জীবন চরিত রচয়িতাগণ অজ্ঞাতসারে এই ব্যাপারটিকে অধিকতর দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। নিমাইর প্রথম জীবন এইরূপ ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত ছিল না। সময়ে সময়ে বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিয়া থাকিতে পারিতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তদিগের প্রতি একবারে শ্রদ্ধাবিহীন ছিলেন না। শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগকে দেখিলে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতেন; প্রতিদিন গৃহদেবতা বিষ্ণুর পূজা করিতেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বম্ভরের জীবনে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, ইহা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের উন্মেষ আরম্ভ হয়, অন্তরে গাঢ়ভাবে ধর্ম্মভাব ছিল, নতুবা কেবল বাহিরের কোন ঘটনাতে এমন ফল হয় না। বহুজন তো ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াছিলেন, কাহারও এমন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গয়ায় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যই গয়া আসা।

শুনিতে আসিয়াছি বিজ্ঞ জানিয়া।
দীক্ষা মন্ত্রটি কর্ণে দেও কৃপা করিয়া ॥১৪

ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তোমায় করিয়াছে ক্লান্ত।
আজই আমি দীক্ষা দিয়া করিব শান্ত ॥১৫

আসিলা নবদ্বীপে গয়াতীর্থ ছাড়িয়া।
আশ্চর্য্য অদ্ভুত ভক্তি নিমাইকে দেখিয়া ॥১৬

বিনয়ে অভ্যর্থনা করে সবে দেখিয়া।
বিষ্ণু পাদকের কথায় অশ্রু যায় ভাসিয়া ॥১৭

অধীর হয়ে পরে নাহি বলে কথা।
এমন ভক্তি উৎস নাহি দেখি কোথা ॥১৮

বৈষ্ণব দেখিলে আর নাহি করে হেলা।
দাম্ভিক বিদ্যাগর্ব্ব নিমাই কোথা গেলা ॥১৯

টীকা—বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীকে মন্ত্রদীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন,

ঈশ্বরপুরী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

বিশ্বম্ভর গয়াতীর্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনে নবদ্বীপের লোকেরা সাগ্রহে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, সে সময়ে এরূপ দূরতীর্থ গমন অতি বিরল ছিল। বিশ্বম্ভর সকলকে বিনয়ে যথাসাধ্য সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু পাদোদক তীর্থের কথা বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল, ক্রমে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন, আর কথা বলিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বে যাহারা দাম্ভিক বিদ্যামদে গর্ব্বিত, বৈষ্ণব বিরোধী বলিয়া জানিতেন, এখন তাঁহার কি পরিবর্ত্তন ?

অধ্যাপনা আরম্ভ

বিশ্রাম লয়ে নিমাই পড়াতে বসিল।
ছাত্ররা পুঁথি খুলিয়া হরি ধ্বনি দিল ॥১

ধ্বনি শুনিয়া নিমাই হল প্রেমাবেশ।
কৃষ্ণে মহিমা ব্যাকরণে করে প্রকাশ ॥২

অবিরল ব্যাখ্যা কৃষ্ণ কথা কেবলে।
ছাত্ররা শুনিয়া অবাক গুরু কি বলে ॥৩

বিদ্যালয়ে, শয়নে, ভোজনে, ধ্যানে, জ্ঞানে।
কৃষ্ণ বিনা আর নাইকু বুঝি ভুবনে ॥৪

ছাত্ররা ভাবে কেমন ব্যাখ্যা করে গুরু।
আমরা ইহার কিছুই বুঝিনা গুরু ॥৫

জ্ঞান ছিল না আমার লাজ লাগে মনে।
কি কি সুত্রের ব্যাখ্যা করিছিনু তখনে ॥৬

পারি নাই বুঝিতে আপন ব্যাখ্যা খানি।
প্রতি শব্দে অর্থ করেন কৃষ্ণ আপনি ॥৭

কি যে বলহ তোমরা হাসি পায় মনে।
রাখ পড়া বন্ধ, আজি চল গঙ্গাস্নানে ॥৮

পুনরায় বৈকালে বুঝাইব তখন।
দ্বিধায় ছাত্ররা শুনে গুরুর বচন ॥৯

টীকা—গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর দুইদিন বিশ্রাম করিয়া বিশ্বম্ভর পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলে ও কিন্তু ছাত্রগণ হরি ধ্বনি করিয়া পুঁথি খুলিল, তাহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের প্রেমাবেশ হইল, তিনি ব্যাকরণের কথা ভুলিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন, ছাত্রগণ শুনিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, তাহাদের গুরু এ কি বলিতেছেন? কিয়ৎক্ষণ পরে বিশ্বম্ভরের জ্ঞান হইল. তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন আজ আমি সূত্রের কি ব্যাখ্যা করিলাম? ছাত্রগণ বলিল আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই. আপনি সকল শব্দের কৃষ্ণ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরদিন আবার ছাত্র পড়াইতে গেলেন। কিন্তু আবার সেই দশা ঘটিল। ছাত্রগণ অধ্যাপকের এই অবস্থা দেখিয়া গুরু গঙ্গাদাস কবিরাজের নিকট অভিযোগ করিল। গয়া হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণের কথাই বলিতেছেন। কখনও হাসেন কখনও হুঙ্কার করেন।

ছাত্রগণের অভিযোগ

অভিযোগ করে গঙ্গাদাস কবিরাজে।
আমরা ব্যাখ্যার অর্থ পাই না খুঁজে ॥১

যাও গৃহে কাল আস পড়িতে সকালে।
ভাল করে পড়াইও কহিব বৈকালে ॥২

দেখা হলে গঙ্গাদাস বাবা বিশ্বম্ভর।
তুমি জ্ঞানে কর্ত্তব্যে হও বিদ্যাধর ॥৩

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পেশা যাহার।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কার্য্য কর তাহার ॥৪

ছিল পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
হল মাতামহ মহাজ্ঞানী নিলাম্বর ॥৫

উভয় কুলে দেখি না মূর্খ তোমার।
ভাল পড়াইবে ছাত্ররে আশা আমার ॥৬

বিশ্বম্ভর বলে তব চরণ প্রসাদে।
নবদ্বীপে নাই ব্যাখ্যার অর্থ ত্রুটি বাদে ॥৭

নগরে বসে পড়িব কে কি বলিতে পারে।
নিশ্চিত থাকুন কোন শংকা নাই মোরে ॥৮

টীকা—অধ্যাপক গঙ্গাদাস কবিরাজ বলিলেন তোমারা এখন গৃহে যাও, কাল সকালে পড়িতে আসিও, আমি বিকালে বিশ্বম্ভরকে বুঝাইয়া বলিব যেন ভাল করিয়া পড়ান। অপরাহ্ণে বিশ্বম্ভর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, বাপ বিশ্বম্ভর, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কার্য্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। তোমাদের উভয় কুলেই কেহ মূর্খ নাই। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া, তুমি ভাল করিয়া পড়াও। গুরুর এই সপ্রেম তিরস্কারে পূর্ব্বের বিদ্যার অহঙ্কার আবার জাগিয়া উঠিল। বিশ্বম্ভর বলিলেন আপনার চরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে কোনও ব্যক্তি নাই যে আমার ব্যাখ্যার ভুল ধরিতে পারে। আমি নগরে বসিয়া পড়িব কে কি বলিতে পারে। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

অধ্যাপনা ত্যাগ

পরদিন আসিলা ছাত্র পড়াইতে টোলে।
আবার সেই দশা দেখিলেন সকলে ॥১

পর পর দশ দিন কাটে না পড়াতে।
যাও ভাই সব পারি না অধ্যাপনাতে ॥২

সদা কৃষ্ণবর্ণ শিশু বাজায় মুরলী।
শুনিতেছি সদা কৃষ্ণস্বর কেবলী ॥৩

এই বলে পুঁথি বাঁধিয়া করিলা সাঙ্গ।
আর না গেল মুকুন্দের চণ্ডী প্রাঙ্গ ॥৪

বলে ছাত্ররা আপনার সংকল্প যাহা।
আমাদের সংকল্প মনে করেছি তাহা ॥৫

পড়িয়া আপন কাছে না যাব অন্যখানে।
পুঁথি বাঁধিয়া রাখে চলে অনুসরণে ॥৬

বিশ্বম্ভর করিলেন আশীর্ব্বাদ সবে।
তোমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও তবে ॥৭

চলিয়া আস সবেই নাহি কর দেরি।
মন নাহি মানে চল সংকীর্ত্তন করি ॥৮

টীকা—পরদিন আবার মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রদিগকে পড়াইতে গেলেন, কিন্তু আবারও সেই দশা, আর অধ্যাপনা চলে না, উপর্য্যপরি দশদিনের বৃথা চেষ্টার পর ছাত্রদিগকে বলিলেন ভাইসব তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট যাও, আমার দ্বারা আর অধ্যাপনার কার্য্য চলিবে না। নিরন্তর যেন কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজাইতেছে। আমি সর্ব্বদা এই কেবল কৃষ্ণনাম শুনি, এই বলিয়া পুঁথি বাঁধিলেন। নিমাইর এই শেষ অধ্যাপনা। ছাত্রগণ বলিল, আপনার যে সঙ্কল্প আমাদের সেই সঙ্কল্প। আপনার কাছে পড়িয়া আর অন্যের কাছে পড়িব না। এই বলিয়া তাহারা পুঁথি বন্ধ করিল। বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তবে তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ লও এই বলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ

অল্পদিনে কীর্ত্তন ঘটিল উন্নতি।
পুলক ধরিতে খোল করতাল প্রভৃতি ॥১

ছাত্ররা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান গাহিয়া।
ভক্তি উদ্বেলিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ॥২

অধ্যাপক বিশ্বম্ভর বৈষ্ণব যখন।
উদাসীন ও অবজ্ঞা করে না এখন ॥৩

রটেছে পড়া ছেড়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন।
নিমাই ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে তখন ॥৪

ভক্তরে প্রেম ও ভক্তি করে আকর্ষণ।
অনুরাগে ছাড়ে নাই জীবনে কখন ॥৫

এমন সৌভাগ্যশালী হয় বিশ্বম্ভর।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হয় অল্পদিন পর ॥৬

দেখে অশীতিপর বৃদ্ধ, কুলবধু।
যারা গৃহের বাহির হয় নাই কভু ॥৭

কীর্ত্তন করিয়া চলে বছর ধরিয়া।
জুটিয়াছে বৈষ্ণব প্রেমের স্বাদ পাইয়া ॥৮

নবদ্বীপে ভক্ত যোগ দেয় অনুষ্ঠানে।
হাতে তালি দিয়া গায় সবে সংকীর্ত্তনে ॥৯

হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥১০

ঈশা, মুসা, বুদ্ধ গড়িছে মণ্ডলী যত।
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কাটায় সময় কত ॥১১

কত শত ভক্ত মণ্ডলী নিমাই ঘড়ি।
অল্প দিনে ভাসায় প্রেমভক্তি তরি ॥১২

যাহা ভাবি যাহা করি কৃষ্ণ ইচ্ছাধীন।
বঙ্গদেশ প্রেমে ভাসাইব একদিন ॥১৩

যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, জ্ঞানী, মূর্খ, বিজ্ঞ।
প্রবীন, মহাদস্যু পাপে চিত্ত পরিজ্ঞ ॥১৪

উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী সবে করেন ভক্ত।
নিমাই আদর্শে ভক্তি প্রেমে অনুরক্ত ॥১৫

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সৌভাগ্যশালী যিনি।
অরণ্যে রোদন করে নাই জীবনে তিনি ॥১৬

টীকা—অল্পদিনের মধ্যেই কীর্ত্তনে অনেক উন্নতি সাধন করিল, খোল করতাল প্রচলন হইল। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর যথা বৈষ্ণব, উদাসীনরা এখন অবজ্ঞা করে না। ছাত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেন। তিনি বোল বোল বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহা আনন্দরোল গড়িয়া উঠিল। যাহারা একবার তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইল তাহারা আমরণ কি গভীর ভক্তিতে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য অশীতিপর বৃদ্ধ, কুলবধু যাহারা কখনও গৃহ প্রাঙ্গণের বাহিরে যান নাই ও অল্প বয়স্ক বালকেরা দুর্গম পথ হাঁটিয়া সুদূর স্থানে যাইতেন।

এই বলিয়া তিনি ছাত্রদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এই বিশ্বম্ভরের সঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভ। এখন থেকে একবৎসর কাল নবদ্বীপে থাকিয়া নিমাই বৈষ্ণবদের লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে এই সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে নাম সঙ্কীর্ত্তনে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল। সত্যই তাঁহার জীবনে প্রধান কার্য্য পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, জ্ঞানী, মূর্খ, প্রবীন, বিজ্ঞ, উচ্চ, রাজকর্ম্মচারি পাপে চিরাভ্যস্ত দুর্দ্দান্ত দস্যু যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই

বহুদিনের অভ্যস্ত পূর্ব্বপথ পরিবর্ত্তন করিয়া নিমাইর ভক্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে অপর কোনও কোনও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক অপেক্ষা তিনি সৌভাগ্যশালী ছিলেন, তাঁহার আহ্বান অরণ্যে রোদনের প্রায় হয় নাই।

অদ্বৈত আচার্য্যের সাক্ষাৎ

গদাধর নিয়া গেল বিশ্বম্ভর ধরি।
বৈষ্ণব নেতা অদ্বৈত আচার্য্য বাড়ী ॥১

তুলসী মঞ্চে বসিয়া আচার্য্য যিনি।
পূজা করিতেছেন দেখিলেন তিনি ॥২

ক্ষণে ক্ষণে হরি ধ্বনি দেয় হাত তুলে।
হাসি কান্না দেখে বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছা গেলে ॥৩

বিস্ময় ও আনন্দে মূর্চ্ছা দেখে আচার্য্য।
তরুণের ভক্তি দেখে হইল আশ্চর্য্য ॥৪

সম্ভ্রমে নিলেন পদধূলি মাথায়।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা এমন দেখায় ॥৫

মূর্চ্ছা ভেঙ্গে নিমাইর হইল চেতন।
জোড় হাতে স্তুতি বন্ধন করে তখন ॥৬

অনুগ্রহ করে পদধূলি দিলা মোরে।
ধন্য হইলাম আজ পাইয়া তোমারে ॥৭

তোমার হৃদয় সদা কৃষ্ণে প্রকাশ।
ভববন্ধ নাশ করিতে হলে বিকাশ ॥৮

আচার্য্য হাসিয়া কিছু করিলা উত্তর।
তুমি ভাই সবে বড় হও বিশ্বম্ভর ॥৯

কৃষ্ণপ্রেমে মজে থাক রহ সদা ভাই।
নিরন্তর তোমা যেন চক্ষে চক্ষে পাই ॥১০

তোমারে দেখিতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা।
কৃষ্ণ কীর্ত্তনে তোমারে লয়ে থাকি বাঞ্ছা ॥১১

টীকা—গদাধর পণ্ডিত একদিন বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বেই অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়াছিলেন। শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন। কথিত আছে বাল্যকালে বিশ্বম্ভর তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতাচার্য্য গৃহে পাঠ করিতে যাইতেন। সেই সময়ে বালক বিশ্বম্ভর কখন কখনও অগ্রজকে ডাকিতে সেখানে যাইতেন।

বৈষ্ণব পরিচয়ে

নবদ্বীপে বৈষ্ণব পরিচয়ে যখন।
শ্রদ্ধায় মাথা নত দেখে করে এখন ॥১

গঙ্গাস্নানে পথে দেখে বৈষ্ণব যখন।
স্নানের ধুতি ফুলের সাজি করে বহন ॥২

কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা আনে যোগাড় করে।
বৈষ্ণবের প্রীতিতে হৃদয় যায় ভরে ॥৩

নিমাইর আশ্চর্য্য ভক্তি ভাব দেখিয়া।
পুনঃ বুঝি বায়ু রোগ ধরিল আসিয়া ॥৪

আশংকা হইল শচী মাতা বিশ্বম্ভরে।
বিচলিত করিল প্রতিবেশী মাতারে ॥৫

ডাকিয়া আনে প্রবীন শ্রীবাস আচার্য্য
কি উপায় বিশ্বম্ভরে হারাইছি ধৈর্য্য ॥৬

টীকা— ক্রমেই অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের পরিচয় হইল। তিনি

তাহাদের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিতেন। সাক্ষাৎ হইলে ভক্তিতে অবনত হইয়া প্রণাম করিতেন। গঙ্গাস্নানের পথে দেখা হইলে তাহাদের স্নানের কাপড় ফুলের সাজি প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। কুশ, গঙ্গা-মৃত্তিকা প্রভৃতি আনিয়া দিতেন। বৈষ্ণবগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। প্রথমে লোকে ইহা দেখিয়া মনে করিয়াছিল এ বুঝি পূর্ব্বের বায়ু রোগ, শচীদেবীরও মনে সেই ভয় হইয়াছিল, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে আরও ভীত করিয়া তুলিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে একদিন প্রবীন বৈষ্ণব শ্রীবাস আচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় শচীদেবী তাহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

দেখে শ্রীবাস সম্ভ্রমে করে নমস্কার।
ভক্ত ভক্তিতে উছলিয়া পরে আবার ॥৭

লোমহর্ষ, কম্পন, অশ্রুপাত করিয়া।
মূর্চ্ছা গেলে, জ্ঞান হলে কান্দিল বসিয়া ॥৮

শ্রীবাস কহে এ ত মহাভক্তি যোগ।
কে বলিতে চায় ধরিয়াছে বায়ুরোগ ॥৯

এমন বায়ুরোগ ধরিলে হই ধন্য।
আশ্বস্ত হও শচী চিন্তা কর কি জন্য ॥১০

বিশ্বম্ভর মনে পায় বল দ্বিধা ছেড়ে।
শ্রীবাস বড় উপকার করিলে মোরে ॥১১

যদি বলিতে বায়ুরোগ ধরিছে সবে।
গঙ্গায় ডুবিয়া জীবন দিতাম তবে ॥১২

টীকা—শ্রীবাস আচার্য্য আসিলে বিশ্বম্ভর উঠিয়া সম্মুখে নমস্কার করিলেন। ভক্ত দেখিয়া তাঁহার ভক্তিভাব উছলিয়া উঠিল, লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প প্রভৃতি হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, জ্ঞান হইলে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীবাস এসব দেখিয়া বিস্মিত হইল। তিনি বলিলেন

এ ত মহাভক্তিযোগ, ইহাকে বায়ুরোগ কে বলে, এমন রোগ হইলে আমি ধন্য হইতাম। শ্রীবাসের কথায় শচীদেবী আশ্বস্ত হইলেন। বিশ্বম্ভর মনে বল পাইলেন। মনে তাহার চিত্তেও সময়ে সময়ে সংশয় আসিয়াছিল। বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আপনিও যদি বায়ুরোগ বলিতেন তাহা হইলে গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতাম।

সংকীর্ত্তনের প্রচার

ক্রমে কীর্ত্তনের শ্রোত বহিতে লাগিল।
সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির উৎস বেগে ধাইল ॥১

বৈষ্ণব সাধে কীর্ত্তন ভয়ে ও গোপনে।
নিমাই সংকীর্ত্তন সাধে নিশ্চিত মনে ॥২

নগর জুড়ে চলে আন্দোলনের গতি।
কীর্ত্তনের জ্বালায় না পারে ঘুমাতে রাতি ॥৩

এইর মূলে আছে শ্রীবাসের সম্মতি।
সকল আক্রোশ হইল বাসের প্রতি ॥৪

কীর্ত্তনে ক্রুদ্ধ হয়ে নালিশ করে রাজা।
আদেশ দিলেন ধরে আন অবাধ্য প্রজা ॥৫

ধরিতে আসিয়াছে দুইখানি নৌকায়।
হুলস্থুল পড়িল কে কোথায় লুকায় ॥৬

কি দায় বাসকে ধরে দিব সকলে।
কেহ বলে ভাঙ্গিয়া ঘর ফেলিব জলে ॥৭

টীকা— ক্রমে কীর্ত্তনের শ্রোত বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির উচ্ছ্বাসও অদ্ভুত হইতে অদ্ভুত হইতে লাগিল। নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ সাধারণের অবজ্ঞায়

পাত্র ছিলেন, তাহারা ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে ভয়ে ভয়ে গোপনে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন। এখন মহাপণ্ডিত, সকলের সম্মানের পাত্র অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকাশ্যে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে এ প্রকার সঙ্কীর্ত্তন এই নতুন আরম্ভ হইল বলে মনে হয়। নগরে ইহা লইয়া মহা আন্দোলন উঠিয়াছিল কেহ বলিতে লাগিল ইহাদের জ্বালায় রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বিরোধীদিগের প্রধান আক্রোশ শ্রীবাস পণ্ডিতের উপর পড়িয়াছিল। বোধ হয় শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তন হইত। তাহারা বলিতে লাগিল এই শ্রীবাসই সকল অনর্থের মূল। ক্রমে রাজার (কাজি) কানে গেল। তিনি হুকুম দিলেন ধরিয়া আন এবং দুইখানি নৌকা পাঠাইলেন। নবদ্বীপে তখন মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে কোথায়, লুকাইতে লাগিল। কি দায় আমাদের শ্রীবাসকে ধরিয়া দিব। কেহ বলিল শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলে দিব।

এমন ত্রাস বৈষ্ণবে পড়ে ছড়াইয়া।
সরল শ্রীবাস গেলেন ভয় পাইয়া ॥৮

এত ভয় শুনিয়া বিশ্বম্ভর নাহি ডরে।
রাজার কুমার যেন পথে পথে ঘুরে ॥৯

চলিলেন শ্রীবাসের গৃহ অভিমুখে।
ভয়ে ঘর বন্ধ, নিমাই আসিয়া দেখে ॥১০

অভয় দিয়া বাসব পণ্ডিতে সুধায়।
ধরিতে আসিলে আগে বসিব নৌকায় ॥১১

এখনও বিশ্বাস হয় নাই আমারে।
চারিবর্ষ নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কাঁদিরে ॥১২

বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল প্রত্যক্ষ কর।
নামে মজিলে রাজা না করিবে প্রহার ॥১৩

টীকা—এই সকল কথায় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে মহাত্রাস উঠিল, সরল শ্রীবাস পণ্ডিতও ভীত হইলেন কিন্তু বিশ্বম্ভর অবিচলিত রহিলেন। বৈষ্ণবদের ভয়

দেখিয়া তিনি আরও অধিকতর দম্ভ করিয়া নগরে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ যখন ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন, নবীন বিশ্বম্ভর তখন নির্ভীক। কেহ কেহ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল এ কি আশ্চর্য্য। শ্রীবাসকে আশ্বাস দিতে বিশ্বম্ভর এসেছিলেন। তোমার কোন ভয় নাই। যদি সত্য সত্যই রাজার (কাজি) লোক তোমাকে ধরিতে আসে, আমি সর্বাগ্রে নৌকায় গিয়ে বসিব এবং রাজাকে হরিনামে মাতাইব। কাজি তখন স্থির থাকিতে পারিবে না। ইহাতে কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? যদি বিশ্বাস না হয়, এই প্রত্যক্ষ দেখ। এই বলিয়া নিকটস্থ চার বৎসরের বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে বলিলেন, "নারায়ণী" কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ, বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্বৈতার্য্যের আগমন

অদ্বৈতাচার্য্য আছেন শান্তিপুরে শুনিয়া।
পাঠায় লামাই পণ্ডিত আনে কহিয়া ॥১

সঙ্কল্প শুনে আচার্য্য দুই হাত তুলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ ভাসে অশ্রুজলে ॥২

সস্ত্রীক যাত্রা করে রামাইকে সুধাইয়া।
নন্দ আচার্য্য গৃহে থাকিব লুকাইয়া ॥৩

দেখিয়া লামাইকে নেড়ার অভিপ্রায়।
লুকাইয়া নন্দার গৃহে করিবে যাচায় ॥৪

ব্যাকুল হয়ে বলে নিয়া আস এক্ষণে।
আচার্য্যের অভিসন্ধি আছে জানি মনে ॥৫

দুর হতে সস্ত্রীক আসিলেন দেখিতে।
শ্রদ্ধাপর দণ্ডবৎ করিতে করিতে ॥৬

টীকা— প্রেমিক বিশ্বম্ভর প্রধান বৈষ্ণব অদ্বৈতার্য্যের নিকটে সংবাদ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে আনিবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা

রামাইকে শান্তিপুরে প্রেরণ করিলেন। যে তিনি যেন অবিলম্বে নবদ্বীপে আসেন। রামাই পণ্ডিতের নিকট নবদ্বীপের সকল বিবরণ শুনিয়া আচার্য্য ভক্তি তরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের মস্তকে কেশ ছিল না। এই জন্য কেহ কেহ তাহাকে নেড়া বলিতেন। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীহট্টের নাড়িয়াল পরগণায় তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া বিশ্বম্ভর তাহাকে নেড়া বলিতেন। যাহা হউক বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে তিনি রামাই পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের কথা যথাযথ তাঁহাকে বলিলে অদ্বৈতাচার্য্য দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলেন। পরে সস্ত্রীক নবদ্বীপে গিয়া নন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিল। তুমি গিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিও যে আচার্য্য আসিল না। রামাই তাহাই করিলেন। কিন্তু সরল হৃদয়গ্রাহী বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিলেন। রামাইকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন। আমায় পরীক্ষা করিবার জন্য নেড়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। শীঘ্র তাহাকে এখানে আসিতে বল। রামাই তাহাই করিল। তখন সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য্য দূর হইতে দণ্ডবৎ করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের নিকট আসিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আগমন

আসিয়াছে ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
পরিচয় মুকুন্দ দত্ত আছে অবধি ॥১

কৃষ্ণতে অশ্রু, কম্প, দিত দেখা।
বাহিরে অশ্বৈর্য্য ভিতরে ভক্তি মাখা ॥২

মূল্যবান আসবাবে গৃহ সাজাইয়া।
নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে থাকিবে বলিয়া ॥৩

গঙ্গাস্নান না করে পাদপর্শের ভয়ে।
মস্তকে দিতেন শুধু গঙ্গাজল লয়ে ॥৪

মুকুন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গদাধরে।
পুণ্ডরীকে আগমন কহিল তাহারে ॥৫

কৌতুকে যায় গদাধর মুকুন্দ নিয়া।
অশ্রদ্ধায় ভাব উদয় হইল দেখিয়া ॥৬

পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্র ছোট বড় জল পাত্র।
সুগন্ধী দ্রব্যের আঘ্রাণে বহিছে গাত্র ॥৭

দুইদিকে ময়ুরপুচ্ছ বাতাস বহে।
নিকটে পিতলের বাটায় পান রহে ॥৮

এমন বৈষ্ণব কবে কোথায় ও রয়।
এই কি বুঝি বৈষ্ণবের আচরণ কয় ॥৯

দেখিয়া গদাধরে হইল অভক্তি।
কেমনে নিমাই করে পুণ্ডরীকে সুখ্যাতি ॥১০

কৃষ্ণরে ঠাকুররে পাষাণ করে দিলে।
আছাড়ে আছাড়ে হাড় সব ভাঙ্গল বলে ॥১১

গদাধর দেখিয়া সব হল বিস্মৃত।
অবজ্ঞার মহাপাপে হয়েছে ব্যথিত ॥১২

গদাধর দিল খোঁজ নিধির আগমন।
নিমাইর ভক্তমধ্যে তিনি একজন ॥১৩

গদাধর ভাবে কৃষ্ণভক্তি অসম্ভব।
বাহিরে জাঁকিজমক ভিতরে বৈষ্ণব ॥১৪

ভাবিয়া দেখি নাই হয়েছি অপরাধী।
কেমনেই জানাইব ভাসনা বিদ্যানিধি ॥১৫

অনুতাপে বেদনা সহেনা আর।
আপনার দীক্ষায় অভিলাষ আমার ॥১৬

টীকা—এই সময়ে একজন বৈষ্ণব ভক্ত নবদ্বীপে আগমন করিয়া বিশ্বম্ভরের সহিত মিলিত হন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি. চট্টগ্রামে জন্মস্থান, নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া মূল্যবান আসবাবপত্র নিয়া আসেন। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্ব্ব হইতে তাহার ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। ভগবানের নামে অশ্রু, কম্প, পুলক দেখা দিত। কিন্তু বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় ছিলেন। তিনি বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। নবদ্বীপে যখন আগমন করেন তখন সঙ্গে বহু লোকজন আসিয়াছিল, এবং তাহার বাড়ীতে বহুমূল্য আসবাবপত্র ছিল। গঙ্গার প্রতি তাহার অতিশয় ভক্তি ছিল, লিখিত আছে গঙ্গার পাদস্পর্শের ভয়ে তিনি স্নান করিতেন না। কেবল গঙ্গাজল তুলিয়া মস্তকে দিতেন। লোকে গঙ্গায় দন্ত ধাবন, কেশ সংস্কারাদি করে বলিয়া তিনি বড় দুঃখিত হইতেন। মুকুন্দ ও স্বগ্রামবাসী বৈষ্ণবের আগমনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন, গদাধর পণ্ডিতের সহিত মুকুন্দের ঘনিষ্ঠ সদ্ভাব ছিল। সম্ভবতঃ গদাধরকেই সর্ব্ব প্রথমে তিনি পুণ্ডরীকের আগমন সংবাদ দেন। গদাধর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মুকুন্দের সহিত তাহাকে দেখিতে যান। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া গদাধরের মনে অশ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পাইল। কেন না তিনি দেখিলেন পুণ্ডরীক নানা বর্ণে সূক্ষ্ম বস্ত্র, নিকটে ৫/৭টী ছোট বড় জলপাত্র, পিতলের বাটায় পান, দুইজন লোক দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ময়ূর পুচ্ছের পাখায় বাতাস করিতেছে। গাত্রে বস্ত্রে বহুবিধ সুগন্ধী দ্রব্যের আঘ্রান বাহির হইতেছে। গদাধর দেখিয়া মনে করিলেন, "এত বেশ বৈষ্ণব দেখিতেছি", মুকুন্দ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বীয় স্বাভাবিক সুকণ্ঠে, শ্লোক শুনা মাত্রই বিদ্যানিধি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এককালে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হুঙ্কার পুলক দেখা দিল, তিনি বোল বোল বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতে গড়াইয়া পড়িলেন এবং গায়ের আছারে পানের বাটা গন্ধাধার প্রভৃতি পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, কৃষ্ণরে ঠাকুররে আমাকে পাষাণ করিয়া সৃষ্টি করিলে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমন আছাড় খাইতে লাগিল যে হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে, গদাধর এসব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এমন বৈষ্ণব অবজ্ঞা করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। এই পাপের জন্য মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মুকুন্দ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুণ্ডরীক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন

সন্ধ্যায় মিলিত হয় শ্রীবাসের ঘরে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণ করে ॥১

সুকণ্ঠে মুকুন্দ গায় মধুর কীর্ত্তন।
খোল বাদ্যের এখন হল প্রচলন ॥২

প্রেমে নৃত্য করে নিমাই নিত্যানন্দে।
একে অপরে গায়ে ঢলে আনন্দে ॥৩

কীর্ত্তনে রবে, বহুলোক আসে চলিয়া।
রহি দ্বার বন্ধ ভয়ে বিরোধী ভাবিয়া ॥৪

শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী ছিল কীর্ত্তনে বিরাগী।
আসিতে দিতনা কোন কীর্ত্তন অনুরাগী ॥৫

সঙ্কীর্ত্তন কালে বৃদ্ধা ডোলে লুকাইয়া।
আজ জমে না ভাব বিরোধী রহিয়া ॥৬

তন্ন তন্ন খোঁজে বিরোধী আছে বুঝিয়া।
কীর্ত্তনে ভাব নাই দেখ ভাল করিয়া ॥৭

পুনঃ কীর্ত্তন ধরে এবার সেই দশা।
তবুও খোঁজে আবার নাই কোন আশা ॥৮

আছে লুকাইয়া শ্বাশুরী ডোলের তলে।
শ্রীবাস বাহির করে চুল ধরে তুলে ॥৯

টীকা—শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহেই বৈষ্ণবদিগের মিলনের স্থান হইয়া উঠিল। সুকণ্ঠে মুকুন্দ কীর্ত্তন করিতেন। খোল বাদ্য প্রচলন হইল। এখন নবদ্বীপে বৈষ্ণবদল বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রবীন অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস ও তাহার তিন ভ্রাতা, চন্দ্র শেখরাচার্য্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, মুরারী গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, গদাধর পণ্ডিত, অবধুত, নিত্যানন্দ, যবন ভক্ত হরিদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,

গঙ্গাদাস, হিরণ্য, বনমালী, নন্দনাচার্য্য, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীমান পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর, সদাশিব, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, গোপীনাথ ও শ্রীধর প্রভৃতি মিলে সকলেই বিশ্বম্ভরের প্রতি গভীর অনুরাগে যুক্ত। তিনিও তাঁহাদিগকে প্রাণের সমান দেখিতেন। সকলের মধ্যে নিত্যানন্দের সঙ্গেই তাহার গভীরতম যোগ হইয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দ প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। একে অপরে গায়ে ঢলিয়া পড়িতেন। সঙ্কীর্ত্তনের রবে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক আসিয়া জনতা করিত। জনতার ভয়ে অবশেষে বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে হইত। সম্ভবতঃ বিরোধী লোকের আগমন বন্ধ করাও আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। বৈষ্ণবরা মনে করিতেন, বিরোধী লোক উপস্থিত থাকিলে ভাবোদয় হয় না, এই সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত আছে। শ্রীবাসের শ্বাশুরী এই বৈষ্ণবদলের বিরোধী ছিলেন। সেই কারণে কীর্ত্তনে আসিতে দিতেন না, বৃদ্ধা একদিন সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বেই গৃহের মধ্যে একটি ডোলের নীচে লুকাইয়া থাকিলেন। যথা সময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল কিন্তু অন্যদিনের মত কীর্ত্তন জমিল না, নিমাই বার বার বলিতে লাগিলেন আজ কেন কীর্ত্তনে সুখ পাইতেছি না? বোধ হয় কোন বিরোধী উপস্থিত আছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোন বিরোধীকে দেখিতে পাইলেন না। আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল কিন্তু ভাবোদয় হইল না। নিমাই অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। আজ কেন এমন হইতেছে, নিশ্চয় কোন বিরোধী আসিয়াছে। তখন আবার অনুসন্ধান করা হইল, সেই দশা, শ্রীবাস গৃহ মধ্যে গিয়া ডোলের নীচে লুক্কায়িত তাহার শ্বাশুরীকে দেখিতে পাইলেন এবং চুল ধরিয়া টানিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিলেন।

মহা উৎসাহে সুরু করিলা কীর্ত্তন।
প্রেম ভক্তির স্রোতে ভাসে শচীনন্দন ॥১০

কোনদিন কীর্ত্তন চলে রাত্রি ধরিয়া।
বাহ্যজ্ঞান ভক্তগণের যায় চলিয়া ॥১১

এমন রাত্রে কীর্ত্তনের বহিল স্রোত।
শ্রীবাসের অষ্ট বৎসর পুত্র হল গত ॥১২

সঙ্কীর্ত্তনের রসভঙ্গ হইবে বুঝিয়া।
শ্রীবাস তার পত্নী থাকে চুপ করিয়া ॥১৩

শোক সম্বরণে স্থির রাখিলে অন্তর।
সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গের পরে করিলা গোচর ॥১৪

একপুত্র গত বলে হওনা শোকে দগ্ধ।
দুই পুত্রতে আমি ও নিতাই আবদ্ধ ॥১৫

কৃষ্ণ তোমায় করিয়াছে করুণা অপার।
প্রেমের মধ্যে মিটাইব তোমা পরিবার ॥১৬

টীকা—তখন ভক্তগণ মহা উৎসাহে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং ভক্তির স্রোতে প্রবাহিত হইল তখন। এইরূপে সঙ্কীর্ত্তনে এক এক দিন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়া যাইত। ভক্তগণের বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। লিখিত আছে যে, একরাত্রি এমনই কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীবাসের অষ্টম বৎসরের একটি পুত্রের মৃত্যু হয়, এই সংবাদে কীর্ত্তনের রসভঙ্গ হইবে বলিয়া শ্রীবাস ও তাহার পত্নী, অন্যান্য সকলকে চুপ থাকিতে বলিলেন, তাহারা শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, যথাসময়ে সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে নিমাই এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি শ্রীবাস ও তাহার পরিবারের এই আশ্চর্য্য সংযম ও ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, পণ্ডিত এক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র হইলাম।

সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ

হরিনামে বৈষ্ণব হইয়াছে কৃতার্থ।
বিলাও সকলে এই নামের মাহাত্ম্য ॥১

আদেশ করিলে নিত্যানন্দ হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করগে প্রকাশ ॥২

নবদ্বীপে ঘরে ঘরে এই ভিক্ষা কর।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ সব সার ।।৩
সমস্ত দিবসে যত করিলে প্রচার।
দিবা অবসানে মোরে করিবা গোচর ।।৪

টীকা—বৈষ্ণব মণ্ডলী কীর্ত্তন সুধা পানে কৃতার্থ হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম দিবার জন্য নিমাই বড়ই ব্যগ্র হইলেন। তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে নবদ্বীপে ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইতে আদেশ দিলেন "এখন হইতে নিমাইর ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইল"। অনুচরদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে—দিবসের কার্য্য সমাপনান্তে তাহার নিকট আসিয়া সমুদয় বিবরণ দিবেন। নিমাই ভাবুক মাত্র ছিলেন না, অতি বিচক্ষণ কর্ম্মীও ছিলেন। তিনি বলিলেন ঘরে ঘরে গিয়া লোকের পায়ে ধরিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ কর।

জগাই মাধাই সাক্ষাৎ

প্রচার করিতে পথে মাতাল দেখিয়া।
কুবাক্য কহে মদের নেশায় ডুবিয়া ।।১

নিত্যানন্দের দেখিয়া বড়ই দয়া হয়।
কুসঙ্গে পরিয়াছে ব্রাহ্মণ জানি লয় ।।২

ব্রাহ্মণ হইয়া কুখাদ্য করে ভক্ষণ।
মদ্য পানে দিবস কাটে সর্ব্বক্ষণ ।।৩

দুইজনে পথে পথে যায় গড়াগড়ি।
ভয়ে পালায় লোক দেখিয়া মারামারি ।।৪

নিত্যানন্দ হরিদাস মনে মনে ভাবে।
কৃষ্ণ ভজ দুষ্কর্ম্ম ছাড় পাপ না রবে ।।৫

যাইওনা কাছে লোকে শুনে ভয়ে ডরে।
ধর্ম্মজ্ঞান নাই যার প্রাণে বুঝি মারে ।।৬

নিত্যানন্দ হরিদাস নাহি শুনে আর।
কহে কৃষ্ণ ভজ ছাড় সব অনাচার ॥৭

শুনিয়া জগাই মাধাই ক্রোধে জ্বলিয়া।
ধর ধর বলে বেগে যায় দৌড়াইয়া ॥৮

নিত্যানন্দ হরিদাস করে পলায়ন।
আগে লোকেরা মানা করেছিল তখন ॥৯

কুজনে বলে, ভণ্ডরা ঠিক শাস্তি পাবে।
সুজনে বলে, কৃষ্ণ করিবে রক্ষা তবে ॥১০

টীকা—এইরূপ প্রচার করিতে করিতে একদিন পথে দুইজন মাতালকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ভীষণ মুর্ত্তি মদের নেশায় নিরন্তর কুবাক্য বলিতেছে, তাহাদের দেখিয়া নিত্যানন্দের হৃদয়ে বড় দয়া হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহারা ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া তাহাদের এমন দুর্গতি হইয়াছে। তাহারা না করিয়াছে এমন পাপ নাই। নিকটে পাইলে বধও করিতে পারে। নিত্যানন্দ হরিদাস সে কথা না শুনিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর নাম। তাহাদের কথা শুনিয়া জগাই মাধাই ক্রোধে আরক্ত নয়নে তাহাদিগের প্রতি তাকাইল এবং ধর ধর বলিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী লোকেরা বলিতে লাগিল আমরা তখনই নিষেধ করিয়াছিলাম, দুষ্ট-লোকেরা বলিল আজ উচিত শাস্তি হইবে, ভাল-লোকেরা বলিল কৃষ্ণ রক্ষা করিবে।

রাত্রে নিত্যানন্দ যাইতে নিমাই বাড়ী।
পথে জগাই মাধাই সম্মুখে পড়ি ॥১১

ক্রোধে মাধাই কলসি ভাঙ্গা কাঁধা মারে।
মাথায় লাগিয়া দর দরে রক্ত ঝরে ॥১২

রক্ত দেখিয়া করুণা জাগিল জগাই।
দুই হাত রাখে ধরে কেন মার ভাই ॥১৩

মাধাই মারিতে গেলে জগাই বাঁচায়।
এমনই দয়া হয় কৃষ্ণের কৃপায় ॥১৪

দুঃখ না রহে জড়াইয়া ধরে নিমাই।
কিনিয়া নিয়াছ আজ আমারে জগাই ॥১৫

আশ্চর্য্য ক্ষমা দেখে জগাই মূর্চ্ছা যায়।
অনুতাপে কান্দিয়া পড়ে নিমাইর পায় ॥১৬

ততক্ষণে মাধাই অনুতাপে ব্যথিয়া।
পা ধরে কহে পাপ করি দুই মিলিয়া ॥১৭

জগাইরে অনুগ্রহ কর একা তুমি।
কেমন বিচার হল বাকি থাকি আমি ॥১৮

নিত্যানন্দ আঘাত পাইয়াছে তোমার।
ক্ষমায় অধিকার নাই মোর আমার ॥১৯

কাঁন্দিতে লাগে মাধাই নিমাই চরণে।
চাহিতেছে মার্জ্জনা কর তবে এখনে ॥২০

শুন মাধাই মোর যত আছে পুণ্য।
আজই সকল দিয়া করিলাম শূন্য ॥২১

টীকা—একদিন রাত্রিতে নিত্যানন্দ নিমাইর বাড়ী যাইবার পথে জগাই-মাধাই সম্মুখে পরে, এমন সময়ে 'কে রে কে রে' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন আমি প্রভুর বাড়ী যাইতেছি, তাহারা বলিল তোমার নাম কি? আমি অবধুত, এই কথা শুনিয়া মাধাই ভাঙ্গা কলসির কাঁধা তুলিয়া নিত্যানন্দের মস্তকে ছুড়িল। দর দর ধারে রক্ত বাহির হইল, মাধাই আবার মারিতে যাইতেছিল জগাই তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিল, সন্ন্যাসীকে মারিয়া কি লাভ হইবে? এই সংবাদ নিমাইকে দিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ যখন বলিলেন মাধাই মারিতে জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। আমার কিছু দুঃখ নাই। তুমি স্থির হও, তখন নিমাই পণ্ডিত

জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, নিতাইকে রক্ষা করিয়া আজ আমাকে কিনিয়াছ, তোমার কল্যাণ হউক। জগাই এই আশ্চর্য্য ক্ষমা দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইল। নিমাইর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ততক্ষণে মাধাই-এর অন্তরে অনুতাপ সঞ্চার হইল। যেই ব্যস্ত হইয়া নিমাই চরণে পড়িয়া বলিল, আমরা দুই জনেই পাপ করিয়াছি, এখন অনুগ্রহের সময়ে কেন বিভিন্ন বিচার করিলে; জগাইকে যদি অনুগ্রহ করিলে, আমাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে। নিমাই বলিলেন তোমাকে ক্ষমা করিবার অধিকার আমার নাই। যেহেতু তুমি নিত্যানন্দের শরীরে আঘাত করিয়াছ, তিনি ক্ষমা করিলে, উপায় হইতে পারে। তখন মাধাই নিতাইর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন, এ তোমার চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেছে, ইহাকে ক্ষমা করা উচিত। নিত্যানন্দ যে উত্তর করিলেন, জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্ত্তি। আমি যদি কোন জন্মে কোন পুণ্য করিয়া থাকি, সে সমুদয় মাধাইকে দিলাম, এই বলিয়া নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা ঈশার Father, forgive them, for they know not what they do. —পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহারা জানে না যে ইহারা কি করিতেছে।

জগাই মাধাই উদ্ধার

জগাই মাধাই ক্রন্দন করে আবার।
অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যায় বার বার ॥১

নিমাই বলে পাপ যদি আর না কর।
পাপের ভার রইল আমার উপর ॥২

জগাই মাধাই আনন্দে জ্ঞান হারায়।
নিমাই আদেশে ভক্ত গৃহে নিয়ে যায় ॥৩

বহির্দ্বার বন্ধ করে কীর্ত্তন ধরিলে।
কত ভক্ত আনন্দে নৃত্য করিলে ॥৪

অশ্রু, কম্প, পুলক স্রোতে লাগে বহিতে।
জগাই মাধাই দেয় গড়াগড়ি ভূমিতে ॥৫

প্রতিজ্ঞা করে করিব না পাপের কাজ।
নিমাই কহিল গঙ্গা স্নানে চল আজ ॥৬

প্রত্যহ উষা কালে গঙ্গা স্নান করিয়া।
দুইলক্ষ কৃষ্ণের নাম করে বসিয়া ॥৭

টীকা—জগাই মাধাই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, নিমাই তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যদি আর পাপ কার্য্য না কর তাহা হইলে তোমাদের গতজীবনের সকল পাপের ভার আমি লইলাম। জগাই মাধাই এই কথা শুনিয়া আনন্দে মূর্চ্ছা যাইল। নিমাইর আদেশে ভক্তরা জগাই মাধাইকে গৃহে লইয়া গেল। বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আনন্দে ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, অশ্রু, কম্প, পুলকের স্রোত বহিল। জগাই মাধাই গড়াগড়ি দিতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিল, আর পাপের কার্য্য করিবে না। নিমাই বলিলেন চল আজ আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া আসি। তাহারা প্রতিদিন উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন, গত জীবনের পাপ কার্য্য স্মরণে সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন।

আজ জগাই মাধাই রহে ভক্তদলে।
গত জীবনের পাপে অহরহ জ্বলে ॥৮

অনুতাপে সর্ব্বদা কান্দে অন্তরে অন্তরে।
আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায় বারে বারে ॥৯

নিমাই ডাকিয়া আনে ভোজনে বসায়।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ তোমার হবে সহায় ॥১০

নিতাই আঘাতে ভক্ত (জগাই) মূর্চ্ছা যায় স্মরণে।
মাধাই বহু খেদ করে পায় নির্জ্জনে ॥১১

মাধাই আশ্বস্ত হয়ে করে নিবেদন।
করিয়াছি কত পাপ চিনি না এখন ॥১২

প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধ বল এখনে।
গঙ্গা স্নানের ঘাট সাফ কর যতনে ॥১৩

যাত্রিরা যাইবে স্নানে মনের হরষে।
তাদের আশীর্ব্বাদে পাপ যাবে অক্লেশে ॥১৪

মাধাই উপদেশ লইল অকপটে।
প্রদক্ষিণ করে নিমাইর গেল ঘাটে ॥১৫

প্রতিদিন দেখে যাত্রী জোর হাত করে।
করিয়াছি কত পাপ দয়া কর মোরে ॥১৬

ক্রন্দন কাতরোক্তি শুনে মাধাইর।
ঈশ্বর স্মরণে গুণ গায় নিমাইর ॥১৭

যে ঘাটে গঙ্গাতীরে বানাইয়া গেল।
আজিও নবদ্বীপে মাধাই ঘাট বলে ॥১৮

যিনি জগাই মাধাই পাপীকে ফিরায়।
নিমাই পণ্ডিতের মত আছে কি ধরায় ॥১৯

টীকা—জীবনের পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেন। অনুতাপের আবেশে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। নিমাই তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া স্বয়ং বসিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন. বিশেষতঃ জগাইর অনুতাপ অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল। এই কথা স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেন। একদিন নির্জনে নিত্যানন্দকে পাইয়া তাহার চরণে পড়িয়া বহু খেদ করিলেন। নিত্যানন্দ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি আমার পুত্রের সমান, শিশুপুত্র মারিলে পিতার যেমন দুঃখ হয় না, তেমনি তোমায় আঘাতে আমার দুঃখ নাই। মাধাই এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, আমার আর এক নিবেদন আছে, গত জীবনে আমি কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছি, এখন তাহাদিগের সন্ধানও পাই না। আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে? নিত্যানন্দ বলিলেন, ইহার এক উপায়

আছে, তুমি গঙ্গার ঘাটের পথ পরিষ্কার করিয়া সকলের নিকট কাতর বাক্যে বলিবে আমি কত অপরাধ করিয়াছি, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে। মাধাইর এই ক্রন্দন কাতরোক্তি শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন এবং ঈশ্বর স্মরণ করিয়া নিমাইর গুণগান করিতেন। যে ঘাট মাধাই প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা মাধাইয়ের ঘাট নামে নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ। আজিও জগাই মাধাইর পরিবর্ত্তন নিমাই পণ্ডিতের যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যিনি জগাই মাধাইর মত দুর্ব্বৃত্তকে ফিরাইতে পারেন, তিনি সামান্য লোক নয়।

মুসলমান শাসকের আক্রমণ

হরি নাম কীর্ত্তন এখন ঘরে ঘরে।
মুসলমান শাসক পড়েন অস্থিরে ॥১

বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তনে করে উৎপীড়ন।
খোল করতাল ভাঙ্গে অনুচরগণ ॥২

অত্যাচার দিন দিন করিলে যবন।
প্রত্যহ নগরে আসে ভাঙ্গিতে কীর্ত্তন ॥৩

বিরোধী হিন্দু কীর্ত্তনে বাধা দেয় সাথে।
কাজির ভয়ে সঙ্কীর্ত্তন হয় না পথে ॥৪

কি করিব ছাড়িয়া অন্য মুলুকে যাই।
শুনে ক্রোধে রুদ্র মূর্ত্তি ধরিল নিমাই ॥৫

বলে নিতাই কীর্ত্তন পথে পথে আজ।
কে রুখিবে খোল করতাল আওয়াজ ॥৬

কাজির অন্যায় বিরুদ্ধে আদেশ দিলে।
অপরাহ্নে কীর্ত্তনে আসিবে ভক্তদল সকলে ॥৭

কীর্ত্তনে অদ্বৈত নৃত্য করে যাবে আগে।
শ্রীবাসের কীর্ত্তন যাবে পশ্চাৎ ভাগে ॥৮

কদলী বৃক্ষ পোঁতেছে প্রতি দ্বারে দ্বারে।
মঙ্গল ঘট প্রদীপ জ্বলে ঘরে ঘরে ॥৯

নিমাই কীর্ত্তনের দল মশাল হাতে।
পথ দিয়া যায় নৃত্য করে সাথে সাথে ॥১০

সমারোহ কীর্ত্তনে রব কাজি শুনিয়া।
বাধা দেন নাই আজ সাহস করিয়া ॥১১

সঙ্কীর্ত্তনের রবে কুলবধূ আসে দ্বারে।
বার বার উলু দিয়া জয়ধ্বনি করে ॥১২

টীকা—নবদ্বীপে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিমাইর অনুকরণে শ্রীবাস নানা স্থানে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে নাম কীর্ত্তন হইত। বিরোধীগণ ইহাতে বিরক্ত হইত। বিশেষতঃ বিরোধী ইহাতে বিরক্ত হইয়া মুসলমান রাজপুরুষগণের নিকট অভিযোগ করিলে, শাসনকর্ত্তা আদেশ দিলেন ধরিয়া আনিতে এবং কীর্ত্তনকারিগণের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। খোল করতালের শব্দ শুনিয়া এক এক দিন কাজির অনুচরগণ যাহাকে পায় তাহাকে মারিতে লাগিল. খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিল. কাজি এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, প্রতিদিন নগরে ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিত। বিরোধী হিন্দুগণ তাহার সঙ্গে মিলিয়া বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তনে বাধা দিত। বৈষ্ণবগণ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইলেন। ক্রমে নিমাইর নিকটে এই সংবাদ পৌছিল। বৈষ্ণবরা তাঁহার নিকট বলিল কাজির ভয়ে কীর্ত্তন করিতে পারি না। এখন আমরা কি করি? নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব? নিমাই এই কথা শুনিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিত্যানন্দকে বলিলেন. নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণবকে বল আজ পথে পথে কীর্ত্তন হইবে। দেখি কে বাধা দেয়। ভারতবর্ষে অন্ততঃ বঙ্গদেশে ধর্ম্ম সাধনের স্বাধীনতায় রাজকীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ। নিমাইকে এখানে এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। তিনি ভাবুক মাত্র নন। একদিকে তৃণের মত দীন অপরদিকে বজ্রের ন্যায় কঠিন পুরুষ। দেশে মুসলমান শাসক-কর্ত্তারা যখন হিন্দুদের স্বাধীন ধর্ম্মসাধনে হস্তক্ষেপ করিল, তখন অন্যেরা

ভয়ে সন্ত্রস্থ হইল। কিন্তু বিশ্বম্ভর নির্ভয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কাজির অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন যে, আজ আমি সদলে নগরের পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিব। তাহার অনুবর্ত্তীদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, সকলে অপরাহ্ণে প্রস্তুত হইয়া আসিবেন। দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন হইবে। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য প্রথম দলের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিবেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আর এক দলের নেতা হইবেন। তিনি স্বয়ং অন্য এক দলের সঙ্গে নৃত্য করিবেন। সকলকে মশাল হাতে লইতে বলিলেন। নগরবাসীদিগকেও অনুরোধ করিলেন, যেন তাহারা স্ব স্ব গৃহদ্বার কদলী বৃক্ষ, মঙ্গল কলস ও প্রদীপ দ্বারা সজ্জিত করেন। হুঙ্কার করিয়া গোধুলি সময়ে নিমাই সদলে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলী হুঙ্কার করিয়া উঠিল, সকলে আপন আপন হস্তে দীপ জ্বালাইয়া চারিদিকে আলোময় করিয়া তুলিল। কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া বিশ্বম্ভরকে ঘিরিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল, তাহাদের পশ্চাতে অসংখ্য লোক চলিল। এই রূপে বিপুল জনসঙ্গ নবদ্বীপের পথে পথে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, কুলবধূগণ গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি দিল।

কাজির সাক্ষাৎ

নিমাইর কীর্ত্তন পৌঁছে কাজি বাড়ী গিয়া।
খবর দিয়া আনে কাজিরে ডাকিয়া ॥১

কীর্ত্তন গৃহে লয়ে আসিয়াছি আমার।
লুকাইয়া আছ কোন ভদ্রতা তোমার ॥২

কাজি বলে এসেছ ক্রুদ্ধ লুকাই আমি।
দেখিলাম তোমারে এখন শান্ত তুমি ॥৩

গ্রাম সম্পর্কে তুমি আমার ভাগিনা।
তোমার ক্রোধ দেখে হয় কত ভাবনা ॥৪

আমার প্রশ্ন আছে এক বলি তোমারে।
যুক্তির বিচার করিয়া বল আমারে ॥৫

গাভীর দুগ্ধ খাও যবে হইল মাতা।
বৃষ অন্নের উপায় করে হয় পিতা ।৬

মাতাপিতা মারিয়া খাও এই কোন ধর্ম্ম।
কাজি বলে কোরানে আছে বধের মর্ম্ম ॥৭

কোরান ও বেদ পুরান করে বিচার।
বিচারে কাজি, পরাজয়ে করে স্বীকার ॥৮

নিমাই বলে একটি কথা বলিবার।
আজত কীর্ত্তন বাঁধা দিলে না আবার ॥৯

মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করি।
সেই রাত্রে ভায়ানক সিংহ লাফে পড়ি ॥১০

করে আক্রমণ বুক নখ দিয়া চিরি।
প্রাণ বুঝি গেল ভয়ে থাকিতে না পারি ॥১১

ক্ষতচিহ্ন দেখায় নিমাইরে তখন।
কীর্ত্তন বন্ধ করিলে রবে না জীবন ॥১২

হিন্দুর কীর্ত্তন বন্ধ হবে না কখন।
এই বলে হরিনাম করে অনুক্ষণ ॥১৩

কাজির মুখে হরিনাম শুনে বিস্মিত।
নবদ্বীপে কীর্ত্তন থাকে যেন অক্ষত ॥১৪

কাজির নিকট চাহি এই দান লয়।
শুন শুন নিমাই আরও দিব তোমায় ॥১৫

আমার বংশে কীর্ত্তনে দিবে না বাধা।
শপথ করিয়া দিব সকলেরে সদা ॥১৬

টীকা—কাজি পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। বহুলোকের সমাবেশ দেখিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে সাহস করেন নাই। বিশ্বম্ভর সঙ্কীর্ত্তন করিতে

করিতে একেবারে কাজির বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বিশ্বম্ভর লোক পাঠাইয়া কাজিকে ডাকিয়া আনিলেন। কাজি আসিলে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইল। নিমাই জিজ্ঞসা করিলেন আমি তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তুমি লুকায়া যে, এ কেমন ভদ্রতা? কাজি উত্তর করিল, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ, তাই আমি লুকাইয়া ছিলাম, এখন তুমি শান্ত হইয়াছ, তাই আসিলাম। গ্রাম সম্পর্কে তুমি আমার ভাগিনেয় হও, সুতরাং তোমার ক্রোধ আমার সহ্য করা উচিত। বিশ্বম্ভর বলিলেন তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। গোদুগ্ধ খাও সুতরাং গাভী তোমার মাতা, বৃষ অন্ন-উপার্জন করে সুতরাং বৃষ পিতা, তোমবা পিতামাতা মারিয়া খাও এই কোন ধর্ম্ম? কাজি বলিল, তোমাদের বেদ, পুরাণ শাস্ত্র, তেমনি আমাদের কোরান, কোরানে গো বধের বিধি আছে। তখন উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে বিচার হইল, কাজি পরাজয় স্বীকার করিল। তৎপরে বিশ্বম্ভর বলিলেন, তোমাকে আর একটি কথা বলিবার আছে, তুমি হিন্দুদের সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিয়াছ। আজও সঙ্কীর্ত্তন হইল, আজ কেন কিছু বলিলে না? কাজি উত্তর করিলেন আমি যেদিন মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছিলাম, সেই রাত্রিতে এক মহা ভয়ঙ্কর সিংহ আসিয়া আমার উপরে লাফ দিয়া পড়িয়াছিল এবং নখ দিয়া বুক চিরিয়া দিয়াছিল। আবার কীর্ত্তন বন্ধ করিলে আমার প্রাণনাশ করিবে, এই দেখ বুকে এখনও সিংহের নখচিহ্ন রহিয়াছে। আর আমি হিন্দুর কীর্ত্তন বন্ধ করিব না। এই বলিয়া হরিনাম করিতে লাগিল। নিমাই কাজির মুখে হরিনাম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। নিমাই বলিলেন, আর একটি দান দাও, নবদ্বীপে কখনও যেন কীর্ত্তন বন্ধ না হয়। কাজি বলিলেন আমার বংশে যত লোক হইবে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া কীর্ত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করিব।

নিমাইর সংসার বৈরাগ্য

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে কাটে অনুক্ষণ।
ব্যাকুল চিত্ত তৃপ্তিতে মিটে না যখন ॥১

প্রেম ও ভক্তির প্রভাব যার বিকাশ।
নবদ্বীপ ত্যাগে সন্ন্যাসের অভিলাষ ॥২

ধর্ম্মানুরাগ দুর্নীতি বিষয়াশক্তি।
ত্যাগ ও সাধনায় সবে চাই মুক্তি ॥৩

গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইব নিশ্চিত।
নিতাই আমার ইচ্ছা না কর বিস্তৃত ॥৪

মাতা, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর।
ব্রহ্মানন্দ মম সন্ন্যাস কর গোচর ॥৫

এই সংবাদে সবে হয় চিন্তিত অতি।
শচীমাতা অবস্থা ভেবে না পায় গতি ॥৬

ভক্তের অনুরোধে সঙ্কল্প না ঘুরায়।
যত কোমল তত কঠিন যে হৃদয় ॥৭

সংবাদ শুনিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছা যায়।
দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুতে বক্ষ ভাসায় ॥৮

গৃহে আসিলে নিমাই অনেক বুঝায়।
অগ্রজ গেছে চলে, লয়ে থাকি তোমায় ॥৯

মাতার কথা শুনে মুখে কিছু না বলে।
মাথা হেঁট করে, বিলাপেও নাহি টলে ॥১০

চলে গেলে গৃহে কেমনে থাকিব আমি।
ঘরে বসে সদা সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি ॥১১

শচীমাতা ত্যাগ করেন নিদ্রা আহার।
কয়েক দিনে হইল অস্থি চর্ম্ম সার ॥১২

অবস্থা দেখে নিভৃতে বলেন ডাকিয়া।
তোমা মধ্যে বিচ্ছেদ নাই দেখ চাহিয়া ॥১৩

টীকা— গয়া হইতে প্রত্যাগমন এক বৎসর হইয়াছে, এই এক বৎসর মধ্যে

নিমাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অবজ্ঞাত বৈষ্ণবদলকে একত্র করিয়া মহাশক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন, এখন কীর্ত্তন শুনিতে ও কীর্ত্তনে যোগ দিতে সকলেই ব্যগ্র, নবদ্বীপে ঘরে ঘরে হরি সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। ভক্তদলের সঙ্গে নিমাইর গাঢ় প্রেমের সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, তাহারা অকাতরে তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারেন। বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। ইহাদের মধ্যে ধন, মান, পদ, জাতিকুলের কোন পার্থক্য ছিল না। এই সকল ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতেছিল কিন্তু নিমাইর ব্যাকুল চিত্ত ইহাতেও তৃপ্তি পাইল না। জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ধর্ম্মানুরাগ জন্মিতেছে না এবং এখনও দুর্নীতি ও বিষয়াশক্তি অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য অধিকতর ত্যাগ ও সাধনার আবশ্যক, এই চিন্তা বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের একটি কারণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম-আকাঙ্ক্ষাই খুব সম্ভবতঃ তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি অবিলম্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন স্থির করিলেন। প্রথম সঙ্কল্প নিত্যানন্দকে জ্ঞাত করিলেন এবং আপাততঃ সে সঙ্কল্প গোপন রাখিতে বলিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার জননী, মুকুন্দ ও গদাধর, ব্রহ্মানন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে এই সংবাদ জানাইবার অনুমতি দিলেন। বিশেষতঃ শচীমাতার কি অবস্থা হইবে? ভাবিয়া সকলে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। নিমাই সে চিন্তাও করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় একদিকে যেমন পুষ্পের মত কোমল অপরদিকে তেমনি বজ্রের মত কঠিন ছিল। ভক্তগণ তাঁহাকে কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না।

নিমাইর গৃহত্যাগ

নিমাই গৃহত্যাগে আগে করেন আশ্বস্ত।
শচীমাতা ছিলেন না সাধারণ গৃহস্থ ॥১

পুত্রের অদ্ভুত ধর্ম্ম অনুরাগ দেখিয়া।
ধর্ম্ম পথে বাঁধা দেন নাই এ ভাবিয়া ॥২

অদৃষ্ট বলে কঠিন হৃদয় বাঁধিয়া।
শোক দগ্ধে কাটান গৃহকার্য্য করিয়া ॥৩

পৌষ সংক্রান্তি রাতে গৃহত্যাগের স্থির।
নিমাই হৃদয় ক্রমে হইল অস্থির ॥৪

যাত্রার দিন কীর্ত্তনে কাটান দিবসে।
সন্ধ্যা কালে গঙ্গা দেখে বসিল নিবাসে ॥৫

সাক্ষাৎ করে ভক্ত একে একে সকলে।
কথা শেষে গৃহে যায় এক এক দলে ॥৬

জানে না গৃহত্যাগ রাত্রেই নিমাইর।
অধিক রাত্রে শ্রীধর আনে লাউ তার ॥৭

ভক্ত ব্যথিত হবে লাউ নাই খাইলে।
নিমাই আদেশে জননী রন্ধনে গেলে ॥৮

দুধ লাউ মিষ্টান্ন করে দেন প্রস্তুতি।
আহার করিয়া নিমাই পাইল তৃপ্তি ॥৯

শুইতে গেলেন নিমাই নিদ্রা না আসে।
জননী জানে গৃহত্যাগ রাত্রি শেষে ॥১০

দেখেন বিষ্ণুপ্রিয়া অকাতরে নিদ্রায়।
চির বিচ্ছেদে নিমাই কেমনে জাগায় ॥১১

দণ্ড চারি রাত্রি থাকতে নিমাই জাগে।
শয্যা ছাড়িয়া দেখেন দ্বারদেশ আগে ॥১২

শচীমাতা বসে আছেন দুয়ারের গোরে।
দেখিয়া মাতারে বলে দুই হাত ধরে ॥১৩

পাইয়াছি মাতা এ দেহ রাখিলা তুমি।
তোমার প্রসাদে জ্ঞান লাভ করি আমি ॥১৪

তোমার সকল ভার আমার উপর।
কোটি জন্মে শোধে না ঋণ তোমার ॥১৫

নীরবে সকল কথা শুনে ধৈর্য্য ধরে।
পদধূলি মস্তকে নিয়া প্রদক্ষিণ করে ॥১৬

বহির্গত হইলেন সত্বর সন্ন্যাসে।
জড়ের মতন জননী রহিল বসে ॥১৭

টীকা—অবস্থা দেখিয়া বিশ্বম্ভর একদিন নিভৃতে মাতাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে তাহাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই, জন্মে জন্মে তিনি মাতা, গৃহত্যাগের পূর্ব্বে নিমাই জননীকে কিয়ৎ পরিমাণ আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছিল। শচীদেবী সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। পুত্রের অদ্ভুত ধর্ম্ম অনুরাগ দেখিয়া তাহার ধর্ম্ম পথে বাধা দেন নাই। অমানুষিক বলে হৃদয় বাঁধিয়াছিলেন, গৃহ কার্য্যে মনোযোগ দিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পৌষ সংক্রান্তির রাত্রিতে বিশ্বম্ভর গৃহ ত্যাগ স্থির করিয়াছিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। যাত্রার দিন সারাদিন ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গাদর্শন করিয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া একে একে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা কেহই জানিত না যে সেই রাত্রিতেই তিনি গৃহত্যাগ করিবেন। অনেক রাত্রিতে খোলা বেচা শ্রীধর একটি লাউ উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই ভাবিলেন যে লাউ না খাইয়া গেলে ভক্ত ব্যথিত হইবেন, সেই জন্য সেই লাউ রাত্রিতে জননীকে রন্ধন করিতে বলিলেন। সেই সময় আর একজন ভক্ত কিছু দুগ্ধ চিনি আনিলেন। নিমাই বলিলেন বেশ হইল, দুধ লাউ রন্ধন হউক। আহারাদি শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইল। নিমাই শয়ন করিতে গেলেন। সেই রাত্রিতে নিদ্রা নিশ্চয় হয় নাই। শচীদেবী জানিতেন আজ রাত্রি শেষে নিমাই গৃহত্যাগ করিবে। তাহারও চক্ষুতে নিদ্রা নাই। পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই। তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। দণ্ড চারি রাত্রি থাকিতে নিমাই শয্যা হইতে উঠিয়া বহির্গত হইলেন। শচীদেবী দুয়ারে বসিয়াছিলেন। জননীকে দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি আমার জন্য অনেক করিয়াছ, তোমার প্রসাদেই এই শরীর রক্ষা হইয়াছে, তোমার প্রসাদেই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার জন্য যাহা করিয়াছ কোটি জন্মেও সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না। তুমি কোন চিন্তা করিও না। তোমার সকল ভার আমার

উপর। শচীমাতা নীরবে সকল কথা শুনিলেন। তিনি একটি কথাও বলিলেন না। নিমাই তাহার পদধূলি মস্তকে লইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর বহির্গত হইলেন। তিনি সেই স্থানেই জড়ের মত বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ভক্তগণ যখন নিমাইর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহারা শচীদেবীকে এইরূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল। মাতার নিকট নিমাইর গৃহত্যাগের খবর শুনিয়া মহা দুঃখে পড়িলেন। এতক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়ার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয় গোবিন্দ দাস তাহার সঙ্গী হইয়া থাকিতে পারে মাত্র। সন্ধ্যাকালে কাটোয়ায় পৌঁছিল, ক্রমে নিত্যানন্দ, গঙ্গাধর, মুকুন্দ আর ব্রহ্মানন্দ আসিয়া যোগ দিল; রাত্রিতে সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিলেন।

নিমাইর সন্ন্যাস গ্রহণ

প্রভাতে আসে ভক্তরা সাক্ষাতে নিমাই।
দ্বারে শচী জড় দেখে, ভয়ে চমকাই ॥১

শুনে নিমাইর কথা পরে মহা দুঃখে।
ততক্ষণে গঙ্গা পার কাটোয়ার মুখে ॥২

পৌঁছিল কাটোয়ায় সন্ধ্যার কালে নিমাই।
দেখে মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি নিতাই ॥৩

রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন করেন ভক্ত মিলিয়া।
নিমাই নৃত্য করে ভক্তিপ্রেমে মাতিয়া ॥৪

দেখেন বহু লোক এমন সঙ্কীর্ত্তন।
মুগ্ধ হয়ে গিয়া সার্থক করে জীবন ॥৫

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসের আগ্রহে।
উপস্থিত হল কেশব ভারতী গৃহে ॥৬

গদাধর প্রমুখ করেন আয়োজন।
সমুদয় সামগ্রী আনিলেন তখন ॥৭

লোক সমাগম সন্ন্যাসের প্রতিক্ষায়।
নবীন, এত রূপ, কোন্ দুঃখে দীক্ষায় ॥৮

মস্তক মুণ্ডনে নাপিত অশ্রু ভেসে যায়।
রমণীরা এই দেখে করে হায় হায় ॥৯

নিমাই বিনয়ে কহে কর তাড়াতাড়ি।
শোক ও দুঃখে সবে বিহ্বলে আছে পরি ॥১০

বসিয়া অনুষ্ঠানে ক্রিয়া করে অশেষ।
সকল কাজ করিয়া দিন করে শেষ ॥১১

মস্তক মুণ্ডন ধরে সন্ন্যাসীর বেশ।
কেশব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দিল শেষ ॥১২

মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে হইয়াছে দীক্ষা।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বয়স ২৪ অনেক্ষা ॥১৩

টীকা—রাত্রি প্রভাত হইলে ভক্তগণ যখন নিমাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন তাহারা শচীমাতাকে জড়ের মত দ্বারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিল ও ভীত হইল। মাতার নিকট গৃহত্যাগের বিবরণ শুনিয়া মহা দুঃখে পরিল। এতক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়ায় অভিমুখে পড়িয়াছেন। মনে হয় গোবিন্দ দাস তাহার সঙ্গী হইয়া থাকিতে পারেন মাত্র। সন্ধ্যাকালে কাটোয় পৌছিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ আসিয়া যোগ দিলেন। রাত্রিতে যখন কীর্ত্তন করিলেন বহুলোক সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নিমাই কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। গদাধর প্রমুখ সঙ্গীগণ সন্ন্যাসের সমুদয় আয়োজন করিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিতে বহু লোক সমাগম হইল। দীক্ষার্থীর নবীন বয়স, অসামান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া লোকে বিশেষতঃ রমনীগণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। এমন কি নাপিত কেশ মুণ্ডন করিতে যাইয়া চক্ষুর জলে ভাসিতে লাগিল। প্রবল ব্যাকুলতায় নিমাই শীঘ্র প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই

শোক ও দুঃখে অভিভূত ; অবশেষে দিবসের শেষ ভাগে কার্য্য সমাধা হইল। মস্তক মুণ্ডন করিয়া নিমাই সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিলেন। কেশব ভারতী তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" এই নাম প্রদান করিলেন। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে এই ঘটনা হয়। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বয়স ২৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

চৈতন্যের বনপথের বাসনা

সেই রাত্রে চৈতন্য কাটায় নদীয়া।
প্রভাতে গুরুকে গেল প্রণাম করিয়া ॥১

শুধায় ভারতীকে যাইব বল বন পথে।
আমারও যাইবার সাধ তব সাথে ॥২

সঙ্গীদের বলে যাও গৃহে ফিরে তবে।
যাবোনা আমরা যেই পথে তুমি যাবে ॥৩

চন্দ্রশেখর অনেক অনুরোধে রাজি।
নবদ্বীপে সংবাদ লইয়া গেল আজি ॥৪

চৈতন্যদেব অগ্রে অগ্রে যায় চলিয়া।
কেশব ভারতী, ভক্ত, পশ্চাতে ফেলিয়া ॥৫

প্রভু যাবে বৃন্দাবনে উদ্দেশ্য করিয়া।
নিতাই নিলেন শান্তিপুর ভুলাইয়া ॥৬

চলিছে বৃন্দাবনে আত্মহারা হইয়া।
শিখায় নিতাই পথ বালকে কহিয়া ॥৭

দেখিয়া গঙ্গাতীরে অদ্বৈত নৌকা নিয়া।
নিতাই কোথা পৌঁছিলাম আমি আসিয়া ॥৮

আসিয়াছি বৃন্দাবনে যমুনা এই ত।
আনন্দে যমুনাজ্ঞানে স্নান করে কত ॥৯

বলে অদ্বৈত কি করে আসিলে বৃন্দাবনে।
তুমি যেখানে বৃন্দাবন হয় সেখানে ॥১০

নিতাইর চাতুরী বুঝে হইল ক্ষুন্ন।
অনেক বুঝাইয়া করিলেন প্রসন্ন ॥১১

শান্ত করিয়া অদ্বৈত নিয়া গেল বাড়ী।
শান্তিপুরে চৈতন্যদেবে রাখেন ধরি ॥১২

যায় নিতাই নবদ্বীপে খবর লয়ে।
অদ্বৈত গৃহে আসে শ্রীবাস ভক্ত নিয়ে ॥১৩

প্রভু গেল হরিদাস সাক্ষাতে ফুলিয়া।
অপেক্ষা করেন অদ্বৈত গৃহে ফিরিয়া ॥১৪

টীকা—সেই রাত্রিতে তাহারা নদীয়ায় অতিবাহিত করিলেন, সারা রাত্রি কীর্ত্তনে কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে কেশব ভারতীর নিকট বিদায় লইয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, এখন আমি অরণ্যে গমন করিব। কেশব ভারতী বলিলেন আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। চৈতন্যদেব সঙ্গীদিগকে নবদ্বীপে যাইতে বলিলেন কিন্তু তাহারা তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কেবলমাত্র চন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীচৈতন্যের বিশেষ অনুরোধে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব অগ্রে অগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে কেশব ভারতী ও অন্যান্য ভক্তগণ চলিলেন, চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে আত্মহারা হইয়া চলিতেছিলেন, দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, নিত্যানন্দ পথে রাখাল বালকদিগকে শিখাইয়া দিলেন যে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা গঙ্গার পথ দেখাইয়া দিও। রাখাল বালকগণ তাহাই করিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই নিত্যানন্দ আচার্য্য রত্নকে শান্তিপুরে অদ্বৈতার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, তাহাকে বলিয়াছিলেন যে চৈতন্যদেবকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে আনিবেন। অদ্বৈতাচার্য্য যেন নৌকা লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত থাকেন। চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে উপস্থিত

হইয়া বলিলেন, "এই আমি কোথায় উপস্থিত হইলাম।" নিত্যানন্দ বলিলেন আমরা বৃন্দাবনে আসিয়াছি, এই যমুনা, চৈতন্যদেব যমুনা জ্ঞান করিয়া মহা আনন্দে গঙ্গা স্নান করিলেন। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, আপনি কি করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন? অদ্বৈতাচার্য্য উত্তর করিলেন, তুমি যেখানে থাক সেই বৃন্দাবন, তখন চৈতন্যদেব নিতাইর চাতুরী ও নিজের ভ্রম বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে শান্ত করিয়া বহু অনুরোধে শান্তিপুর নিজ গৃহে আনিলেন। তৎপর নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, তুমি শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে এস। আমি ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া অপেক্ষা করিব। নিতাই তদনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া শচীদেবীকে দেখিলেন।

শচীমাতার শান্তিপুর গমন

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিল চলিয়া।
সাক্ষাৎ করেন শচীমাতাকে যাইয়া ॥১

নিমাই গৃহত্যাগে কাটায় উপবাসে।
বিনা আহারে আছেন দ্বাদশ দিবসে ॥২

দেখিয়া নিতাইকে বাপ বাপ বলিয়া।
কান্দিতে লাগিল মাতা ভূমিতে পড়িয়া ॥৩

আসিয়াছেন শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহতে।
নিতাই কহে শচীমাতা চল দেখিতে ॥৪

অনেক সান্ত্বনা দেন শচীমাতাকে বলে।
রন্ধন করে আহার করান সকলে ॥৫

নিতাই শচীমাতা ও ভক্ত সঙ্গে রেখে।
যাত্রা করিলেন শান্তিপুর অভিমুখে ॥৬

মহা আনন্দে ভক্তগণ কাটে শান্তিপুরে।
শচীমাতা রন্ধনে খাওয়ান সন্তানেরে ॥৭

দুঃখী শচী সুখে কাটে এ কয় দিবস।
করে নাই একত্রে বসে শেষ বয়স ॥৮

যতদিন শচীমাতা ছিলেন বাঁচিয়া।
লীলাচলে থেকে খবর নিত যাঁচিয়া ॥৯

নিতাই সন্ন্যাসী গৃহে থাকা নাই রীতি।
মাতার দুঃখ উপেক্ষায় কি হবে গতি ॥১০

নিমাইর কথা জননীকে করে ব্যক্ত।
নীলাচলে করুক বাস সুধায় ভক্ত ॥১১

লোক মুখে সংবাদ পাইব সব তবে।
মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নানে আসি বঙ্গে যবে ॥১২

এই যুক্তি শুনে নিমাই বলেন বেশ।
নীলাচলে কাটাইব জগন্নাথের দেশ ॥১৩

টীকা—নিতাই তদনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া শচীদেবীকে দেখিলেন। শচীমাতা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া আছেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া বাপ বাপ বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নিত্যানন্দ তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের শান্তিপুরে আগমনের সংবাদ দিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন এবং তাহাদিগকে আহার করাইলেন। তৎপরে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে আগমন করিলেন। শান্তিপুরে কয়েকদিন ভক্তগণের সঙ্গে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করেন। এই কয়েকদিন ভক্তগণ মহাআনন্দে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শচীমাতা স্বহস্তে নানাপ্রকার সুখাদ্য রন্ধন করিয়া প্রিয় পুত্রকে ভোজন করাইতেন। দুঃখিনী শচীর জীবনে এই কয়টি শেষ সুখের দিন হইয়াছিল। ইহার পরে একমাত্র সন্তানের সঙ্গে একত্রে বাসের সুযোগ তাহার আর হয় নাই। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন

শ্রীচৈতন্যদেব লোক পাঠাইয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থানের পর ভক্তগণকে বলিলেন, সন্ন্যাস লইয়া গৃহে থাকা বিধেয় নহে অথচ জননীর দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এখন ইহার উপায় কি? ভক্তগণ মাতাকে এই কথা জানাইলেন। তিনি বলিলেন তাহা হইলে নিমাই নীলাচলে গিয়া বাস করুক। লোকমুখে সর্ব্বদা তাহার সংবাদ পাইব। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নিমাই মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে আসিতে পারিবেন। এই যুক্তি প্রশস্ত বলিয়া গৃহীত হইল।

নিমাইর নীলাচলে গমন

নিমাই নীলাচলে যেতে হল ব্যাকুল।
দিশাহারা ভক্তরা হয়ে গেল আকুল ॥১

নিষেধ পথ অনেক বিপদসঙ্কুল।
উভয় দেশে যুদ্ধ হইতেছে তুমুল ॥২

প্রতিবন্ধক পারে না নিবৃত্তি করিতে।
মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতির বাধাতে ॥৩

শুধায় কি আনিয়াছ সঙ্গে বলত।
কার সাধ্য আছে তোমায় আজ্ঞা ব্যতিত ॥৪

নিমাই সুখী হল ঠিক করেছে তবে।
ভগবান যে দিন যে আহার জুটাইবে ॥৫

দক্ষিণে চলে চৈতন্য কীর্ত্তন লইয়া।
আটিসারা ব্রাহ্মণ গৃহে অতিথি হইয়া ॥৬

কাটে রাত্রি কীর্ত্তনে যাত্রা করে প্রভাতে।
দেখে ছত্রভোগ গঙ্গা বহে শত স্রোতে ॥৭

স্নান করে শিব পুজা করে সমাপন।
ভক্তনিয়া সঙ্কীর্ত্তনে মাতিল তখন ॥৮

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তখন উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, পথ অতি বিপদসঙ্কুল, কিছুদিন পর যাইবেন। যতদিন যুদ্ধ শান্তি না হয় এখানে বিশ্রাম করুন। কিন্তু চৈতন্যদেবের ব্যাকুল হৃদয় কোন প্রতিবন্ধক মানিল না। শ্রীচৈতন্যদেব সংকল্পিত পথ হইতে কখনও নিবৃত্ত হন নাই। সকল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বাহির হইলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ দাস চলিলেন। পথে সঙ্গীদিগকে বলিলেন কে কি সঙ্গে লইয়াছ। সঙ্গীরা বলিল, তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কোন কিছু সঙ্গে লইতে কার শক্তি আছে? শ্রীচৈতন্য এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন এই ঠিক করিয়াছ, ভগবানের যে দিন ইচ্ছা হইবে সেদিন আহার অবশ্যই জুটিবে। আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে অনেক সম্ভব থাকিলেও অন্ন জোটে না। ভক্তগণ সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আটিসারা নামক একজন সাধু ব্রাহ্মণ গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। সারারাত্রি তাহার গৃহে কীর্ত্তন করিয়া প্রভাতে সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ছত্রভোগ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গঙ্গা বহুধারায় বিভক্ত ছিল, চৈতন্যদেব গঙ্গাস্নান করিয়া শিব পূজা করিলেন এবং ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিলেন।

জমিদার রামচন্দ্র খাঁনের সাক্ষাৎ

জমিদার রামচন্দ্র যায় দোল চড়ে।
সসম্ভ্রমে প্রণাম করে এসে সন্ন্যাসীরে ॥১

হাহা করে জগন্নাথ বলে কান্দিয়া।
মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে যায় ভূমিতে পড়িয়া ॥২

জ্ঞান হলে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করি।
পরিচয়ে দক্ষিন রাজ্যের অধিকারি ॥৩

বড় ভাল হল তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া।
নীলাচলে যেতে দাও ব্যবস্থা করিয়া ॥৪

আজ্ঞা শিরধার্য্য কাল যে বিষম কত।
দেশে দেশে যাতায়াত রহে বন্ধ যত ॥৫

ত্রিশূল পুঁতিয়া পথিক করেছে বধ।
মম রহেছে দায় কেমনে করি রদ ॥৬

রাজা জানিলে করিবে আমাকে হত্যা।
কোন প্রকারে ব্যবস্থা করিব অগত্যা ॥৭

ভৃত হয়ে বলি থাক ভিক্ষা লয়ে।
করিব যাত্রার ব্যবস্থা জীবন দিয়ে ॥৮

সুখী হয়ে চৈতন্য চলে গেলে ভোজনে।
নাম মাত্র আহার করে বসে কীর্ত্তনে ॥৯

কীর্ত্তনে কাটে রাত্রি তৃতীয় প্রহর ধরি।
জগন্নাথ দর্শনে নিদ্রা আহার ছাড়ি ॥১০

আসিয়া রামচন্দ্র খাঁ ঘাটে নৌকা রাখি।
পালাও এখনই সবে কেহ নাহি দেখি ॥১১

হরি হরি বলে যাত্রা করে তখনই।
মাঝিরা ছাড়িল নৌকা দেখি কেহ নাই ॥১২

কীর্ত্তনে মাঝিরা হল ভীত সঙ্কট রাস্তা।
জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ নাই আস্থা ॥১৩

জলদস্যু সন্ধান পাইলে নাই রক্ষা।
থাক্ স্থির উড়িষ্যা সীমানার অপেক্ষা ॥১৪

কে শুনে কথা নিরাপদে পোঁছে উড়িষ্যা।
হেঁটে এসে নদী পারের নাই সমস্যা ॥১৫

টীকা—রামচন্দ্র খাঁন নামে এখানকার জমিদার সেই সময়ে দোলা চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ কলেবর এবং অদ্ভুত

প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনি সম্ভ্রমে দোলা হইতে নামিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন প্রেমে আত্মহারা, হাহা জগন্নাথ বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং মুহুর্মুহুঃ ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে রামচন্দ্র খাঁকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকে বলিল ইনি দক্ষিণ রাষ্ট্রের অধিকারী। চৈতন্যদেব বলিলেন, তুমি অধিকারী, বড় ভাল হইল তোমার সাক্ষাৎ। আমি যাহাতে শীঘ্র নীলাচলে যাইতে পারি তুমি ব্যবস্থা করিয়া দাও। রামচন্দ্র খাঁ বলিলেন আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু এখন বড় বিষম সময় হইয়াছে। সে দেশে আর এ-দেশে লোক যাতায়াত বন্ধ। রাজারা স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুঁতিয়াছে। পথিক দেখিলেই তাহাদের প্রাণ বধ করে। এখানকার ভার আমার উপর আছে। আমি পথিক ছাড়িয়া দিয়াছি এই কথা জানিতে পারিলে আমার প্রাণ সংশয়। তথাপি আমি কোন মতে যাইতে ব্যবস্থা করিব। চৈতন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। রামচন্দ্র খাঁনের আদেশে ব্রাহ্মণ তাহাদের জন্য অন্নাদি প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব নামমাত্র আহার করিলেন। জগন্নাথ দর্শনে ব্যগ্রতায় তাঁহার নিদ্রা তিরোহিত হইয়াছে, অল্পমাত্র আহার করিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্র খাঁন আসিয়া বলিলেন ঘাটে নৌকা আসিয়াছে। চৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ হরি হরি বলিয়া উঠিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নৌকায় চড়িলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। ভক্তগণ নৌকায় কীর্ত্তন করিলে, মাঝিরা ভীত হইল, তাহারা বলিল এ বড় সঙ্কট পথ, জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ এবং তদুপরি সর্ব্বত্র জলদস্যু, সন্ধান পাইলে তাহারা প্রাণ বধ করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সীমানায় না পৌছি ততক্ষণ স্থির হউন, কিন্তু সে কথা শোনে কে ? যাহা হউক তাহারা নিরাপদে উৎকল দেশে পৌছিলেন। এখান হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া কয়েকদিনে তাঁহারা সুবর্ণরেখার তীরে পৌছিল।

চৈতন্যপুরী আগমন

সুবর্ণ রেখা পর জলেশ্বর রেমুনা।
মাধবচন্দ্র দেখে গোপীনাথ মন্দিরখানা ॥১

বৈতরণী পার হয়ে কটকে পৌঁছায়।
সাক্ষী গোপাল দেখিয়া পুরী চলে যায় ॥২

জগানন্দ দণ্ড কমণ্ডলু ধরিয়া রহে।
নিতাই দণ্ড ভেঙ্গে ফেলে নদী প্রবাহে ।।৩

চৈতন্য বলে দণ্ড ছিল একমাত্র সঙ্গী।
তুমি ভাঙ্গিয়া করিলে আমায় নিঃসঙ্গী ।।৪

তোমরা আগে নয় আমি যাইব আগে।
চলিল চৈতন্যদেব একা পুরীর দিকে ।।৫

জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছিলেন একাকী।
ইচ্ছা জগন্নাথ কোলে তুলে এখনি ।।৬

আনন্দে লাফদিয়া যায় জগন্নাথ ধরিতে।
কাছে পাণ্ডারা কাঁধা দিয়া চায় মারিতে ।।৭

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সৌভাগ্যে দেখিয়া।
নবদ্বীপে যোগ দিল পণ্ডিত বলিয়া ।।৮

মূর্চ্ছায় চৈতন্য পড়ে গেলেন ভূমিতে।
পাণ্ডারা নিয়া যায় সার্ব্বভৌম গৃহেতে ।।৯

অনেক শুশ্রূষা করে শ্বাস নাহি বহে।
ভয় পায় প্রাণবায়ু নাই বুঝি দেহে ।।১০

নাসিকা ধরে তুলা ক্ষীণ নিশ্বাস বয়।
মূর্চ্ছা ভেঙ্গে রাত্রি শেষে জয় ধ্বনি হয় ।।১১

জ্ঞান হলে বলে চৈতন্য আমি কোথায়।
কেমনে সার্ব্বভৌম গৃহে আসি হেথায় ।।১২

সার্ব্বভৌম গৃহেতে আনিয়া আমায়।
ভেবেছি সাক্ষাৎ কেমনে হবে তোমায় ।।১৩

শ্রদ্ধা করে সার্ব্বভৌম পদধূলি নেয়।
কহে পণ্ডিতে জগন্নাথ বড় দয়াময় ।।১৪

পণ্ডিতের ইচ্ছা শুনে বেদান্তর ব্যাখ্যা।
ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য রাখে বাক্য রক্ষা ॥১৫

কেমন বুঝিলে ব্যাখ্যা বলত এখনে।
আমি কিছুই বুঝিনা বলিব কেমনে ॥১৬

তোমার ব্যাখ্যা সরল কও বিপরীত।
বিচারে পণ্ডিত হইলেন পরাজিত ॥১৭

টীকা—রেমুনার পরে তাঁহারা জাজপুর গিয়াছিলেন এবং ক্রমে বৈতরণী নদী পার হইয়া কটকে উপস্থিত হন, সেই সময় কটকে সাক্ষীগোপালের মন্দির ছিল, সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া তাঁহারা ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে পুরী পৌঁছিলেন, সাধারণতঃ জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য দেবের দণ্ড ও কমণ্ডলু বহন করিতেন। যেদিন তিনি নিত্যানন্দের নিকটে দণ্ড ও কমণ্ডলু রাখিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করেন, জগদানন্দ চলিয়া গেলে নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। দণ্ড ভঙ্গে চৈতন্যদেব অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, আমার একমাত্র দণ্ড ছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া দিলে এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আমি একাকি যাইব, হয় তোমরা আগে যাও নতুবা আমি আগে যাইব, মুকুন্দ বলিলেন, তবে তুমিই আগে যাও; তখন সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া চৈতন্যদেব, একাকী পুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। জগন্নাথের মন্দিরে তিনি যখন পৌঁছিলেন তখন তিনি একাকী জগন্নাথ দেখিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল জগন্নাথকে কোলে করেন, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া লাফ দিয়া জগন্নাথকে ধরিতে গেলেন, নিকটবর্ত্তী পাণ্ডারা তাঁহাকে বাধা দিল ও মারিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত, নবদ্বীপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, তিনি পুরীতে বাস করিতেন। তিনি পাণ্ডাগণকে নিরস্ত করিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। সন্ন্যাসীর এই প্রকার প্রেমাবেশ দেখিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছা আপনোদন করিতে সক্ষম হইলেন না, গৃহে নিয়ে যাওয়া স্থির করিলেন। তাহার অনুরোধে পাণ্ডাগণ চৈতন্যদেবকে স্কন্ধে করিয়া সার্ব্বভৌম গৃহে লইয়া গেল। গৃহে আনিয়া অনেক শুশ্রূষা

করিলেন, তথাপি জ্ঞান হইল না। তখন তাহার ভয় হইল। বুঝি প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে কিন্তু নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া দেখিলেন, যে ক্ষীণ নিশ্বাস বহিতেছে, তৃতীয় প্রহরে চৈতন্যদেবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোথায় এবং কিরূপে এখানে আসিলাম। নিত্যানন্দ তাঁহাকে প্রাতঃকালের ঘটনা জানাইয়া বলিলেন, এই সার্ব্বভৌম, তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন জগন্নাথ বড দয়াময়, তাই সার্ব্বভৌম গৃহে আমাকে আনিয়াছেন। আমি ভাবিতেছিলাম কি রূপে ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। প্রভু সহজেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছে আর আমি জগন্নাথ দেখিতে ভিতরে প্রবেশ করিব না। বাহিরে গরুডস্তম্ভের নিকট জগন্নাথ দর্শন করিব। সার্ব্বভৌম অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিত, শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তিমার্গাবলম্বী দেখিয়া তাহার তেমন সন্তোষ হইল না। সার্ব্বভৌম প্রতিদিন বেদান্তের ব্যাখা শুনিতে বলিতেন, বিনয়ী শ্রীচৈতন্য তাহাই করিতেন। প্রতিদিন তিনি সার্ব্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। এইরূপ চলিলে সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া বলিলেন আপনি কোন কথাই বলেন না, কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কিনা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, আমি মূর্খ, শাস্ত্র জ্ঞান নাই, তুমি বলিয়াছ, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। সেই জন্য তোমার আজ্ঞা শুনিয়া যাইতেছি, কিন্তু তোমার কথা কিছু বুঝিতে পারি না। সার্ব্বভৌম বিরক্ত হইয়া বলিলেন—যে বুঝিতে পারে না, তাহারা বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, সুত্রের অর্থ বেশ সহজ, আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি কিন্তু তুমি যে ব্যাখ্যা কর তাহার বিপরীত মনে হয়। আমি তাহা বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয়, সুত্রের প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া তুমি কাল্পনিক ব্যাখ্যা করিতেছ। তখন উভয়ে বিচার আরম্ভ হইল, সার্ব্বভৌম পরাজিত হইলেন, সার্ব্বভৌম মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এখন হইতে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইলেন।

দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন

পুরী ছাড়িয়া চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে যায়।
পথে পথে তীর্থ সকল দেখিতে পায়॥১

পথ বহিয়া চলিলেন কীর্ত্তনের সঙ্গ।
আলালনাথে ভক্তরা করে কীর্ত্তন ভঙ্গ ॥২

প্রভুর প্রেমে নৃত্য দেখে হল অধীর।
দলে দলে লোক আসিয়া করিলেন ভীড় ॥৩

কৌশলে আনে নিতাই মন্দির ভিতর।
অপেক্ষায় থাকেন প্রভু হবে বাহির ॥৪

তবু দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি হরি বলে।
প্রভুর আদেশে প্রবেশ করিল সকলে ॥৫

ধর্ম্ম আলাপনে কাটিলেন রাত্রি সুখে।
প্রভাতে যাত্রা করেন দক্ষিণ অভিমুখে ॥৬

প্রভুর বিচ্ছেদ ভক্ত না পারে সহিতে।
মূর্চ্ছা হইয়া ভক্তরা পড়িল ভূমিতে ॥৭

মহা প্রেমিক চৈতন্য ফিরেও না দেখে।
দৃঢ় সঙ্কল্পে যায় দক্ষিণ অভিমুখে ॥৮

নাম রসে মুগ্ধ কোন দিক নাহি লক্ষ।
হরি হরি বলে চলে লোকে করে প্রত্যক্ষ ॥৯

মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে সবে পিছে পিছে ধাই।
আলিঙ্গন করে প্রভু গৃহে ফিরে যাও ভাই ॥১০

টীকা—আলালনাথ পর্য্যন্ত ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করে সে দিন চৈতন্যদেবের সঙ্গে ভক্তগণ দিন অতিবাহিত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেম রসে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিবার জন্য বহু লোক সমাবেশ হইল, লোকের ভীড় দেখিয়া কৌশলে নিত্যানন্দ মন্দিরের ভিতরে নিয়া গেলেন, তথাপি লোকে মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন। ভক্তগণ

মহাপ্রভূর বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। তাহারা যেমন মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে করিতে পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল, কিছুক্ষণ এই রূপে সঙ্গে আসিলে তাহাদিগকে আলিঙ্গণ করিয়া গৃহে ফিরে যাইতে বলিলেন।

গৃহে এনে প্রভুরে করে পাদধাবন।
সংবশে দ্বিজ সেই জল করে ভক্ষণ ॥১

অনেক প্রকার প্রেম ভিক্ষা করাইয়া।
গোসাইর প্রসাদ সবে নিল চাহিয়া ॥২

ইচ্ছা দ্বিজে প্রভুর সাথে যাবে ভাসনা।
ঘরে বসে নীরবে কর কৃষ্ণ ভজনা ॥৩

যারে দেখ তারে কর নাম বিতরণ।
এই কথা বলে প্রভু হল অন্তর্দ্ধান ॥৪

টীকা—কূর্ম্ম অবতার দর্শন করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা সহকারে গৃহে লইয়া গেলেন এবং অনেক প্রকারের ভিক্ষা দিয়া তাঁহাকে সেবা করাইলেন এবং প্রভুর সহিত গৃহত্যাগ করিবার কথা ব্যক্ত করিলেন, চৈতন্যদেব তাঁহাকে গৃহে বসিয়া কৃষ্ণভজনা করিতে বলিলেন, এবং যাহাকে পাইবে হরিনাম বিতরণ করিবে, এই কথা বলিয়া চৈতন্যদেব অন্তর্ধান হইলেন।

কূর্ম্ম নগর ধারে বাসুদেবের গৃহ।
ধার্ম্মিক দয়ালু দ্বিজ কুষ্ঠ তার দেহ ॥১

গলিত কুষ্ঠ তাহার দেহ কীটে খায়।
ভূমিতে পরে কীট দ্বিজ অঙ্গে বসায় ॥২

শুনে রাত্রি কালে চৈতন্যর আগমন।
প্রভাতে আসিয়া নাহি দেখিল ব্রাহ্মণ ॥৩

না দেখে হইল মূর্চ্ছা ভূমিতে পড়িলে।
হঠাৎ এসে প্রভু জড়াইয়া ধরিলে ॥৪

রোগ মুড় হইলেন স্পর্শেতে ব্রাহ্মণ।
কুষ্ঠ ছিল ভাল হল অহঙ্কার এখন ॥৫

কূর্ম্ম ছাড়িয়া প্রভু জিয়ড়সিংহ দায়।
নৃসিংহ অবতারে পুজা করে যায় ॥৬

টীকা—কূর্ম্ম নগরের ধারে কোন স্থানে বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল। এই দ্বিজ অতি ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। যে ক্ষতস্থান হইতে পোকা খসিয়া পড়িলে তাহা উঠাইয়া পূর্ব্বস্থানে বসাইয়া রাখিয়া দিতেন। রাত্রিতে তিনি চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন। প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্যদেবের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে না দেখিয়া বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন, অল্পক্ষণ পরেই চৈতন্যদেব কোথা হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু ভাল ছিল আমি কুষ্ঠ রোগই অস্পৃশ্য ছিলাম, কেন না এখন মনে অহঙ্কার জন্মিবে। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতে বলিয়া কূর্ম্ম নগর পরিত্যাগ করিয়া জিয়ড় নৃসিংহ পৌঁছিলেন।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসে গোদাবরী তীরে।
স্নান করে প্রভু বসিলেন নদী কিনারে ॥১

দোলায় আসে রামানন্দ বাদ্য বাজাইয়া।
স্নান করে তর্পন করিলে দাঁড়াইয়া ॥২

ভাবে অনুমানে এই রামানন্দ রায়।
স্থির হয়ে বসেন আলাপনে আশায় ॥৩

স্নানান্তে তেজপুঞ্জ সন্ন্যাসী দেখিয়া।
দণ্ডবৎ নমস্কার করেন আগাইয়া ॥৪

বলে চৈতন্য তুমি উঠে দাঁড়াও ভদ্র।
শুন শুন আমি যে সেই অধম শুদ্র ॥৫

সার্ব্বভৌম বলেছিল তব গুন কথা।
যাত্রাকালে বিদ্যানগরে সাক্ষাতের বার্ত্তা ॥৬

রায়ের মিটেনা আশা চৈতন্য পাইয়া।
গৃহে ব্রাহ্মণ দিয়া ভিক্ষা নিল চাহিয়া ॥৭

প্রত্যহ ধর্ম্মতত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হইয়া।
পাঁচ সাত বলে দশদিন গেল কাটিয়া ।৮

বিষয় ভাবনা রাজকার্য্য ছাড়িয়া।
তোমা সঙ্গী হইব নীলাচলে যাইয়া ॥৯

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইয়া যমুনা স্মরণে তীরে অনেকক্ষন নৃত্য করিলেন, তৎপরে নদী পার হইয়া অপর পারে স্নান করিলেন এবং ঘাট ছাড়িয়া কিছুদূরে নদীর নিকটে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামানন্দ রায় প্রচলিত প্রথানুসারে দোলায় চড়িয়া বহু সংখ্যক অনুচরের সঙ্গে স্নান করিতে আসিলেন, বাদ্যকরেরা রাজপ্রতিনিধির অগ্রে অগ্রে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছিলেন, নদীতীরে আসিয়া দোলা হইতে নামিয়া তিনি স্নান তর্পণ করিলেন। চৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন ইনিই রামানন্দ রায় এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু স্থির হইয়া থাকিলেন। স্নানান্তে রামানন্দ রায় অনতিদূরে বিশাল দেহ, উজ্জল কান্তি সন্ন্যাসী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আসিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিই কি রামানন্দ রায়, আগন্তুক বলিলেন "আমি সেই অধম শূদ্র"। তখন চৈতন্যদেব গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তখন উভয়েই প্রেমাবেশে ক্ষণকাল অচৈতন্যপ্রায় রহিলেন। রামানন্দ রায় পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী জ্ঞানী এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর। চৈতন্যদেব বলিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে আপনার গুণের কথা বলিয়াছিলেন, এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎতের জন্যই এইস্থানে আগমন। বড়ই ভাল হইল সহজেই আপনার দর্শন পাইলাম। রামানন্দ রায়ও বলিলেন একবার মাত্র

দর্শনে আমার মনতৃপ্ত হইতেছে না। এমন সময় ব্রাহ্মণ দ্বারা ভিক্ষা চাহিয়া রায়ের গৃহে লইয়া গেলেন. নিভৃতে বসিয়া সারারাত্রি গভীর ধর্ম্মের আলোচনায় অতিবাহিত করিলেন, এই রূপে একে একে দশদিন অতিবাহিত হইল, রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যদেবকে আর ছাড়িতে চান না। তখন স্থির হইল, রামানন্দ রায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে চৈতন্যদেবের সহিত অবশেষ জীবন অতিবাহিত করিবেন।

রামানন্দ বলে যা বলাও তাই বলি।
প্রভু অধম আমি কিছুই নাহি জানি ॥১০

তোমার শিক্ষা আমি যেন বুঝতে পারি।
ঈশ্বর হয়ে নেও মোরে তোমার তরি ॥১১

তব প্রেমে মাতাও মোরে এ ভিক্ষা চাই।
কি বলি ভালমন্দ কিছু জানি না গোসাই ॥১২

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব রামানন্দ রায়কে "সাধন অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনের লক্ষ কি, প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তরে রামানন্দ রায় ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মের বিবৃতি করিয়া যান. কিন্তু বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তঃপ্রেরণায় রামানন্দ রায় এই গম্ভীর ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন। রামানন্দ রায় মহাজ্ঞানী এবং পরম ভক্ত ছিলেন, সার্ব্বভৌমের মুখেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যদি বলিয়া থাকেন, আমি কিছুই জানি না. তুমি যাহা বলাও তাই বলি". ইহা বৈষ্ণব সুলভ বিনয়।

চৈতন্য আসিয়া পোঁছে ত্রিমন্দ নগরে।
বহু বৌদ্ধ ধার্ম্মিক এখানে আছে পড়ে ॥১

বৌদ্ধগণ সাথে চৈতন্য বিচারে।
মধ্যস্থতায় ত্রিমন্দ রাজা প্রত্যক্ষ করে ॥২

ভক্তিপথে গেল নেতা ভ্রান্তি পথ ছেড়ে।
পরাস্ত হল বৌদ্ধ রামনিধি বিচারে ॥৩

দ্রুত আসে প্রভু বটেশ্বর তীর্থস্থানে।
ছিল অক্ষয় বট শিব মূর্ত্তি এখানে ॥৪

ভক্তিতে প্রণাম করে রহে অনাহারে।
প্রভাতে উঠিব গোরা স্নান করিবারে ॥৫

ভিক্ষা লাগি গোবিন্দ যায় দ্বারে দ্বারে।
ভিক্ষা মাগি আসিলা বেলা দুপুরে ॥৬

পাক করে ভোগ দিয়া সেবা সারে গোরা।
প্রসাদ পাইনু অমৃত স্বাদে ভরা ॥৭

টীকা—দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ কালে অনেক স্থলেই পণ্ডিত ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতাগণ শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে বিচারের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, বৌদ্ধগণ উৎসাহের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। ত্রিমন্দেয় রাজা এই বিচারে মধ্যস্থ হন এবং বৌদ্ধনেতা রামগিরি রায় বিচারে স্বীয়মতের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন।

সারাদিন দ্রুত বেগে গমন করিয়া বহুপথ অতিক্রম করতঃ বটেশ্বর তীর্থে উপনীত হইলেন। সেখানে অক্ষয় বট নামে একটি বটবৃক্ষ ছিল এবং বটেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি ছিল, চৈতন্যদেব ভক্তি সহকারে সেখানে প্রণাম করিলেন এবং অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাতে তিনি স্নান করিতে গেলেন এবং সঙ্গী গোবিন্দ খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলেন।

ধনী তীর্থরাম আনে দুই কুরমণী।
পরীক্ষা করিবে প্রভু চরিত্র কেমনী ॥১

সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যা আসিয়া।
কতভাবে কথা বলে প্রভুরে দেখিয়া ॥২

দুইজনে মিলিয়া কত রঙ্গ দেখায়।
হাসিতে হাসিতে যেন গায়ে পড়ে যায় ॥৩

কাচুলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।
মাতা সম্বোধন করে শচীর নন্দন ॥৪

শিহরিয়া উঠে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা শুনিয়া লক্ষ্মী ভয় পায় মনে ॥৫

কিছুতে প্রভুরে বসে না পারি আনিতে।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে সত্য পড়ে চরণেতে ॥৬

কেন কর অপরাধী আমাকে জননী।
এই কথা বলে প্রভু পড়িল ধরনী ॥৭

প্রভুরে দেখে হল অনুতাপের জ্বালা।
কোথা গেল লক্ষ্মী কোথায় সত্যবালা ॥৮

আনন্দে নৃত্য করে হরি হরি বলিয়া।
পুলক, কম্প, অশ্রুতে গেল বুক ভাসিয়া ॥৯

কৌপীন বহির্বাস কোথায় গেছে খসিয়া।
উলঙ্গ হয়ে নাচে দুই বাহু তুলিয়া ॥১০

ভাব দেখে সব বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া প্রভুর চক্ষে বহে অশ্রু বারি ॥১১

বড়ই অধম আমি বলে তীর্থরাম।
কৃপা করে প্রভু যদি দেও হরিনাম ॥১২

তোমার স্পর্শ পাইয়া হইলাম ধন্য।
প্রভু বলে ভক্ত প্রধানে তুমিও গন্য ॥১৩

রাম কত ধন করিয়াছ আহরণ।
মৃত্যুকালে তোমা নিতে দিবেনা কখন ॥১৪

আছে একধন তোমা লুকাইয়া সাধু।
বৃথা কাল কাটাইওনা কৃষ্ণ ভজ শুধু ॥১৫

ধনী তীর্থরাম পড়ে প্রভুর চরণে।
প্রভু হাত বাড়াইয়া তুলে আলিঙ্গনে ॥১৬

প্রভুর মুখে শুনে চরম কথা রাম।
বিষয়ের মায়া ছাড়ি করে হরিনাম ॥১৭

পত্নী কহে গৃহ ছাড়ি করিয়া মতি।
তোমায় বিষয় আশায় কি হবে গতি ॥১৮

তীর্থ বলে মায়া বলে বেঁধেছিলে গৃহে।
আর ফিরিব না ঘরে থাকিতে এ দেহে ॥১৯

বিষয় বৈভব যত কর ভোগ তুমি।
সঙ্গে কিছু নাই সকল দিলাম আমি ॥২০

কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া গেল কুসুমকুমারী।
ফিরিল না তীর্থ হল পথের ভিখারী ॥২১

টীকা—তীর্থরাম নামে এক ধনী দুইজন কুস্ত্রীলোক আনিয়া আগন্তুক সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইল, তীর্থরামকে চৈতন্যদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন পার্থিব ধনসম্পদের অসারতা এবং মানবজীবনের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য তর্কবিতর্ক বা বহু শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন নাই, সরল বিশ্বাসেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের শিক্ষা ধনী তীর্থরাম বিষয়সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়া ধর্ম্মসাধনের মনোনিবেশ করিলেন। তীর্থরামের পত্নী এই সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ফিরাইবার বহু চেষ্টা করিলেন, তীর্থরাম বলিলেন মায়াজাল কাটিয়া বাহির হইয়াছি আর গৃহে ফিরিব না। সমুদয় বিষয় বৈভব ভোগ কর। তোমাকে সব দিলাম।

তীর্থরাম উদ্ধার করে সিদ্ধবট ছাড়ি।
কত বস্ত্র দিতে চায় প্রভু নাহি ধরী ॥১

স্কন্দক্ষেত্র ছাড়ে প্রভু বৃদ্ধ কাশী যায়।
অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দেখিতে পায় ॥২

শুনে বৌদ্ধ আচার্য্য আসে তর্ক করিতে।
পরাজয়ে তর্কে লোকেরা লাগে হাসিতে ॥৩

কুমন্ত্রণা করে প্রভু বৈষ্ণব জানিয়া।
অপবিত্র অন্ন দিব প্রসাদ বলিয়া ॥৪

আসিল পাখী অন্নের থালা নিল উড়ি।
শূন্য হতে থালা আচার্য্যের মাথায় পড়ি ॥৫

দর দর রক্ত ঝরে মাথা গেছে কাটি।
অচেতন হয়ে আচার্য্য পরিল মাটি ॥৬

হায় হায় করে কাঁন্দে শিষ্যরা দেখিয়া।
মার্জ্জনা চায় প্রভুর চরণ ধরিয়া ॥৭

প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি ॥৮

আচার্য্য হবে জ্ঞান কৃষ্ণ নাম শুনে।
সবে মিলে সঙ্কীর্ত্তন কর একমনে ॥৯

চেতনা পাইয়া গুরু মুখে হরি বলি।
হরি হরি বলে তারা পরে লয় পদধূলি ॥১০

এমন কৌতুক করে হল অন্তর্ধান।
কেহ না পায় শচীনন্দনের সন্ধান ॥১১

টীকা—তীর্থরামকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্যদেব সিদ্ধ বটেশ্বর পরিত্যাগ করিলেন। যাত্রাকালে বহু বস্ত্র প্রভৃতি অনেক উপহার আসিল। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। বৌদ্ধ আচার্য্যগণ চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে আসেন। কিন্তু তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে অপবিত্র অন্ন ভোজন করাইয়া পতিত করিতে চেষ্টা করেন

একাদশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে।
বৃক্ষতলে বসিল প্রভু মুন্না নগরে ॥১

আটা লয়ে আসে মুন্নাবাসী দুইজনে।
চেয়ে থাকে অপূর্ব্ব তেজ সন্ন্যাসী পানে ॥২

না শুনে কথা ভাব সমুদ্র উছলিয়া।
নৃত্য করে কখন পড়ে কখন উঠিয়া ॥৩

দর দর অশ্রু ঝরে নয়ন বাহিয়া।
পাষণ্ড ছিল যারা গেল মন গলিয়া ॥৪

সন্ন্যাসীর দেহ মাথা রহে জটা ভার।
দেখে কুল বধূগণ করে হাহাকার ॥৫

এমন ভাবে প্রভু কাটায় অর্দ্ধ রাত্রি।
প্রভাতে প্রভু হইল দক্ষিণ যাত্রি ॥৬

দলে দলে মুন্নাবাসি থাকো অনুরোধ।
প্রভু নাই দেয় কান নাই করে বোধ ॥৭

যাত্রাকালে দরিদ্র বৃদ্ধ ভিক্ষা চাহে।
ছিন্ন বস্ত্র দেহ অন্ন নাই প্রভুরে কহে ॥৮

বৃক্ষতলে বসে আছেন দরিদ্র দুঃখী।
অন্ন বস্ত্র দিয়া তাহাকে কর সুখী ॥৯

সন্ন্যাসীর দয়া দেখে সবে হল বিস্মিত।
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ গেলেন দ্রুত ॥১০

মুন্নবাসীগণ ছুটে পিছে পিছে কত।
ফিরে না দেখে প্রভু চলে জড়ের মত ॥১১

একে একে সকল লোক গেল ফিরিয়া।
রামানন্দ স্বামী গেলেন সাথে চলিয়া ॥১২

রামানন্দ বলে এমন প্রভূ দেখিয়া।
আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া ॥১৩

ভাবনা করি মনে মনে দীক্ষার আশ।
সংসার ছাড়িয়া হইব প্রভুর দাস ॥১৪

টীকা—বটেশ্বর ছাড়িয়া একাদশ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল সম্মুখে পড়িল। তাহা দেখিয়া গোবিন্দদাসের মনে ভয় হইল। চৈতন্যদেব তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আগে আগে চলিলেন। জঙ্গল পার হইয়া মুন্নানগরের পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য তাহারা বসিলেন। এমন সময়ে দুইজন গৃহস্থ কিছু আটা লইয়া উপস্থিত হইল। চৈতন্য ভাবে মগ্ন আছেন কোন কথাই বলেন না। গৃহস্থ দুইজন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুলোকের জনতা হইল। মুন্নানগরের লোকেরা তাহাকে নগরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি প্রেমে মত্ত, কোন কথাই শুনিলেন না। ক্রমে ভাব সমুদ্রে উছলিয়া উঠিলেন। কখন উঠেন কখন ভূমিতে পড়েন। তাঁহার ভাব দেখিয়া পাষণ্ডগণের মনেও ভক্তি উছলিয়া উঠিল। এইভাবে অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দক্ষিণ অভিমুখে চলিলেন। মুন্নাবাসীগণ দলে দলে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সে কথা শুনিলেন না। যাত্রাকালে এক দরিদ্র বৃদ্ধা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র উদরে অন্ন নাই, সে কাঁদিয়া প্রভুর নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিলেন চৈতন্যদেব বৃদ্ধাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং উপস্থিত নগরবাসীর নিকট অন্নবস্ত্র ভিক্ষা চাহিলেন। তিনি নিজের জন্য ভিক্ষা চাহিতেছেন। সন্ন্যাসীর দয়া দেখে অধিকতর বিস্মিত হইল। তিনি গোবিন্দদাসকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। বহুলোক তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন না। একে একে সকলে ফিরিয়া গেল কেবল রামানন্দ স্বামী নামে এক ব্যক্তি তাহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। প্রভুকে দেখিয়া রামানন্দ স্বামীর মন গলিয়া গেল এবং দীক্ষা নিয়া প্রভুর দাস হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল।

শিব দর্শনে চৈতন্য বৃদ্ধ কাশী যায়।
তথায় হতে ফিরে আসেন ব্রাহ্মণগায় ॥১

বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণে বাস জানি লয়।
তর্কে স্বীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত করে জয় ॥২

তার্কিক ব্রাহ্মণ মায়াবাদে জ্ঞানবান।
সাংখ্য, পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণে অজ্ঞান ॥৩

নিজ নিজ শাস্ত্রে অটল বিজ্ঞ সবায়।
খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রভু ক্রটি দেখায় ॥৪

সর্ব্বত্র ন্যস্ত আছে বৈষ্ণব শাস্ত্রেতে।
প্রভুর মিমাংসা কেহ না পারে লঙ্ঘীতে ॥৫

আগ্রহে পণ্ডিত প্রবর চায় বিচার।
প্রভু বলে হারিলাম কি বলব আর ॥৬

বদন বিকশিত করে হাসিল আবার।
তথাপি ছাড়েনা পণ্ডিত করো বিচার ॥৭

অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী বলে যত।
দ্বৈতবাদ তুলে চৈতন্য বুঝায় তত ॥৮

বিচারে বিতর্ক বাদে শুনে প্রভু বসে।
ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত হারিল শেষে ॥৯

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব শিব দর্শনের জন্য বৃদ্ধ কাশী গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে এক ব্রাহ্মন-গ্রামে গমন করেন, সেখানে বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মনের বাস, তর্কে পরাজিত করিয়া স্বীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি এবং পুরাণ জ্ঞান ছিল, চৈতন্য প্রভু খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝায় তথাপিও স্বীকার করিতে চায় না, অবশেষে ঘোরতর তর্ক বাধিলে, তখন বিচারে পরাস্ত হন।

মহাদস্যু পান্থভীল বাস করে বনে।
নিষেধ মানে না প্রভু গেলেন অরন্যে ॥১

পথিক পাইলে তারে করে সর্ব্বনাশ।
নাই তার ধর্ম্মজ্ঞান করে প্রাণ নাশ ॥২

প্রভু বলে পান্থভীল তুমি বড় সদাশয়।
তোমারে দেখে আমার ঘুচিল সংশয় ॥৩

গৃহস্থের ন্যায় তুমি নও গৃহবাসী।
শিষ্য লয়ে থাক শুধু বনেতে সন্ন্যাসী ॥৪

নিরবে শুনিল পান্থ প্রভুর বচন।
ভক্তিতে গলিল মন ধরিল চরণ ॥৬

প্রভুর মুখে পান্থ হরিনাম শুনিয়া।
ভক্তিতে হৃদয় তার উঠিল মাতিয়া ॥৭

কাঁন্দিয়া পড়িল ভীল প্রভুর চরণে।
আলিঙ্গন করে প্রভু নাম দেয় কানে ॥৮

হরিনামে মত্ত যত সঙ্গীগণ।
সেই বনে দস্যুগণ করে তপোবন ॥৯

কৌপিন পড়ে ভীল বর্হিবাস ছাড়িয়া।
সাধু হয়ে গেল প্রভুর নাম পাইয়া ॥৯

ভীল দস্যু দলে প্রভু কাটে তিন রাত্রি।
দ্রুত চলিয়া হল তামিল দেশে যাত্রি ॥১০

সে দেশে কথা কয় কাঁই মাইএ ভাষা।
তবুও প্রভু নাম বিলায় কত আশা ॥১১

টীকা—নিকটবর্ত্তী এক বনে পান্থভীল নামে এক ভয়ঙ্কর দস্যু বাস করিত। বনমধ্যে পথিক পাইলে সে তাহার সর্ব্বনাশ করিত এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে চলিলেন। সকল লোক তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল। পান্থভীল অতি পাপাচারী, তাহার কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আপনাকে

পাইলে বধ করিতে পারে। কিন্তু চৈতন্যদেব কোন বাধা না মানিয়া পান্থভীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পান্থ তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিল। এখন তিনি তামিল দেশে আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গী সে দেশের লোকের ভাষা বুঝিতে পারিত না। চৈতন্যদেব শিক্ষিত পণ্ডিতগণের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলিতেন সন্দেহ নাই।

এক আশ্চর্য্য মন্দির ছিল গিরীশ্বরে।
স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মান করেন তারে ॥১

মন্দিরের তিন দিক পর্ব্বতে বেষ্টিত।
দক্ষিণে প্রকাণ্ড বিল্লবৃক্ষ অবস্থিত ॥২

বিল্বপত্র নিজ হাতে চয়ন করিয়া।
মন্দিরে শিবপূজা করিলেন যাইয়া ॥৩

মৌনব্রত বৈরাগী শিবপূজা করিয়া।
পূজা শেষে গেলেন তিনি পর্ব্বতে উঠিয়া ॥৪

পর্ব্বত শিখরে ধ্যানে সাধু বৃক্ষতলে।
কিছুই বলে না কথা চক্ষু নাই খুলে ॥৫

দেহে নাই কোন বস্ত্র বাক্য বন্ধ করে।
করে না দ্রব্য বস্তু দেখেন ব্যবহারে ॥৬

ডাকেন বারে বারে অপেক্ষা করে তবু।
ধ্যান ভাঙ্গিতে সাধুর স্তব করে প্রভু ॥৭

প্রভুরে দেখে সন্ন্যাসী হল পুলকিত।
দুই বিরক্ত সন্ন্যাসীর আনন্দ কত ॥৮

পরটা ফল দিয়া অতিথি সেবা করে।
দুইটী নেয় চৈতন্য চারটী সঙ্গীরে ॥৯

আরও দুইটী ফল প্রভুরে আনিয়া।
তৃপ্ত হল ঝরণা জল পান করিয়া ॥১০

প্রভু বলে পাষণ্ডেরও হয় সুমতি।
নাই কোন স্পৃহাই তোমারে করি স্তুতি ॥১১

টীকা—এক জটিল সন্ন্যাসী পর্ব্বত শিখর হইতে নামিয়া শিবপূজা করতঃ আবার পর্ব্বত শিখরে চলিয়া গেলেন। তিনি মৌন ব্রতধারী এবং বৈরাগী চৈতন্যদেব তখনও ভাবে অচেতন ছিলেন। চেতনা পাইলে সঙ্গীর মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাহার দর্শনের জন্য পর্ব্বত শিখরে উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী এক বৃক্ষতলে ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে কোন বস্ত্র নাই, নিকটে কোন ব্যবহার্য্য দ্রব্য নাই। এবং চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। তখন চৈতন্যদেব নিকটে বসিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। এইবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। এই দুই বিরক্ত সন্ন্যাসীর মিলনে প্রচুর আনন্দ হইল। আতিথ্য সৎকার জন্য বন হইতে পরটা নামে একপ্রকার ফল আনিলেন। চৈতন্য দেব দুইটি ফল নিজে রাখিয়া চারটী গোবিন্দকে দিলেন। শ্রীচৈতন্যর মনের ভাব বুঝিয়া আরও দুইটী ফল দিলেন। নিকটবর্ত্তী নির্ঝরের সুশীতল নির্ম্মল জল পান করিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী এক তেজস্বিনী।
আছেন সিদ্ধিতে মহাতপা এ রমণী ॥১

অস্থি চর্ম্ম গেছে ক্ষয়ে তবু না টলে।
ধ্যানেতে বসে আছেন এক বিল্বমূলে ॥২

নিশ্চলভাবে ভৈরবী সাধনায় রত।
অজ্ঞানীও দেখিয়া মস্তক করে নত ॥৩

শৃগালী ভৈরবী বয়স হইল শত।
নদীকূলে বসতি রয়েছে স্থাপিত ॥৪

টীকা—নন্দা ও ভদ্রা নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের নাম

সন্ধিতীর্থ, সেখান হইতে চৈতন্যদেব চাই-পল্লী তীর্থে গমন করেন, সেখানকার লোকেরা বড় সদাচার ছিলেন, সেইখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী ছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত মতে শিয়ালী ভৈরবী।

শিয়ালী ভৈরবী দেবী দর্শন করিয়া।
চৈতন্য কাবেরী তীরে বসিলেন গিয়া॥১

স্নান করে কাবেরীতে বিমুগ্ধ হইয়া,
হরিনাম সুধাপানে গেলো ভাসিয়া॥২

অপরাহ্নে গোরা বলে ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা লাগি গোবিন্দ চলে গেল নগরে॥৩

মুঠা, মুঠা চুনা আটা ঝুলিতে ভরিয়া।
মহাপ্রভু সম্মুখে রাখিল আনিয়া॥৪

রুটি পাকাইয়া ভোগ লাগাইল প্রভু।
প্রসাদ পাইতে মুই ভুলি নাই কভু॥৫

আমার গোরা প্রভাতে হাটিয়া হাটিয়া।
চলিল নগরে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হইয়া॥৬

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আর কোন কথা নাই।
জটা মাথা ধুলা গায়ে চলিল নিমাই॥৭

এমন দয়াল আর দেখি নাই কভু।
ঘরে ঘরে নাম দিল শ্রীচৈতন্য প্রভু॥৮

টীকা—শিয়ালী ভৈরবী দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কাবেরী নদীতে ভক্তি-ভরে স্নান করিয়া কূলে বসিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন।

পদবলে আসি পরে দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ।
কপট সন্ন্যাসী বলে করে সম্বোধন॥১

প্রভুর সম্মুখে আসে দিল গালাগালি।
কটু বাক্য হাসিয়া প্রভু কিছু নাই বলি ॥২

দুর্বৃত্ত দ্বিজকে ডাকেন শেষে গোঁসাই।
মোরে মেরে তবু হরি বল ভাই ॥৩

টীকা—কাবেরীর তীর হইতে নগরে নগরে তিন দিন অবস্থিতি করেন, সেখানে একজন দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ছিল, সে দলবল লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে কপট বলিয়া তাড়ন করিলে, অন্য নগরবাসি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইল। চৈতন্যদেব তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ বাক্যে হরি হরি বলিতে কহিলেন।

পদ্ম কোটে এক অন্ধ সাধু মহাজন।
গোঁসাইরে ভক্তি ভরে ধরিল চরণ ॥১

ছাড় ছাড় সাধুজন কহে বিশ্বম্ভর।
কৃপা করে যাও প্রভু অন্ধের ঈশ্বর ॥২

প্রভু বলে দীন ভাব কেন দ্বিজবর।
শ্রীহরি আছেন সদা সবার উপর ॥৩

অন্ধ বলে দেখি নাই রূপ দয়াময়।
দেখিবার তরে কাঁদে মোর হৃদয় ॥৪

প্রভু বলে অজ্ঞ দেখে চর্ম্ম চক্ষু দিয়া।
জ্ঞানবান দেখে সব নয়ন মুদিয়া ॥৫

বহুকাল গেল মোর মন্দিরে কাটিয়া।
ভগবতী স্বপ্নে দিয়া গেল সুধাইয়া ॥৬

অন্ধের বাণী শুনিলেন চৈতন্য প্রভু।
কেন করিতেছ অপরাধী মোরে তবু ॥৭

অধম জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র আমি।
ভ্রান্তি-কুপে পরে হতাশ হয়েছ তুমি ॥৮

অন্ধ বলে কেন ভুলাইতেছ আমারে।
দেখাও তোমার রূপ তৃষিত অন্তরে ॥৯

কান্দিয়া কান্দিয়া ভাসায় প্রভু বলে।
কাতোরক্তিতে চৈতন্য স্থির না রহিলে ॥১০

দুই বাহুতে আলিঙ্গিল অন্ধরে।
তাবৎ মুহুর্তে অন্ধ দেখিল প্রভুরে ॥১১

সেই দণ্ডে সাধুবীর ত্যাজিল জীবন।
অমনি পড়িয়া অন্ধ ছাড়িল ভুবন ॥১২

হরিবোল বলে প্রভু অন্ধরে দেখিয়া।
প্রেমে নাচিতে লাগিল উন্মত্ত হইয়া ॥১৩

আঙ্গিনাতে অন্ধের সমাধি বানাইয়া।
চৈতন্য চলিলেন পদ্মকোট ছাড়িয়া ॥১৪

টীকা—পদ্মকোর্টে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, গোবিন্দ দাসের কড়চায় এই বিবরণ একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ বিশ্বসংসারে অন্ধ চৈতন্যদেবকে মহাপুরুষ বা অবতার মনে করিয়া চক্ষুদানের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতেছেন। তিনি সাধারণ মানুষ। চক্ষুদান শক্তি নাই, বাহিরের চর্ম চক্ষু অসার। বাহিরের চক্ষু দৃষ্টি নাই বলে দুঃখ কি? তাহা অপেক্ষা অন্তচক্ষু দৃষ্টি মূল্যবান। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রেমিক করুনায় বিগলিত হইয়া অন্ধকে আলিঙ্গন করিলে, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা চৈতন্যকে দেখিলেন এবং তৎমূহুর্তে তাহার জীবন অবসান হইল।

যাহা শুনি যাহা দেখি স্বার্থক হল মন।
কি যে আশ্চর্য্য রূপ দেখি নাই এমন ॥১

এ যে মানুষ নয় সন্ন্যাসীর উপর।
দেখিয়া তাহারে মজিল মোর অন্তর ॥২

নিশ্চয় হইবে তিনি ঈশ্বরের অবতার।
চরণ ধরে করহ প্রণাম তাঁহার ॥৩

এই বলে ভর্গদের ধরিল চরণ।
স্পর্শে প্রভু দুইপা পিছাল তখন ॥৪

ছি ছি কি যে বল অবতার তুমি।
নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র আমি ॥৫

সাধারণ মানুষ আমি জানি নিশ্চয়।
মিছে অবতার বলে কেন কর ভয় ॥৬

বার বার ঈশ্বরের অবতার বলে।
কেন কর অপরাধী দুঃখ মোরে ফেলে ॥৭

তীর্থ করিতে আসিয়াছি দেখ সকলে।
হরি হরি বলে নাচ সব ভাই মিলে ॥৮

টীকা—পদ্মকোট হইতে চৈতন্যদেব ত্রিপাত্র নগরে গমন করেন সেই স্থানে অনেক উদাসীন শৈব বাস করিতেন। তাহাদের অধিকারীর নাম ছিল ভর্গদেব। তিনি সুপণ্ডিত এবং পরম ভক্ত, প্রত্যহ শিব পূজা করিতেন, মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবকে ধ্যান মগ্ন দেখিয়া, ভর্গদেব এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাসীগনকে ডাকিয়া বলিলেন., এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী এই অঞ্চলে তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। তিনি হরিনাম–সুধা পানে দেশ ভাসাইতেছেন। অনেক পাষণ্ডকেও তিনি হরি নামে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনিই সেই সন্ন্যাসী হইবেন।

পর্ব্বত কানন দেশ নাহি কোন জন।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনি অনুক্ষণ ॥১

বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া লাগে তীরে।
ঈশ্বরের গুণগান গায় বারে বারে ॥২

বালির স্তুপাকার পর্ব্বতের সমান।
ঈশ্বরের গুণ যেন বহে বিদ্যমান ॥৩

দেখিনা কিছুই বহিতেছে সমীরণ।
কেমন লুকান শোভা শুদ্ধ করে মন ॥৪

প্রভু মোরে ডাকে গোবিন্দ বলিয়া।
স্নান কর এখানে বলে মৃদু হাসিয়া ॥৫

পর্ব্বত প্রমান ঢেউ দিল ডুবাইয়া।
ভক্তিভরে স্নান করি আসিনু উঠিয়া ॥৬

প্রভু আমার কাঁন্দে হরি হরি বলিয়া।
হৃদয়ের প্রেম যেন উঠিল জাগিয়া ॥৭

সমুদ্রে স্নান করি গোবিন্দরে সুধায়।
ভিক্ষা কি হবে দেখিনা গৃহি হেথায় ॥৮

হেসে হেসে প্রভু বলে কেন ভাব মোর।
হরিণাম সুধা-পানে রাত্রি করিব ভোর ॥৯

যাত্রা হবে যাহা ইচ্ছা প্রভাতে উঠিয়া।
এই বলে গোরা বসিল বৃক্ষেতে ঘেসিয়া ॥১০

সাধুরা গান গায় খঞ্জনী বাজাইয়া।
এ হেন কালে এল বণিক ভিক্ষা নিয়া ॥১১

দুগ্ধ চিনি আনে ফল মূল ঝুড়ি ভরে।
সকলকে দিল ভিক্ষা ভক্তি সহকারে ॥১২

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্র দর্শণে খুশী হইলেন এবং উল্লাসে স্নান করিতে উদ্যত হইলেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া কিছু ভীত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাহাকে স্নান করিতে ডাকিলেন। কন্যাকুমারীতে সমুদ্র স্নান করিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন

কোন দিগে যাইব, এ দাস সেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকেই যাইবে। গোবিন্দদাসের উত্তরে প্রভু আশ্বস্ত হইলেন, প্রভু পশ্চিম উপকুল দিয়া নতুন পথের দিকে চলিলেন। সেই সময় একদল সন্ন্যাসীও কন্যাকুমারীতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পর্ব্বত সমতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সন্নাসীরা বাস করিতেন। চৈতন্যদেব একটি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলেন স্থানটি নির্জ্জন, নিকটে কোন লোকালয় নাই। গোবিন্দদাসের চিন্তা হইল আহারের কি ব্যবস্থা হইবে। সন্ন্যাসীগণ খঞ্জনী বাজাইয়া মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, এমন সময়ে কোথা হইতে একজন বনিক আসিয়া সকলকে আহার্য্য দিয়া গেলেন।

পর্য্যটনে চৈতন্য পাণ্ডারপুরে যায়।
বিটলদের প্রসিদ্ধ তীর্থ দেখিতে পায় ॥১

ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে নিয়া গেলেন বাড়ী।
চৈতন্য দেখেন বিশ্রামে শ্রীরঙ্গমপুরী ॥২

প্রণাম করিয়া প্রেমে হল বিগলিত।
পুরী বলে গুরুর শিষ্য হবে নিশ্চিত ॥৩

গিয়াছিলাম নবদ্বীপে মাধবানন্দ লয়ে।
অতিথি হয়ে জগন্নাথ মিশ্র আলয়ে ॥৪

পত্নী পুত্রসম স্নেহে করান আহার।
রন্ধনে সুনিপুণা মোচার ঘণ্ট তাহার ॥৫

অল্প বয়সে যোগ্য পুত্র সন্ন্যাস লয়ে।
সিদ্ধিপ্রাপ্ত এ তীর্থে শঙ্কারাণ্য নামে ॥৬

পূর্ব্বাশ্রমে ছিল ভ্রাতা জগন্নাথ পিতা।
বলিলেন চৈতন্য পূর্ব্বাশ্রমের কথা ॥৭

টীকা—পাণ্ডারপুর মহারাষ্ট্র দেশের তীর্থস্থান। একজন ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার নিকট শ্রীচৈতন্যদেব

সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীরঙ্গমপুরী নামে মাধবপুরীর এক শিষ্য, সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। সেই সংবাদ পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন এবং প্রেমে বিগলিত হইয়া তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহে পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, দেখা দিল। শ্রীরঙ্গমপুরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই ইনি আমার গুরুদেবের শিষ্য হইবেন, নতুবা এমন প্রেম অন্যত্র সম্ভব নহে. অতঃপর দুইজনে নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পারের সঙ্গে পরিচয় হইল। শ্রীরঙ্গমপুরী জানিতে পারিলেন যে, ইহার জন্মস্থান নবদ্বীপে, তখন তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। সেখানে জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, জগন্নাথের পত্নী পুত্রসম বাৎসল্যে তাঁহাদিগকে আহার করাইয়াছিলেন এবং তিনি রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন সেখানে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এক যোগ্যপুত্র অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নাম শঙ্কারারণ্য হইয়াছিল এবং এই তীর্থে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন বলিলেন পূর্ব্বাশ্রমে তিনি তাঁহার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পিতা ছিলেন। এইরূপে কয়েকদিন আনন্দে নানা কথায় অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে শ্রীরঙ্গমপুরী দ্বারকা দেখিতে গমন করিলেন।

এমন ধার্ম্মিক ত্রিবাঙ্কুর দেশের রাজা।
পুত্র করে লয় দেশের সকল প্রজা ॥১

অতিথি পাইলে প্রজা নাহি ছারে।
সবে লইয়া অতিথি কোলাহল করে ॥২

রুদ্রপতি রাজা হয় অতি সদাশয়।
কাঙ্গালের মাতাপিতা দেশশুদ্ধ কয় ॥৩

রাজার দুয়ারে কত হাতী ঘোড়া বাঁধা।
রাজার ভাণ্ডার হতে অন্ন দেয় সদা ॥৪

নগর মধ্যে আছে অন্ন শ্রত্রালয়।
পথিক অতিথি আসিয়া আশ্রয় লয় ॥৫

জ্ঞানী অজ্ঞানী অতিথি কাটে ইস্থাদিনে।
ধন্য এমন রাজা বলে সবে ভুবনে ॥৬

টীকা—চৈতন্যদেব ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে ত্রিবাঙ্কুর নগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব হৃষ্টচিত্তে একটি বৃক্ষতলে বসিলেন, এবং সারা রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিলেন, সেই সময় কোন গ্রামবাসি কিছু ছোলা আনিয়া দিলেন এবং তাহা আহার করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। এই সংবাদ নগরে লোকেরা জানিয়া ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রমে দেশের রাজার নিকটেও এই নতুন সন্ন্যাসীর আগমনের সংবাদ পৌছিল।

দুত মুখে শুনে সন্ন্যাসীর আগমন।
যাইতে প্রাসাদে রাজা করে আমন্ত্রণ ॥১

বিষয়ীর সাথে মোর নাহি প্রয়োজন।
চৈতন্য বলেন গমনে আছে বারণ ॥২

শুন শুন সন্ন্যাসী কহি বার বার।
কেন যাবে না বহুধন আছে যে দিবার ॥৩

বস্ত্র অলঙ্কার আর যত চাহিবে।
অনায়াসে খুসি মনে থলি ভরে নিবে ॥৪

বড় বড় বাদ শুনে রাজদূত মুখে।
বাসনা করে সন্ন্যাসীরে প্রাসাদে দেখে ॥৫

বাহির হইল রাজা ভক্তিযুক্ত হইয়া।
বড় বড় মাতঙ্গ, অশ্ব দূরে রাখিয়া ॥৬

মন্ত্রীসহ দীনবেসে আসি দেখে গোসাই।
করেছি অপরাধ ডাকিয়া বুঝি নাই ॥৭

পণ্ডিত ভাগবতজ্ঞ রাজা রুদ্রপতি।
বলার নাই কিছু আপনি ভাগ্যবতী ॥৮

কৃষ্ণনাম বিনা আমি নাহি ভজি মনে।
প্রেম জাগে রাজ মুখে কৃষ্ণনাম শুনে ।।৯

নাচিতে নাচিতে গোরা জ্ঞান গেল চলে।
বাহু মেলে রুদ্রপতি প্রভুরে ধরে তুলে ।।১০

রাজার ভক্তি দেখে বিগলিত নিমাই।
আলিঙ্গনে করে রাজা কাছে এস ভাই ।।১১

যেই জন কৃষ্ণ ভক্তিতে থাকে নিশ্চলা।
সেই মানুষ হয় মোর গলার মালা ।।১২

টীকা—ক্রমে দেশের রাজার নিকট এই সন্ন্যাসীর আগমনের সংবাদ পৌঁছিল। তিনি বহু আগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসীকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য রাজদূতকে পাঠাইলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাজদূতের মুখের কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আমার ধনে কোন প্রয়োজন নাই। শরীর অনিত্য ইহা না জানিয়া ধনী ধনে জীবনের সার্থকতা মনে করে। সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া দূত ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু ধার্ম্মিক রাজা রুদ্রপতি দূতের কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি কিন্তু সন্ন্যাসীর নির্ভীক সত্য কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইলেন। তিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া স্বত্বর বহির্গত হইলেন এবং দূরে হাতী, ঘোড়া রাখিয়া কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে দীনবেশে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জোড়হস্তে বার বার বলিতে লাগিলেন, আমি না বুঝিয়া আপনাকে ডাকিয়াছিলাম। আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া জ্ঞান শিক্ষা দেন। রাজা রুদ্রপতি বড়ই পণ্ডিত এবং ভাগবতজ্ঞ ছিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, আপনি বড় ভাগ্যবান, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বড় জ্ঞানী, আপনি ভাগবত জানেন, আপনাকে আর আমি কি বলিব। আমি কৃষ্ণ বিনা আর কিছুই জানি না। কৃষ্ণের নাম লইতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রেমে মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন এবং নাচিতে নাচিতে জ্ঞান হারাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। রাজা তাঁহাকে বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। সেই সঙ্গে রাজারও ভক্তি জাগিল। নয়নের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল।

নরসিংহদেবের সেবক মাধবেন্দ্র ভুজা।
নিত্য এসে নরসিংহের করেন পূজা॥১

তুলসীর মালা এনে প্রভুরে পরায়।
মালা পরে প্রভু মোর হরিগুন গায়॥২

প্রসাদ আনিয়া পূজারী চাহিল দিতে।
কিঞ্চিৎ প্রসাদ মাত্র নিলেন হাতে॥৩

চিনিপানা প্রসাদ দিল পূজারী নিয়া॥
পিয়ে পিয়ে খায় পানা উদর পুরিয়া॥৪

টীকা—দাক্ষিণাত্যের ত্রিপদী হইতে পানা—নরসিংহে গমন করেন। কেন পানা-নরসিংহ নাম হইল অর্থাৎ প্রতিদিন চিনি পানা দিয়া নৃসিংহদেবের ভোগ দেওয়া হইত সেই জন্য তিনি পানা-নরসিংহ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পূজারী ছিলেন মাধবেন্দ্র ভুজা। চৈতন্যদেব পানা-নরসিংহ দেবকে দর্শন করিয়া তৎপরে কাঞ্চি তীর্থ গমন করেন।

বিষ্ণু কাঞ্চী স্থানে সাধু মহাজন।
লক্ষীনারায়ন বিনা জানে কোন জন॥১

নিত্য সেবা করেন শেঠির মহাশয়।
অনেক অর্থ ব্যয়েও কুণ্ঠা নাহি হয়॥২

মন্দির প্রাঙ্গনে দেখি তাহার বণিতা।
সেবার লাগিয়া সদাই রহে ব্যস্ততা॥৩

নিত্য পায়সান্ন হয় দুইমন ক্ষীরে।
প্রসাদ পাইতে কেহ নাহি বাদপড়ে॥৪

লক্ষীনারায়ণ রূপে করল মুহিত।
প্রণাম করে চৈতন্য স্তবে থাকে রত ॥৫

টীকা—চৈতদেব কাঞ্চীতীর্থ যাইয়া লক্ষীনারায়ণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুহিত হইলেন, প্রত্যাহ দুইমন ক্ষীরে পায়সান্ন দিয়া ভোগ হইত এবং প্রসাদ সকলেই পাইত। চৈতন্যদেব প্রণাম কবে বহুস্তব করিলেন এবং কাঞ্চতীর্থ ত্যাগ করিলেন।

বৃক্ষতলে শয়নে পড়ে রহিল গোরা।
রজনীতে আসিয়া ব্যাঘ্র করে তাড়া ॥১

তর্জ্জন গর্জ্জন শুনে প্রভু নাহি ডরে।
হরিনামের ফাঁদ পেতে হাসিয়া মরে ॥ ২

হরিধ্বনি শুনে ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
দৌড়ে গেল বনে অন্ধকারে মিশিয়া ॥৩

আশ্চর্য্য প্রভাব প্রভুর স্বচক্ষে দেখি।
তাবৎ পদধুলি তুলে মাথায় রাখি ॥৪

টীকা—বিষ্ণুকাঞ্চী হইতে ছয় ক্রোস দূরে পক্ষগিরি, তাহার নিম্নে পক্ষতীর্থ, সেখানে ভদ্রানদী প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গীগণ ঐ নদীতে ভক্তিবরে স্নান করিলেন, ভিক্ষালব্ধ চাল্বীফল দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া একবৃক্ষ তলে শয়ণ করিলেন, গভীর রাত্রে এক শার্দ্দুল হঠাৎ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহার প্রভাব বিস্তৃতি করিলে ব্যাঘ্র বনে চলিয়া যায়, গোবিন্দদাস প্রভুর পদরেনু নিয়া মস্তকে তুলিয়া রাখিল।

গোবিন্দ দাসের পরিচয়

চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন

বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর বাস।
শ্যামাদাসের পুত্র আমি গোবিন্দদাস ॥১

মাধবী নামে ছিল জননী আমার।
হাতা, বেড়ী, খুন্তি গড়ি জাতি কর্ম্মকার ॥২

শশীমুখী নাম ছিল আমার বনিতা।
ঝগড়া করে একদিন বলে কুকথা ॥৩

গালি দিয়া বলে নির্গুণ মূর্খ্য তুমি।
সেই অপমানে গৃহ ভোরে ছাড়ি আমি ॥৪

গৃহ হইতে গোবিন্দ আসিল কাটোয়ায়।
চৈতন্য নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তনে ভাসায় ।৫

হেনকালে আসে প্রভু নবদ্বীপ ঘাট।
সুদীর্ঘ নয়ন তার প্রশস্ত ললাট ॥৬

সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গ দুর্লভ দর্শন।
আশ্চর্য্য রূপ দেখে মোর মজিল মন ॥৭

স্নান করে গৌরাঙ্গ উঠিলেন ডাঙ্গায়।
চাচর কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশে লুটায় ॥৮

সঙ্গীগণ সাথে গোরা ফিরিয়া যায়।
পথে পথে মিটি মিটি মোর পানে চায় ॥৯

ইহা দেখে মোর দেহ কাঁপিয়া উঠিলে।
প্রভু ধরে তুলে হাত চরণে পড়িলে ॥১০

হেন কথা শুনে প্রভু শুধায় আমায়।
থাক্‌রে গোবিন্দ নিয়া যাই গৃহে তোমায় ॥১১

আমার গৃহেতে তব হইবে পালন।
নিত্য কৃষ্ণের প্রসাদ করিবে ভক্ষণ ॥১২

রসাশাক শুক্তা মোচার ঘণ্ট দিয়া।
মাতা নিত্য খাওয়াবে উদর পুরিয়া ॥১৩

প্রত্যহ মনের সুখে করিবে কীর্ত্তন।
যোগাবে গঙ্গাজল ফুল তুলসী চন্দন ॥১৪

এতবলে সঙ্গে প্রভু চাই লইবার।
অমনি আহ্লাদে যাই প্রভুর সংসার ॥১৫

টীকা—গৃহ হইতে বাহির হইয়া গোবিন্দদাস কাটোয়ায় আসিলেন, সেখানে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নাম শুনিলেন। তখন নবদ্বীপে নাম সংকীর্তনে তোলপাড় হইতেছে। সে কথা লোকমুখে—কাটোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকিবে। গোবিন্দদাস এই সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপে যাইতে মনস্থ করিয়া পরদিন নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপ ঘাটে স্নান করিতে প্রভুকে দেখিলেন এবং সঙ্গীগণ সঙ্গে চৈতন্যদেব ফিরিয়া যাইতে বার বার গোবিন্দদাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গোবিন্দদাস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাইয়া একবারে চৈতন্যদেবের চরণে গড়াইয়া পড়িলেন। গোবিন্দদাস নিজের পরিচয় দিয়া চৈতন্যদেবের আশ্রয়ে যাইয়া রহিলেন।

চোরনন্দী ছেড়ে প্রভু খণ্ডলা আসিল।
মূলা নামে নদী প্রবাহে স্নান সারিল ॥১

প্রভু দেখে বহু লোক করে হুড়াহুড়ি।
খণ্ডলরা ভিক্ষা লাগি করে পিড়াপিড়ি ॥২

ছিন্নবস্ত্রে কোন ধনী প্রভুরে দেখিয়া।
নতুন বস্ত্র, অর্থ দিতে চায় আনিয়া ॥৩

চৈতন্য হাসিয়া বলে আমি সাধারণ।
বিলাস বিভারে নাই কোন প্রয়োজন ॥৫

শরীর রাখিতে মাঝে মাঝে ভিক্ষা লই।
যথেষ্ট ভিক্ষা আনিয়াছে মোর সঙ্গী দুই ॥৬

টীকা—তাঁহারা চোরানন্দী বন পরিত্যাগ করিয়া খণ্ডলা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মূলা নামে বেগবতী নদী প্রবাহিত। শ্রীচৈতন্যদেব স্নান করিয়া নদীতীরে বসিলেন, ক্রমে দুই চারজন করিয়া বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। খণ্ডলায় লোকেরা খুব অতিথিপরায়ণ। তাহারা প্রভুকে নিজ গৃহে আতিথ্য গ্রহনের জন্য পিড়াপিড়ি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া নতুন বস্ত্র, পাথেয়ের অর্থ দিতে চাহিলেন। কহিলেন আর যাহা যাহা চাহিবেন তাহাই আনিয়া দিব। শ্রীচৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন বিলাস বৈভবে আমায় কোন প্রযোজন নাই, ছিন্ন বস্ত্রই ভাল। শরীর রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে হয়। আজ আমার দুই সঙ্গী ভিক্ষা আনিয়াছে, ইহাই যথেষ্ঠ। এই বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন।

কত শত নারী খাণ্ডবারে হইয়া স্ত্রী
দুর্দ্দশায় অন্ত নাই করে ভিখারী ॥১

তীর্থ করিতে আসে কত ধনী সন্তান।
প্রতারিত করিয়া বেশ্যাবৃত্তি ধরান ॥২

হতভাগীদের দুঃখের কথা শুনিয়া।
ব্যাকুল হইল প্রভু আসিবে দেখিয়া ॥৩

মুরারী পল্লীতে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে যায়।
ভক্তিতে মুরারীরা চরণ ভিক্ষা চায় ॥৪

চৈতন্য বলে ভিক্ষা করি গৃহীর দ্বারে।
নিতান্ত অস্পৃশ্য আমি ছুইওনা মোরে ॥৫

নাম বলে সকল পাপ ভস্ম হইবে।
জানিয়া পাপে মগ্ন হরিনামে ধুইবে ॥৬

উপদেশে মুরারীরা চৈতন্যরে ধরে।
ইন্দিরা বাই বলে কৃপা করো মোরে ॥৭

কত কুকর্ম্ম করিয়া হইয়াছি বৃদ্ধ।
অহরহ অনুতাপ করিতেছে দগ্ধ ॥৮

পদধুলি নিয়া ইন্দিরা লুটাইয়া পড়ে।
আরও মুরারী প্রভুর চরণ ধরে ॥৯

পাপ গৃহ ছাড়িয়া সাধুজীবন ধরে।
হরিনাম দিয়া প্রভু উদ্ধার করে ॥১০

মুরারী উদ্ধার করে প্রভু বনে যায়।
চৌরা নন্দী পোঁছে দস্যুর সন্ধান পায় ॥১১

টীকা—ভোলেশ্বর হইতে কিছু দূরে বিজুয়ীনগরী, সেখানে খণ্ডবা নামে এক দেবতার মন্দির, অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে গেলেন, যে সকল বালিকার পিতা মাতা দরিদ্র অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারে না অথবা অন্য কোন কারণে বিবাহ হয় না খাণ্ডবার সহিত তাহাদের বিবাহ দেয়, কিন্তু পরিনামে অশেষ দুর্গতি হয়। চৈতন্যদেব হতভাগ্যদের কথা শুনিয়া তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। লোকে এই রমণীদিগকে মুরারী বলিত। দয়ার সাগর চৈতন্যদেব তাহাদিগকে দেখিতে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্গীরা নিষেধ করিলেন, তাহা কিন্তু শুনিলেন না। মুরারী পল্লীতে গিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদে বহু নারী উপস্থিত হইল। মুরারীগণ তাহার ভাবাবেশ দেখিয়া তাঁহার চরন বন্দনা করিতে লাগিল শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন আমি গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা করি। আমি নিতান্ত অস্পৃশ্য আমাকে ছুঁইওনা ভক্তিভরে হরিনাম কর। নাম করিলে সকল পাপ ভস্ম হইয়া যাইবে। যে না জানিয়া পাপে মগ্ন হয়, হরিনামে সে সকল পাপ ক্ষয় হয়। উপদেশ শুনিয়া মুরারীগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরা বাই নামে একজন রমণী জোড়হস্ত

করিয়া বলিল হে সন্ন্যাসী, মহাশয়, আমাকে কৃপা করুন। আমি কুকর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। পদধূলি দিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। ইহা বলিয়া ধুলায় লুটাইতে লাগিল। প্রভু তাহাকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন, ইন্দিরা তাঁহার পাপ অর্জ্জিত গৃহ ত্যাগ করিয়া সাধু জীবন আরম্ভ করিল।

লোকেরা বলে প্রভু যাইওনা তথায়।
জীবন করে নাশ বহু দস্যু সেথায় ॥১

না শুনে অবশ্য বসিল বৃক্ষতলায়।
সন্ন্যাসী দেখে দস্যু কথা বলিতে চায় ॥২

নিরোজী প্রভু দেখে ভক্তিতে বিচলিত।
আজ মম গৃহে কর রাত্রি অতিবাহিত ॥৩

প্রভু বলে আজ বৃক্ষতলে রাত্রি রহি।
সর্দ্দার আদেশে বহু ভিক্ষা আনি বহি ॥৪

কেহ আনে চাউল কেহ আনে কাঠ।
দুগ্ধ, প্রচুর ফলমূলে হইল হাট ॥৫

যোগাসনে চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন।
নৃত্যে খাদ্য পদাঘাতে হল ছিন্নভিন্ন ॥৬

কোন দস্যু বলে সন্ন্যাসী করিয়াছে অনিষ্ট।
প্রভুর ভাব দেখে নিরোজী হল তুষ্ট ॥৭

কত পাপে জীবিকা করিয়াছি বহন।
আজ ইচ্ছা কেন হয় কৌপিন ধারণ ৮

কহে দ্বিজ সন্তান আর না দস্যু বৃত্তি।
নাই স্ত্রী পুত্র সঞ্চয়ের কোন প্রবৃত্তি ॥৯

আমারে নিয়ে চল প্রভু তোমার সাথে।
করিব ভ্রমণ তোমা সাথে পথে পথে ॥১০

বৈরাগী হতে চৈতন্য উপদেশ দিয়া।
সঙ্গী হল নিরোজী অস্ত্রসস্ত্র ছাড়িয়া॥১১

টীকা—এইরূপে মুরারীদিগকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্যদেব চোরা নন্দী বনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে নিষেধ করিল এবং বলিল সেই স্থানে বহু দস্যুর বাস, তাহারা জীবন নাশ করিতে পারে। ঐস্থানে যাইবেন না। চৈতন্যদেব বলিলেন দস্যুরা আমার কি লইবে? রামস্বামী সন্ন্যাসী বলিল চোরা নন্দীতেও কোন তীর্থ নাই। সেখানে যাইবার প্রয়োজন কি? যদি দস্যুরা আপনার কোন অমঙ্গল সাধন করে তবে আপনার শোকে লোক প্রানত্যাগ করিবে, চৈতন্যদেব সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া চোরানন্দী বনে গমন করিয়া একটি বৃক্ষতলে বসিলেন. সেখানে বহুলোক আড্ডা করিয়া ডাকাতি করিত। সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। কিছু পরে একটি লোক প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া গভীর বনের মধ্যে চলিয়া গিয়া দস্যুদলের সর্দ্দার নরোজীকে লইয়া আসিল, সে মহাবলশালী, একে একে অস্ত্রধারী আরও ২।৪ জন করে দস্যু আসিয়া জুটিল. নিরোজী বলিল, আপনি আমার গৃহে চলুন। চৈতন্যদেব বলিলেন, আজ বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিব। তখন নিরোজী সঙ্গীগণকে সন্ন্যাসীর জন্য ভিক্ষা আনয়ণ করিতে বলিলেন, দস্যুগণ অবিলম্বে, কেহ কাঠ, কেহ চাউল, কেহ দুধ, কেহ ফলমুল আনয়ন করিতে লাগিল, গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের সঙ্গে তিনি বহু দেশ ভ্রমন করিয়াছেন, কিন্তু এই বনের মধ্যে যত খাদ্য, আনয়ন করিয়াছিল এত কোথাও দেখেন নাই, চৈতন্যদেব ততক্ষণে যোগাসনে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, হরিনামে তিনি প্রেমে মত্ত হইয়া পড়িলেন, খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই লক্ষ্য নাই। তাহার পদাঘাতে খাদ্যদ্রব্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। দুইজন দস্যু বলিতে লাগিল সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিয়া খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিতেছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাব দেখিয়া নিরোজীর হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহার প্রাণে অনুতাপে জ্বলিয়া উঠিল।

নিরোজী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চৈতন্যদেবকে দেখিতেছেন। তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। ক্রমে ক্রমে বহু দস্যু আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল। নিরোজী কাঁদিয়া বলিল। আমি আর দস্যুবৃত্তি করিব না। আপনি আমাকে সঙ্গে লউন। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, স্ত্রী পুত্র নাই তবে আর কার জন্য ধন সঞ্চয় করিব? দস্যুদল পরিত্যাগ করিয়া আপনার

সঙ্গে ভ্রমণ করিব চৈতন্যদেব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন, নীরোজী তৎক্ষনাৎ অস্ত্রসস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গী হইলেন।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু গেলেন সুরথে।
ভগবতী প্রণাম করে দেখিয়া পথে ॥১

মন্দিরের সন্ন্যাসীর হল ভক্তি উদয়।
সংসার সাগর উত্তীর্ণ কেমনে হয় ॥২

নায়িকা যায় নায়কের আকৃষ্ট হইয়া।
ভজ কৃষ্ণে মনের দন্দ যাইবে ঘুচিয়া ॥৩

টীকা—ভ্রমণ করিতে করিতে সুরথ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন সেখানে অষ্টভুজা ভগবতী মন্দির ছিল। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন সেখানে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া বলিলেন। আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইতেছে, কিরূপে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইব, সেই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন আমি সারতত্ত্ব কিছুই জানিনা। ভবানী আপনার মনের অন্ধকার দূর করিবেন। সামান্য নায়িকা যেমন সুন্দর নায়ক দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই ভাবেই কৃষ্ণকে ডাকুন আপনিই মনের অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে।

আসে ব্রাহ্মণ ছাগ বলি লইয়া।
পবিত্র মূর্ত্তি ভক্ষণ করে কি করিয়া ॥১

পশু বধ করে জিহ্বার চরিতার্থে লোভী।
প্রভু বলে পশু রক্তে খুসী নাই দেবী ॥২

উপদেশে বধ্য ছাগ দিলেন ছাড়িয়া।
পুষ্প পত্রে পূজা দিয়া গেল চলিয়া ॥৩

টীকা—একজন ব্রাহ্মণ দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য ছাগ লইয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, পবিত্র দেবী মূর্ত্তি কিরূপে পশু ভক্ষণ করিবেন? লোভী মানুষ নিজের জিহ্বার রসনা চরিতার্থে পশু বধ

করে। কিন্তু জগজ্জননী কখনও নিরীহ পশুর রক্তে আনন্দিত হইতে পারে না। এই প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেব পশুবধের নৃশংসতা প্রমান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার যুক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বধ্য ছাগ ছাড়িয়া দিয়া পুষ্প ও পত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিলেন।

নর্ম্মদায় স্নান করে বরদায় যায়।
সন্ধ্যায় গোবিন্দ মন্দির দেখিতে পায় ॥১

অনর্থ ঘটিয়া গেল যমে নিল সঙ্গী।
তিনদিন জ্বরে পৃথিবী ছাড়ে নিরোজী ॥২

নিজ হাতে শুশ্রুসা প্রভু করে সাথীরে।
অন্তীমে হরিনাম কর্ণে দিল ভক্তরে ॥৩

কোলে মাথা রেখে প্রভু দেখে গেল প্রাণ।
ভিক্ষা করে মৃতদেহে সমাধি বানান ॥৪

হরিনাম করে সমাধির চারিধারে।
শুনিয়া বরদায় রাজা দেখে প্রভুরে ॥৫

সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ দেখিয়া।
কর জোড়ে ভিক্ষা দিতে যাচিল আসিয়া ॥৬

আমি গৃহস্থের ভিক্ষা করি গ্রহণ।
কেমনে রাজার দান লইব এখন ॥৭

প্রভু রাজি হল অতিশয় দীনতায়।
আদেশে গোবিন্দ অল্প মুষ্টি ভিক্ষা চায় ॥৮

পশ্চিমে দ্বারকায় অভিমুখে যায়।
যোগা নামে এক গণ্ডগ্রাম দেখিতে পায় ॥৯

টীকা—নর্ম্মদায় স্নান করিয়া বরোদায় গমন করিলেন, বরোদার রাজা পরম ধার্ম্মিক। সেখানে গোবিন্দের মন্দির ছিল। রাজা প্রতিদিন মন্দির

পরিষ্কার করিতেন। বরোদায় অবস্থানকালে একটি অনর্থ সংঘটিত হয়। সঙ্গী নরোজী তিনদিনের জ্বরে এখানে প্রাণত্যাগ করেন। চৈতন্য যত্নে স্বহস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং আসন্নকালে তাঁহার কর্ণে হরিনাম শ্রবণ করান। নরোজী শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভিক্ষা করিয়া চৈতন্যদেব নরোজীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলেন এবং ভক্তিভরে সমাধির চারিদিকে নৃত্য করিতে করিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। বরোদায় রাজা এই কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ দেখিয়া করজোড়ে তাঁহাকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বিলাসের অন্নে প্রয়োজন নাই, আমি গৃহস্থদের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করি। রাজা অতিশয় দীনতা প্রকাশ করিয়া সেদিন ভিক্ষা গ্রহণের জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব অগত্যা সঙ্গী গোবিন্দদাসকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া গোবিন্দদাস রাজার নিকটে সামান্য লোকের ন্যায় মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলেন।

গোবিন্দ দেখে দুই বাঙ্গালী যায় পথে।
রামানন্দ গোবিন্দচরণ আছে সাথে ॥১

প্রভুর পরিচয় পায় গোবিন্দের মুখে।
প্রণাম করে চলে দ্বারকার অভিমুখে ॥২

পথিমধ্যে যোগা নামে গণ্ডগ্রাম দেখে।
উপস্থিত হল প্রভু সঙ্গী নিয়া সাথে ॥৩

বারমুখী বারবণিতা অতি সুন্দরী।
বহু ধনীর সন্তান আসে মোহে পরি ॥৪

অনেক অর্থ তার সুন্দর গৃহখানি।
নগর প্রান্তে উদ্যানে বাস করেন তিনি ॥৫

ক্লান্ত হয়ে প্রভু বসি নিমগাছ তলে।
ভিক্ষা করে আনে খাদ্য খায় সবে মিলে ॥৬

চৈতন্য সংকীর্ত্তনে ভাবে মত্ত হইয়া।
গোবিন্দরে প্রাণের কৃষ্ণ দেও আনিয়া ॥৭

টীকা—পথে কতকগুলি দ্বারকাযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন। ইহাদের নাম রামানন্দ ও গোবিন্দচরণ, বহুদিন পর বাঙ্গালী দেখিয়া গোবিন্দের মুখে চৈতন্যদেবের পরিচয় পাইয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেব বাক্যালাপ করিয়া বলিলেন চল আমরা একসঙ্গে দ্বারকা যাই। পথিমধ্যে যোগা নামে এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বারমুখি নামে পরম রূপবতী এক বারবণিতা বাস কবিত, বহু ধনী সন্তান তাঁর রূপে মুগ্ধ হইয়া কুপথে যাইত। বারমুখী বহু ধনের মালিক নগরপ্রান্তে প্রকাণ্ড এক উদ্যানে সুন্দর গৃহে বাস করিত। তাহার গৃহের পার্শ্বে এক বিশাল নিম বৃক্ষ ছিল। চৈতন্যদেব পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিম বৃক্ষতলে বসিলেন, সঙ্গী গোবিন্দদাস নিকটবর্ত্তি গ্রাম হইতে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া সবে মিলে ভক্ষণ করিলেন।

দেখে বড়মুখী কক্ষ থেকে আসি।
প্রভু কাছে যায় বড়মুখী পিছে মিরা দাসী ॥১

দিলাম মিরা ধনসম্পত্তি আছে যত।
আজ হতে চলিব ভিক্ষারীর মত ॥২

এলায় পড়িল মাথার কেশরাশী।
বাড়িল রূপের সৌরভ আরও বেশী ॥৩

সৌন্দর্য্য দেখিয়া চক্ষু কেহ নাহি ফেলে।
চৈতন্য ধ্যানস্থ হইয়া চক্ষু না খুলে ॥৪

কাতরে কহে প্রভুরে পাপী বড়মুখী।
কোন সাধনায় হই পরকালে সুখী ॥৫

অনুতাপে কেশরাশী করিল ছিন্ন।
এতদিন মহাপাপে ছিলাম মগ্ন ॥৬

তোমা সাথে যাই পাপীরে কর উদ্ধার।
তুলসী মঞ্চে কৃষ্ণ সাধনা হবে পার ॥৭

তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বলে পড়ে পদে।
প্রভু সড়িয়া দাঁড়ায় দুই পদ বাদে ॥৮

মিরা কাঁন্দে সব নেও শুন মোর কথা।
কোরো না পাপ দিও অর্থ সাধু সেবা যথা ॥৯

বড়মুখীর উদ্ধার করে প্রভু যায়।
পোঁছে সোমনাথের মন্দির দেখিতে পায় ॥১০

টীকা—জানালা হইতে বড়মুখী প্রভুর ব্যাপার দেখিতেছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভক্তিভাব দেখিয়া তাহার হৃদয় নির্ব্বেদ আবেগ হইল। বড়মুখী আপনার কক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মিরা নামে তাহার দাসী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সে তাহাকে বলিল আমার ধনসম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম, আজ হইতে আমি পথের ভিখারী হইলাম। তাহার মাথায় কেশপাশ এলাইয়া পড়িল। সমাগত লোক তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু চৈতন্যদেব নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, বারমুখী কাতরে বলিলেন, আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দাও। আমি বড়ই পাপীষ্ঠা কিরূপে উদ্ধার পাইব আমাকে বলিয়া দাও। এই বলিয়া মস্তকের কেশরাশী ছিন্ন করিয়া ফেলিল। চৈতন্যদেব বলিলেন তুমি এই স্থানে তুলসী উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে হরিনাম সাধন কর। বারমুখী বলে তুমি কৃষ্ণ, তুমি হরি বলিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। তিনি চারিপদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। দাসী মিরাবাই কান্দিতে লাগিল। বারমুখী তাহাকে বলিল মিরা আমার কথা শুন আমার সমুদয় সম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম তুমি পাপ কার্য করিও না, সাধু সেবা কর।

কে গ্রামবাসী কপট তাচ্ছিল করিয়া।
ভারি ভুরি চলিবে না সন্ন্যাসী বলিয়া ॥১

কেহ তিরস্কার করিয়া চায় মারিতে।
গেলেন মহাপ্রভু হাত তার ধরিতে ॥২

বিষয় টানে হৃদয় গেছে শুকাইয়া।
ভক্তি বিনা প্রাণ যায় কঠিন হইয়া ॥৩

হরিনাম নাম করো মার না ভাই।
সব পাপ দূর হবে নাম কর তাই ॥৪

টীকা—একজন গ্রামবাসী তাঁহাকে কপট সন্ন্যাসী ভাবিয়া বলিল, গ্রামের লোককে প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থলাভ করিবার জন্য তুমি এই প্রকার ভাণ করিতেছ। আমার নিকট তোমার ভারিভুরি খাটিবে না। আমি তোমার মত অনেক কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি। অন্যান্য লোকেরা তাহার এইরূপ তিরস্কার বাক্য শুনিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল, চৈতন্যদেব তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন। ভাইসব ইহাকে মারিও না, হরিনাম সুধা পান করাও। বিষয় পিপাসায় ইহার হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে। ভক্তির অভাবে ইহার প্রাণ কঠোর হইয়াছে, হরিনাম সুধাদানে ইহাকে মুক্ত কর।

সোমনাথ দর্শনে প্রভুর অভিলাষ।
মন্দির ভেঙ্গে চূর্ণ করে যবন নাশ ॥১

আছে মাত্র ভগ্নস্তূপ দেখে হায় হায়।
শোকে দগ্ধ হয়ে প্রভু বড় ব্যথা পায় ॥২

টীকা—এইরূপে বড়মুখী উদ্ধার করিয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীদের লইয়া সোমনাথ মন্দির দর্শনে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানরা সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছিল। কেবলমাত্র ভগ্নস্তূপ অবশিষ্ট ছিল, সোমনাথের এই অবস্থা দেখিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ পুত্র প্রভু অনুরাগী।
পিতা পুত্রের ভক্তিতে হল বিরাগী ॥১

তিরস্কার করে পিতা ভুলাও না পুত্র।
শাস্তি দিব তোমা জানিবে কেমন পাত্র ॥২

রোষ দেখিয়া পুত্র কাতরে ক্ষমা চায়।
দেখ প্রভু অপরাধী নরকে না যায় ॥৩

নরকে নাই ভয় যে পুত্র বংশে রয়।
দয়া দেখে প্রভুর জষ্টির কথা না কয় ॥৪

দুর্ব্যবহারে দ্বিজ চরনে লুটায়।
তুলিয়া প্রভু কর্ণে হরিনাম শুধায় ॥৫

উদ্ধার করে ব্রাহ্মণ ঋষিকুল্যায় যায়।
আগমনে প্রভুর বার্ত্তা পুরী পৌঁছায় ॥৬

টীকা— রসাল কুণ্ডেতে একজন মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার অল্প বয়স্ক পুত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অতিশয় অনুরাগী হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া চৈতন্যদেবকে মারিবার জন্য লাঠি হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন। "ভণ্ড সন্ন্যাসী" তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে ভুলাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দিব। চৈতনাদেব হাসিয়া বলিলেন। আমাকে যদি মারিবে তাহা হইলে তোমাকে হরিনাম লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি পৃষ্ঠ পাতিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবার জন্য কাতরে অনুনয় করিতে লাগিল। বলিল আমার পিতার অপরাধ লইবেন না। তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করুন। চৈতন্যদেব বলিলেন যে বংশে তোমার মত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে বংশে কাহারও নরকে যাইবার ভয় নাই। ততক্ষণে ব্রাহ্মণ আশ্চর্য ক্ষমা দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল, চৈতন্যদেব কর্ণে হরিনাম মন্ত্র দিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া প্রভু রসালকুণ্ড হইতে ঋষিকুল্যা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

পুরী প্রত্যাগমন ও মণ্ডলী গঠন

সর্ব্বাগ্রে ছুটে আসে গদাধর মুরারী।
আর সব প্রভু দেখে বলে হরি হরি ॥১

শেষ আসে ডঙ্কা বাজাইয়া সার্ব্বভৌম।
এত দিনের বিচ্ছেদ হল উপশম ॥২

ভক্তি সম্মিলনে রহিল আনন্দ ধারা।
প্রভুরে ঘিরে কীর্ত্তনে হল আত্মহারা ॥৩

শ্বেত, নীল অনেক পতাকা উড়াইয়া ॥
ভক্ত লয়ে প্রভু গেলেন পুরী পৌঁছিয়া ॥৪

সন্ন্যাসী শুনে রাজা সার্ব্বভৌম শুধায়।
আকাঙ্ক্ষা কেমনে সাক্ষাৎ হবে আমায় ॥৫

রাজ দর্শনে এই সন্ন্যাসী আছে মানা।
হই যদি সফল অনুরোধে আপনা ॥৬

টীকা– চৈতন্যদেব আলানাথ পৌঁছিতেই ভক্তগন সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে গদাধর ও মুরারী ছুটিয়া আসিলেন। খঞ্জন আচার্য্য খোঁড়া হইলেও মনের আবেগে অনেকের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিলেন। তৎপর সার্ব্বভৌম ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে আসিলেন, ক্রমেই নরহরি, হরিদাস, রামদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বহু ভক্তগণ আসিয়া বলিলেন, বহুদিনের বিচ্ছেদের পরে ভক্ত সম্মিলনে সে দিন যে আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। অবশেষে ভক্তগণ তাহাদের লইয়া শ্বেত, নীল, বহু পতাকা উড়াইয়া পুরীর দিগে অগ্রসর হইলেন। মাঘের তৃতীয় দিবসে অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী পৌঁছিলেন।

বাস করেন প্রভু কাশী মিশ্রের গৃহে।
নবদ্বীপে দিতে সংবাদ গেল আগ্রহে ॥১

শুনে দুইশত মত ভক্ত করে যাত্রা।
কিছুদিন পরে জগন্নাথের রথযাত্রা ॥২

জগন্নাথের রথযাত্রা আরম্ভ হলে।
বিগ্রহ লইয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলে ॥৩

প্রভু বলে বড় ইচ্ছা হইয়াছে মনে।
মন্দির সাফ করি ভক্তগণ সনে ॥৪

রাজার আজ্ঞা আছে প্রভু যা ইচ্ছা যখন।
বাধা না দিয়ে পূরণ করিবে তখন ॥৫

পড়িছার আদেশে আসে কলস কত।
কলস ভরিয়া জল আনে কত শত ॥৬

পরিস্কার হলে প্রভু উল্লাসিত হয়।
বস্ত্র দিয়া গুণ্ডিচা মন্দির মুছিয়া লয় ॥৭

সাত সম্প্রদায়ে করে কীর্ত্তনে ব্যবস্থা।
সারি সারি ভক্তরা বাহির হল রাস্তা ॥৮

মধুর সঙ্কীর্ত্তন করে চৈতন্য প্রভু।
এমন কীর্ত্তন শুনে নাই কেহ কভু ॥৯

সম্মার্জ্জনী লয়ে রাজা পথ সাফ করিয়া।
রথে জগন্নাথ যাত্রীরা নেয় টানিয়া ॥১০

টীকা—এই যাত্রায় গৌড়বাসী দুইশত ভক্ত পুরী আসিয়াছিলেন। যথা—অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, সঞ্জয় পণ্ডিত, কুলীন সত্যরাজ খাঁ, রামানন্দ, মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন, নরহরি, শ্রীধর, বিজয়, শ্রীমান্ পণ্ডিত, মাধব বসু, শ্রীকান্ত নারায়ণ, বল্লভসেন, বিজয়, নন্দনাচার্য্য, বক্রেশ্বর বিদ্যানিধি, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, হরিদাস ঠাকুর, হরিভট্ট, বাসুদেব দত্ত, গঙ্গাদাস, শঙ্খ পণ্ডিত, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, গদাধর পণ্ডিত, নৃসিংহানন্দ, শিবানন্দ, শ্রীকান্ত নারায়ণ, শুক্লাম্বর, আচার্য্যরত্ন, সুলোচন, পুরন্দরাচার্য্য, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি।

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমনের কয়েকদিন পরে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা আরম্ভ হইল। রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর জগন্নাথদেবের বিগ্রহ রথে করিয়া পুরীর মন্দির হইতে গুণ্ডিচা মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। চৈতন্যদেব, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম এবং মন্দিরের পড়িছাকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার এক ইচ্ছা আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে দেন। আমি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করিব। তাহারা বলিলেন এ কাজ আপনার অযোগ্য হইলেও আপনার ইচ্ছা যাহা, তাহা অবশ্যই সাধিত হইবে, বিশেষতঃ মহারাজের আদেশ আছে, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই পালন করিতে হইবে। পড়িছার আদেশে সম্মার্জ্জনী ও নতুন কলস আনিত হইল। ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া গুণ্ডিচা মন্দির পরিস্কার হইল, সর্ব্বশেষে বস্ত্র দ্বারা মন্দির মুছা হইল। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র যতদূর সম্ভব নিকটে থাকিয়া সংকীর্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া অগ্রে অগ্রে পথ পরিস্কার করিতেছিলেন।

রথযাত্রার দিন চৈতন্যপ্রভু প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সমুদ্র স্নান করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে আগমন করিলেন, পাণ্ডাগণ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে রথে তুলিলেন। রথ টানিবার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভক্তদলকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া গগনভেদী সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। এই সম্প্রদায় বিভাগেই শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কে কোন দলে কি কাজ করিবেন, তিনি স্বয়ং তাহা স্থির করিয়া দিলেন, স্বরূপ দামোদরকে প্রথম দলের নেতা মনোনীত করিলেন, তাহার সঙ্গে দামোদর, নারায়ণ, দত্তগোবিন্দ, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দানন্দ এই পাঁচজনকে গায়ক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং অদ্বৈতাচার্যকে এই দলে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত দ্বিতীয় দলের নেতা হইলেন, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই পাঁচজন গায়ক এবং নিত্যানন্দ নর্ত্তক মনোনীত হইলেন। তৃতীয় দলে মুকুন্দ নেতা এবং বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারী, শ্রীকান্ত ও বল্লভসেন গায়ক হইলেন, এই দলের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি নাচিবার আদেশ হইল। চতুর্থ দলে মূলগায়ক গোবিন্দ ঘোষ এবং হরিদাস, বিষ্ণু দাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ এই পাঁচজন সঙ্গী মনোনীত হইলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত ইহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কুলীন গ্রামবাসী ভক্তদলের আর একটী পৃথক সম্প্রদায় হইল। তাঁহাদের সঙ্গে রামানন্দ ও সত্যরূপ খাঁ নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগণ দ্বারা আর একটী সম্প্রদায় গঠন হইল।

নরহরি সরকার এই দলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারি সম্প্রদায় রথের সম্মুখে, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে এবং এক সম্প্রদায় পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কখনও এ দলে কখনও ও দলে, এরূপে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইখানি খোল এবং ছয়খানি করতাল বাজিতে লাগিল, সমাগত যাত্রীদল এই অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

রাজ দর্শনে প্রভু ছিল মানা যদিও।
কাছে থেকে সঙ্কীর্ত্তন শুনেন তবুও ॥১১

প্রেমাবেশে চৈতন্য পড়েন রাজধারে।
রাজ অঙ্গ সংস্পর্শে প্রভু ধিক্কার করে ॥১২

রাজা হল লজ্জিত আরও হল ভীত।
সার্ব্বভৌম সায় দেয় প্রভু আছে প্রীত ॥১৩

ভাবে ও শ্রান্তিতে চৈতন্য হারাল জ্ঞান।
পড়িয়াছে বারান্দায় গৃহের উদ্যান ॥১৪

ভৌমের ইঙ্গিতে চরণ ধরিয়া।
ভাগবতের শ্লোক গেলেন শুনাইয়া ॥১৫

আনন্দে বিভোরে প্রভু আলিঙ্গন করে।
কৃতার্থ হইল রাজা এতদিন পরে ॥১৬

আজ যে অমূল্য রতন দিলে আমায়।
প্রতিদানের কিছু নাই দিতে তোমায় ॥১৭

টীকা—রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা এই ইচ্ছা চৈতন্যদেবের গোচর করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীর রাজ দর্শন নিষেধ বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, তৎপর রায় রামানন্দ আসিলে

তাঁহার দ্বারাও পুনরায় এই প্রস্তাব করিলেন, বার বার বাধা পাইয়া চৈতন্যদেবের প্রতি তাহার ভক্তি বাড়িয়াই গিয়াছিল। রথযাত্রার দিনে তাহার নিকটে থাকিয়া চৈতন্যদেবের নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, একেবারে প্রেমাবেশে চৈতন্যদেবকে পড়িতে দেখিয়া নিকটে গিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব জানিতে পারিয়া রাজ অঙ্গ স্পর্শ হইল বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতাপরুদ্র লজ্জিত ও ভীত হইলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম তাঁহাতে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, প্রভু আপনার উপর সন্তুষ্টই আছেন, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

সঙ্কীর্ত্তনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৈষ্ণবগণ পথিপার্শ্বস্থ উপবনে বিশ্রাম করিতে গেলেন ; শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমাবেশে ও শ্রান্তিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া উদ্যানের গৃহের বারান্দায় পড়িয়াছিলেন, সে সময় সার্ব্বভৌমের ইঙ্গিতে রাজা প্রতাপরুদ্র তাহার চরণ ধরিয়া ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া চৈতন্যদেব আনন্দে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন ; চৈতন্যদেব বলিলেন প্রতিদানে আমি কিছুই দিতে পারিলাম না।

করে অনুরোধ উত্থানদ্বাদশীর পড়ে।
গৌড়ের ভক্তগণ যাইতে দেশে ফিরে ॥১

একে একে ভক্তরা ফিরিল গৌড় দেশে।
পৃথক পৃথক আলিঙ্গন করে শেষে ॥২

বলেন অদ্বৈতাচার্য্যকে যাইয়া ঘরে।
প্রেম বিতরণ করিও আচণ্ডালেরে ॥৩

নিত্যানন্দকে বলে থাকিয়া তুমি গৌড়ে।
ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিও ঘরে ঘরে ॥৪

নীলাচলে রথে আসিতে বলি সবায়।
বৎসরে বৎসরে আসিও মেলায় ॥৫

টীকা—উত্থানদ্বাদশীর পরে চৈতন্যদেব গোড়ীয় ভক্তগণকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক সম্ভাষণ করিয়া

আলিঙ্গন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন দেশে ফিরিয়া "আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ কর।" বিশেষভাবে তাঁহার উপরে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পন করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তগণকে বৎসর বৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিতে অনুরোধ করিলেন। নিত্যানন্দকে বলিলেন "তুমি গৌড়দেশে থাকিয়াই ধর্ম্ম প্রচার কর"।

পাঠায় শ্রীবাসকে মাকে প্রবোধ দিয়া।
বস্ত্র মহাপ্রসাদ দেন হাতে তুলিয়া॥৬

বিচ্ছেদে ভক্তগণ যায় কাঁদিয়া।
বিরহে চৈতন্য যায় কাতর হইয়া॥৭

গদাধর পণ্ডিত পরমানন্দ পুরী।
হরিদাস আরও ভক্ত রহিল পুরী॥৮

গদাধর প্রথম বয়সে অন্তরঙ্গ।
ভাগবত পাঠে নিত্য করে সঙ্গ॥৯

গৌড়ের ভক্তমধ্যে হরিদাস ঠাকুর।
যবন কুলের বলে রাখিলেন দূর॥১০

হরিদাসের কুটির নগর বাহিরে।
প্রত্যহ যাইয়া প্রভু দেখেন ঠাকুরে॥১১

টীকা—শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে শচীমাতার জন্য মহাপ্রসাদ ও বস্ত্রখণ্ড দিয়া তাঁহাকে অনেক প্রবোধবাক্য বলিয়া পাঠাইলেন। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের আসন্ন বিচ্ছেদে কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, চৈতন্যও তাঁহাদের বিরহে কাতর হইলেন, কেবলমাত্র গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দপুরী, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এই কয়েকজন পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

গদাধর পণ্ডিতের সহিত প্রথম বয়স হইতেই পরিচয়, ক্রমেই সেই সম্বন্ধ

অতি গভীর ও মধুর হইয়াছিল। তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন, নিত্য ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইতেন। তিনিও গদাধর মুখে ভাগবত শুনিতে ভালবাসিতেন। পরমানন্দপুরীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে প্রথম পরিচয় হয়। চৈতন্যদেব তাঁহার সঙ্গে একত্র বাসের আকাঙ্খা জানাইয়া তাঁহাকে পুরীতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি পুরী থাকিয়া ধর্ম্মালোচনায় দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

স্বরূপদামোদরের সঙ্গেও প্রথম জীবন হইতে পরিচয়, তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য। তিনি নবদ্বীপের অধিবাসী। নবদ্বীপের বৈষ্ণব দলের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরুষোত্তম গৃহত্যাগ করেন এবং কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন, লিখিত আছে, গুরুর আদেশে তিনি বেদান্ত পাঠ করেন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। চৈতন্যদেবেবের সঙ্গে পুনর্মিলনের পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। চিরদিনই তিনি অনাসক্ত এবং গভীর জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু বেদান্ত ধর্ম্মে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। গুরুর অনুমতি লইয়া পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তদবধি তাহার সন্নিধানে থাকিয়া ভক্তি সাধনে জীবন অতিবাহিত করেন। বৈষ্ণবরা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ বলেন।

চৈতন্যদেব আসিলেন নীলাচলে ফিরে।
আসে রায় রামানন্দ কিছুদিন পরে ॥১

রামানন্দ রায় রাজকার্য্য আসে ছাড়ি।
চৈতন্য সহবাসে অবস্থান করে পুরী ॥২

আসার কালের রাজা প্রতাপরুদ্র।
পূর্ব্ব বেতন অক্ষুন্ন রাখিলেন শুদ্র ॥৩

টীকা—চৈতন্যদেবের পুরী প্রত্যাগমনের কয়েকদিন পরেই রায় রামানন্দ পুরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি অতি অসাধারণ লোক ছিলেন, ভক্তিতত্ত্বেও

অসাধারণ পণ্ডিত এবং রসজ্ঞ ছিলেন, প্রতি রাত্রেই চৈতন্যদেব ইহার সহিত ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই অবসর কালেও তাঁহার পূর্ব্ব বেতন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

দাক্ষিনাত্যে পর্যটনে যত তীর্থ যায়।
হরিনাম মহাপ্রভু প্রচারে ভাসায় ॥১

যতবার বৃন্দাবনে যাইবে কল্পনা।
ততবার চৈতন্যদেব পায় বঞ্চনা ॥২

পুরী হতে যাত্রা করে দশমী দিনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পৌছে সীমান্ত যবনে ॥৩

হিন্দুবেশে গুপ্তচর আসিল যবন।
অদ্ভুত সন্ন্যাসীরে দেখে যায় তখন ॥৪

যবন রাজা সন্ন্যাসী দর্শনে ব্যাকুল।
সাক্ষাৎ প্রতিক্ষায় হইয়াছে আকুল ॥৫

নির্ব্বিঘ্নে গেল প্রভু যবন রাজ্য দিয়া।
আর ও কত ভক্ত সঙ্গী পশ্চাতে নিয়া ॥৬

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলাচলে আগমনের চতুর্থ বৎসরে রথযাত্রার পর চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে ডাকিয়া অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে গৌরে যাইবার আকাজ্ক্ষা জানাইলেন, বলিলেন বহুদিন হইতে আমার বৃন্দাবন যাইবার আকাজ্ক্ষা, আজ কাল করিয়া তোমরা কালবিলম্ব করিয়াছ, এবার আমাকে যাইবার অনুমতি দেও, আমি গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইব। গৌড়ে জননীকে দেখিয়া ও গঙ্গাস্নান করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিব। তাহারাও এবার আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন, এখন বর্ষা, চলিতে কষ্ট হইবে, বর্ষান্তে বিজয়া দশমীর দিন আপনি অবশ্য যাত্রা করিবেন। নির্দ্ধারিত দিনে পুরী হইতে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাহারা উৎকল রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে যবন রাজার অধিকার। চৈতন্যদেব যবন

রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যবন রাজার নিকট সংবাদ পৌছিল, ফলে যবন রাজা চৈতন্যদেব ও তাহার সঙ্গীগণকে নিজ রাজ্য মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে চৈতন্য

কুমারহট্ট হতে চৈতন্যদেব যায়।
বিদ্যাবাচস্পতি গৃহে থাকিবে আসায় ॥১

আগমনে সংবাদ চারিদিকে ছড়ায়।
বহুলোক চৈতন্যদেবকে দেখিতে যায় ॥২

বাচস্পতি পার হতে নৌকা আনে কত।
পার হইল ভক্ত অভক্ত শত শত ॥৩

না পাইয়া বজ্‌রা কদলি গাছে চড়িয়া।
কেহ পার হল গঙ্গা কলসী বুকে দিয়া ॥৪

দেখিতে আসে কতগুন না পায় কুল।
ছাদে, বৃক্ষে উঠে প্রভু দেখিতে আকুল ॥৫

এসেছিল চৈতন্য বাচস্পতির ঘরে।
একান্তে গঙ্গাস্নান করে যাইবে ফিরে ॥৬

চৈতন্য নিরাশ হল জনতা দেখিয়া।
রাত্রিকালে গোপনে একা গেল চলিয়া ॥৭

বাচস্পতি না দেখে অতিশয় দুঃখিত।
জনতা না দেখে আরও হল মর্ম্মাহত ॥৮

ভাবিয়া না পায় কোন দিশা বাচস্পতি।
কানে কানে কেহ বলে ফুলিয়া অবস্থিতি ॥৯

সংবাদ পাইয়া জনতা ছুটে ফুলিয়া।
নবদ্বীপের অপর তীরে আছে জানিয়া ॥১০

লোকের জনতা ফুলিয়া বসে মেলা।
প্রচুর খাদ্যের হইল অতিথিশালা ॥১১

পাইয়া বাচস্পতি প্রভু ডাকিয়া লয়।
লুকাইছি তোমা লোকে ক্রুরমতি কয় ॥১২

চৈতন্যদেব হাস্য করে হল বাহির।
জনতা হরি ধ্বনি দিয়া হল অধীর ॥১৩

টীকা—কুমারহট্ট হইতে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে গমন করেন, নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গাস্নানের জন্য নিভৃতে বাচস্পতির গৃহে বাস করিবেন আশায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের আগমনের সংবাদ নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। এত লোকের জনতা দেখিয়া বাচস্পতি অনেক নৌকা ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও নদী পার হইতে নৌকা না পাইয়া লোকে কলাগাছে চড়িয়া ও কলসী বুকে দিয়া নদী পার হইতে লাগিল। চৈতন্যদেবকে দেখিবার জন্য লোকের এত আগ্রহ যে, কেহ বা বৃক্ষের শাখায়, কেহবা ছাদের উপর উঠিল। চৈতন্যদেব একান্তে গঙ্গাস্নান করিবেন বলিয়া বাচস্পতিকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ফুলিয়া গমন করিলেন এবং মাধবদাস নামক এক ব্যক্তির গৃহে নিভৃতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, প্রভাতে উঠিয়া বাচস্পতি তাঁহাকে না দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অপরদিকে বাহিরে বহুলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, চৈতন্যদেবকে দেখিবার জন্য বাচস্পতিকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, প্রভু যে কখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে কিছুই জানি না। কিন্তু লোকে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহারা মনে করিল, প্রভুকে ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। অনুনয় বিনয়ের পরে তাহাকে নিন্দা, তিরস্কার করিতে লাগিল। বাচস্পতি প্রমাদ গনিলেন এবং এদিকে প্রভুর বিরহে মন কাতর, তাহার উপর লোকের গঞ্জনা, তিনি কি করিবেন। এমন সময় একজন লোক আসিয়া কানে

কানে বলিলেন চৈতন্যদেব নবদ্বীপের অপর পাড়ে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। চৈতন্যদেবের ফুলিয়া গমনের সংবাদে সেখানে আরও অধিকতর জনতা হইল, এত লোকের সমাগমে মেলা বসিয়া গেল, সমাগত জনগনের আহারাদির জন্য নানাস্থানের দোকানদারেরা আসিয়া খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিল। চৈতন্যদেবকে আসিয়া বাচস্পতি দেখিতে পাইলেন না, পরে চৈতন্যদেব সংবাদ পাইয়া ভিতরে ডাকাইয়া লইলেন, আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া লোকে আমাকে ক্রুরমতি অপবাদ দিতেছে, বলিতেছে আমি আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আপনি তাহাদিগকে দর্শন দিয়া আমার অপবাদ দূর করুন। বাচস্পতির কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বাহিরে আসিলেন, জনতা প্রভুকে দেখিয়া জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

বৈষ্ণব নিন্দা

করিয়াছি বৈষ্ণব নিন্দা বলে কোন জন।
কেমনে প্রায়শ্চিত করি প্রভু এখন ॥১

যে মুখে বিষপান করিয়াছ ভক্ষনে।
সে বিষ নষ্ট হবে অমৃত ভক্ষনে ॥২

আর যদি বৈষ্ণবের নিন্দা না কর তুমি।
বৈষ্ণব ভক্তিতে মার্জ্জনা হবে আপনি ॥৩

টীকা—একজন লোক আসিয়া চৈতন্যদেবকে বলিল, আমি বহু বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াছি, এখন নিজে দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতেছি, কিসে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তার উত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, যে যে মুখে বিষ পান করে, সে যদি সেই মুখে অমৃত ভক্ষন করে, তাহা হইলে বিষ দোষ নষ্ট হয়, তেমনি যে মুখে বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়াছ, সেই মুখে বৈষ্ণবের মহিমা কীর্তন কর। তাহা হইলে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইবে। আর যদি বৈষ্ণব নিন্দা না কর, অকপটে বৈষ্ণবকে ভক্তি ও সেবা কর, তাহা হইলে তোমার নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

দেবানন্দের ভক্তি

দেবানন্দের ছিল না আস্থা প্রভুর প্রতি।
বক্রেশ্বর স্পর্শে হল অনুরাগের প্রীতি ॥১

ফুলিয়া আসিয়াছেন প্রভু দেখিতে পায়।
পূর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চায় ॥২

সান্ত্বনা দিয়া প্রভু মধুর বচনে কয়।
বক্রেশ্বর পরম বৈষ্ণব যে বা হয় ॥৩

ভক্তি জন্মিয়াছে বৈষ্ণব সেবার গুণে।
আপনি বড় ভাগ্যবান ভাবি এক্ষণে ॥৪

প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দা যত অনিষ্ট।
ঈশ্বর সেবা চেয়ে বৈষ্ণব সেবা শ্রেষ্ঠ ॥৫

টীকা—নবদ্বীপে দেবানন্দ নামে এক ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও ভগবৎ ভক্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া চৈতন্যদেবের প্রতি অনুরাগ জন্মে, ফুলিয়ায় চৈতন্যদেব আসিয়াছে জানিয়া পূর্ব্ব অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। চৈতন্যদেব স্বীয় স্বাভাবিক ঔদার্য্যে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সেবা গুনে আপনার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, আপনি পরম ভাগ্যবান। এই শুনিয়া বৈষ্ণব-সেবার মাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তন করেন। আমরা বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর শুনিয়া থাকি "মানবের সেবা ঈশ্বরের সেবা।" কিন্তু ঈশ্বর সেবা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে বৈষ্ণব ধর্ম্মে। বৈষ্ণব সেবা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছে।

রঘুনাথ দাস

ফুলিয়া হইতে প্রভু শান্তিপুরে যাইয়া।
অদ্বৈতাচার্য্য গৃহে রহিলেন গিয়া ॥১

দেখিয়া প্রভুকে বৈষ্ণবরা হল আনন্দিত।
পাঠাইল আনিতে শচীমাতাকে ভক্ত ॥২

আসিয়া মাতা দশদিন রহে তথায়।
প্রিয় খাদ্য রান্না করে ভোজন করায় ॥৩

শুনিয়া যুবক রঘুনাথ আসে ছুটে।
চৈতন্যের চরণ পাইয়া আশা মিটে ॥৪

পিতা ছিল সত্য গ্রামের জমিদার।
বার লক্ষ মুদ্রা ছিল রাজস্ব তাহার ॥৫

জ্যেষ্ঠতাত গোবর্দ্ধন ও হিরন্য দাস।
তারা ছিল ধার্ম্মিক দাতা বলে প্রকাশ ॥৬

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণে করে অনেক দান।
মাতামহ নীলাম্বর সৌহাদ্য প্রমাণ ॥৭

পিতা জগন্নাথ মিশ্ররে করে সম্মান।
জ্যোতিষ শাস্ত্রে যার ছিল অগাতজ্ঞান ॥৮

বাল্যে হরিদাস পর্শ্বে হল অনুরাগী।
ধনের অধিকারী হয়েও হল বিরাগী ॥৯

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য গৃহে আসেন, গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া শচীমাতাকে আনিবার জন্য তখন নবদ্বীপে লোক প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া শচীমাতা ও নবদ্বীপের ভক্তগণ শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেব তাহাদের সঙ্গে দশদিন শান্তিপুরে অবস্থান করেন। শচীমাতা এই কয়েকদিন স্বহস্তে নানাবিধ প্রিয় খাদ্য রন্ধন করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতেন, এই কয়েকদিন শান্তিপুরে মহা আনন্দ উৎসব হইল। চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া যুবক রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে

আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি অতি ধনীর একমাত্র সন্তান, তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত গোবর্দ্ধন ও হিরন্য দাস, সপ্ত গ্রামের জমিদার। মুসলমান সরকারকে বার্ষিক বার লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব দিতেন। দুই ভাই পরম ধার্ম্মিক ও দানশীল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের নিকট হইতে অনেক দান পাইতেন, চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইহাদের গভীর সৌহৃদ্য ছিল, এবং ভ্রাতার মত জ্ঞান করিতেন। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রকেও তাহারা সম্মান করিতেন। রঘুনাথ দাস তাহাদের বিপুল সম্পত্তি একমাত্র উত্তরাধিকারী,বাল্যকাল হইতে বিষয়ে উদাসীন। সম্ভবত বাল্যে হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই তাহার ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মায়।

প্রভু ছিল অদ্বৈত গৃহে সন্ন্যাসন্তে।
ব্যাকুলতা রঘুনাথ জানায় একান্তে ॥৭

গৃহত্যাগে নীলাচলে যাইবে বাসনা।
একত্রে বাস করিবে এই ছিল কল্পনা ॥৮

পালাইয়া রঘুনাথ যাইবে পুরী।
পিতা রাখেন পাইক সেবক প্রহরী ॥৯

আসিলে চৈতন্যদেব পুনঃ শান্তিপুরে।
পিতা অনুমতি চাহে দেখিতে প্রভুরে ॥১০

চৈতন্যের সাথে থাকে সাতদিন রঘু।
বিষয় হতে মুক্ত পাব কেমনে প্রভু ॥১১

গৃহে অনাসক্তে করিবে ভোগ বিষয়।
দেখাইওনা বৈরাগ্য সকল সময় ॥১২

ভক্তানুরাগী বাঁধিতে পারে না কেহ।
প্রভুবলে মুক্ত হবে অচিরে এ দেহ ॥১৩

টীকা—সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য গৃহে বাস করেন। সেই সময় রঘুনাথ দাস আসিয়া দেখা করেন। তখন হইতে গৃহত্যাগ

করিয়া নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা জন্মে, অনেকবার গৃহ হইতে পালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতা জানিতে পারিয়া পাঁচজন পাইক, চারজন সেবক ও দুইজন ব্রাহ্মণ প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিয়াছেন শুনিয়া পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। গোবর্দ্ধন দাস শীঘ্র তাহাকে ফিরিতে বলিয়া বহু লোকজন ও দ্রব্যাদি সঙ্গে শান্তিপুরে পাঠাইলেন। তিনি সাতদিন চৈতন্যদেবের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে কি করিয়া বিষয়কুল হইতে উদ্ধার পাইবেন এই বিষয় পরামর্শ করিতেন। চৈতন্যদেব তাহাকে উপদেশ দিলেন যে গৃহে ফিরিয়া অনাসক্ত থাকিয়া বিষয় ভোগ কর। বাহিরে বৈরাগ্য কোনরূপ দেখাইওনা। যাহার প্রাণে প্রবল ঈশ্বরানুরাগ কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ঈশ্বর অচিরে তোমাকে মুক্ত করিবে।

নবাব হুসেন শাহ

রামকেলিতে অনেক ব্রাহ্মণের বাস।
নিভৃতে কাটাইবে প্রভুর অভিলাষ ॥১

আগমন সংবাদ চারিদিকে ছড়ায়।
নিরন্তর সংকীর্ত্তনে গোরা রায় ॥২

ভক্তি ও সম্ভ্রমে লোকে হরিধ্বনি করি।
দূর হতে যবণেরা বলে হরি হরি ॥৩

আরও দেখে শ্রদ্ধায় করে নমস্কার।
গৌরচন্দ্রের মহিমা বহিছে চারি ধার ॥৪

বঙ্গ রাজ্যের রাজধানী গৌর নগর।
নবাব হুসেন শাহ আছে রাজ্যের ভিতর ॥৬

পাঠাইল নবাব সন্ন্যাসীর সন্ধানে।
আছে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী কহে অনুমানে ॥৬

ভিক্ষুক বলিছে কেশব খাঁ কেমনে।
লক্ষ লক্ষ প্রজা সেবা করে প্রাণমনে ॥৭

ফতোয়া দিল না কর পীড়ন নিমাই।
যেখানে ইচ্ছা কীর্ত্তন করুক গোসাই ॥৮

টীকা—রামকেলি গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে কয়েকদিন নিভৃতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার আগমনের সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে মত্ত থাকিতেন, আসলে সমাগত লোক এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া ভক্তিতে ও সম্ভ্রমে হরি হরি বলিত।

রামকেলি গ্রামের অনতিদূরে তৎকালীন রাজধানী গৌর নগর। নবাব সৈয়দ হুসেন শাহ তথায় বাস করিতেন। কোতোয়াল তাহার নিকটে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। নবাব কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার বিষয়ে আরও জানিতে চাহিলেন, কোতোয়াল যাহা দেখিয়াছে সমুদয় বর্ণনা করিল। নগরে সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কেশব খাঁ নামক একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে ডাকাইলেন, পাছে মুসলমান নবাব সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করেন, এই ভাবিয়া কেশব খাঁ বলিলেন, যে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহার আর কি সন্ধান করিবেন? নবাব বলিলেন তাহাকে ভিক্ষুক বলিওনা, লক্ষ লক্ষ লোক তাহাকে দেখিতে আসিতেছে, আমার রাজ্যে আমার প্রজারা কথা মানে এবং অনেকে তাহাও মানে না। সর্ব্বত্র লোকে ইহার সেবা করিতেছেন। ইহা কি সামান্য ভিক্ষুকের পক্ষে সম্ভব হয়? নবাব উড়িষ্যা আক্রমন করিয়া দেব বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন বটে, সাধারণতঃ হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু এ সময়ে আদেশ করিলেন কেহ যেন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি কোন অত্যাচার না করে। তিনি যেখানে ইচ্ছা থাকিয়া যথেচ্ছ সঙ্কীর্ত্তন করুন।

ছদ্মবেশে নবাবের উজির

দবীর ও সাকর নবাবের উজির।
গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে হল হাজির ॥১

হরিদাস নিতাই সাক্ষাতে দুই ভাই।
নিয়া গেল রামকেলি দেখান গোসাই ॥২

তৃণগুচ্ছ গলবস্ত্রে চরণে পড়িয়া।
দীনতা প্রকাশ করে যবন বলিয়া ॥৩

মস্তকে হাত দিয়া করেন আশীর্ব্বাদ।
রূপ ও সনাতনে করেন সাধুবাদ। ৪

টীকা—দবীর খান ও সাকর মল্লিক নামে দুইজন উজীর বা প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। কেশব খাঁ চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া উজিরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, দবীর খান গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। রামকেলি গ্রামে আসিয়া প্রথমে তাঁহারা নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহারা তাহাদিগকে চৈতন্যদেবের নিকট লইয়া যান. উচ্চপদস্থ দুই ভাই গভীর দৈন্যসহকারে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া গলবস্ত্র হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে পড়িলেন এবং অনেক দীনতা প্রকাশ করিলেন। সেই রাত্রিতেই শ্রীচৈতন্যদেব তাহাদের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করিলেন এবং উভয়ের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এইরূপে একত্রে নিত্যানন্দ ও হরিদাস, জগানন্দ প্রভৃতি সকল ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিয়া তাহারা বিদায় নিলেন, যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন, রাজধানী সন্নিধানে অবস্থান না করাই ভাল, যদিও গৌররাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন তথাপি যবনকে বিশ্বাস নাই, সনাতন আরও বলিলেন, এত লোকজন সঙ্গে তীর্থযাত্রা সমীচিন নহে।

দ্বিজ বলে দুষ্ট নবাবে নাই বিশ্বাস।
রাজ্যের ধারে থাকিতে করোনা প্রয়াস ॥৫

সংকীর্ত্তনে বসে প্রভু নাই বাহ্য জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের নিবেদন হল না জ্ঞাপন ॥৬

সঙ্গীর ভাব দেখে যাবে না বৃন্দাবন।
চৈতন্য নীলাচলে করেন প্রত্যাবর্ত্তন ॥৭

টীকা—গৌড়ীয় হিন্দু নেতাগণ বিধর্ম্মী নবাবের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পরামর্শ করিয়া একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা চৈতন্যদেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, দুর্বৃত্ত নবাবের বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণ রামকেলি যাইয়া দেখিলেন চৈতন্যদেব নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন আছেন, বাহ্যজ্ঞান নাই, তাঁহাকে কোন কথাই জ্ঞাত করাইবার অবকাশ পাইলেন না। সঙ্গীদের ভাব বুঝিতে পারিয়া বৃন্দাবনে গমনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুরী, পুণঃ আগমন গেল ছড়াইয়া
সার্ব্বভৌম প্রভৃতি আসিলেন ছুটিয়া ॥৮

কহে ভক্তে গৌড় ছাড়িয়া রামকেলিতে
ফিরিয়া আসে প্রভু সনাতনের মতে ॥৯

এত সঙ্গী নিয়ে যাইওনা তীর্থে প্রভু।
বলেছিলেন সনাতন ঠিকই তবু ॥১০

সঙ্গীরা বলে সম্মুখে বর্ষা চারি মাস।
শরতে পুরিবে বৃন্দাবনের অভিলাষ ॥১১

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের সংবাদে ভক্তগণ সত্বর আসিয়া মিলিত হইল, তিনিও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে গৌড় গমনের এবং রামকেলি হইতে সনাতনের কথা মত ফিরিয়া আসার বিবরণ জানাইলেন। সনাতন ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন, এত লোক সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রা উচিত নহে। এখন ভক্তগণ আর বাধা না দিয়া বলিলেন, আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তবে এখন বর্ষা সম্মুখে, বর্ষার চারিমাস পরে বৃন্দাবনে যাইবেন।

উৎকলে চৈতন্য

উৎকলের ভক্ত লয়ে কাটে বর্ষাকাল।
বৃন্দাবনে যাত্রা হইল শরৎকাল ॥১

রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দমোদর।
বৃন্দাবনের গমনে করিল গোচর ॥২

গোপনে যাত্রা করিব পশ্চিমে এবার।
অনুসরণে কেহ যদি আসে আবার ॥৩

প্রভুরে করে অনুরোধ ব্রাহ্মণ সাথে।
আহার প্রস্তুত করিবে দুর্গম পথে ॥৪

নিব না ব্রাহ্মণ পুরাতন কষ্ট পাবে।
ভৃত্য আর নবচেনা বলভদ্র যাবে ॥৫

পুরী হইতে যাত্রা করে দুই সঙ্গি লয়ে।
গোপনে শেষ রাত্রে কেহ না প্রভু কয়ে ॥৬

প্রভাতে না দেখিয়া চৈতন্য দুঃখে পরে।
স্বরূপ দামোদর সবে নিবৃত্ত করে ॥৭

সাধারণ পথ ছাড়িয়া বিপথে যায়।
পরিচিত কেহ পথে দেখিতে না পায় ॥৮

টীকা—বর্ষার কয়েক মাস উৎকলবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে যাপন করিয়া শরৎ কালের প্রারম্ভে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, একদিন রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, এখন তোমরা আমার বৃন্দাবন যাত্রার সহায় হও। এবার কাহাকেও না বলিয়া আমি রাত্রিতে উঠিয়া গোপনে যাত্রা করিব, কেহ যদি অনুসরন করে তবে নিবৃত্ত করিও। তাহারা বলিলেন দুর্গম পথ আপনার আহারাদির ব্যবস্থা কে করিবে, অতএব অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লউন। চৈতন্যদেব বলিলেন পুরাতন সঙ্গী

কাহাকে লইব না, একজন লইলে অপর সকলে দুঃখিত হইবে। অবশেষে স্থির হইল, ভলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজন নব পরিচিত ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ভৃত্য সঙ্গে যাইবে। একদিন দুইজন সঙ্গী লইয়া চৈতন্যদেব গোপনে পুরী হইতে বাহির হইলেন। প্রভাতে ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিয়া দুঃখিত হইলে স্বরূপদামোদর তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন ওদিকে চৈতন্যদেব সাধারণ পথ ছাড়িয়া বিপথ দিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেন।

বৃন্দাবন গমন

মনের আবেগে প্রভু হরিনাম করে।
পশ্চাতে সঙ্গীরা আসে বন পথ ধরে ॥১

বনের মধ্যে হিংস্র জন্তু করে বিচরণ।
সঙ্গীরা লোক না দেখে ভয়ে করে গমন ॥২

চলিতেছে চৈতন্য নাই কোন ইতঃস্তত।
বন্য পশুরা পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায় কত ॥৩

বনমধ্যে স্থানে স্থানে ছিল লোকালয়।
আহারের লাগি খাদ্য ভিক্ষা করে লয় ॥৪

কিছু চাউল লয়ে লোকালয় ছাড়িয়া।
অতিক্রম করে অতি কষ্টে বন দিয়া ॥৫

ভলভদ্র ভট্টাচার্য্য করেন রন্ধন।
বন শাকপাতায় অন্ন করে গ্রহণ ॥৬

অতিক্রম করিয়া বন পৌছিল কাশী।
স্নানের ঘাটে তখন মিশ্র দেখিয়া খুশী ॥৭

প্রণাম করে মিশ্র নিয়া গেল গৃহে।
সপরিবারে সেবা করে প্রভু সঙ্গী সহে ॥৮

টীকা—তিনি হরিনাম গানে মত্ত হইয়া প্রাণের আবেগে চলিতেছিলেন। সঙ্গী দুইজন পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে লোকজন নাই। বনমধ্যে স্থানে স্থানে মৃগ ও হিংস্র জন্তু প্রভৃতি বিচরণ করিতেছিল, দুই জন সঙ্গী তাহা দেখিয়া ভয় পাইতেছিলেন। চৈতন্যদেবের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, বন্য পশুসকল পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল, বনের মধ্যে দুই একটি লোকালয় ছিল। আহারের জন্য মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতেন। পথে যেখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইত না, সেখানে বন্য শাক সংগ্রহ করিয়া ও ভিক্ষার চাউল রন্ধন করিয়া আহার করিতেন, এইরূপে ক্রমে বনপথ অতিক্রম করিয়া কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্ব পরিচিত তপন মিশ্র নামক বঙ্গ দেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে স্নান করিতে আসিলেন, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গৃহে নিয়া গেলেন এবং সঙ্গীসহ সপরিবারে সেবা করিলেন।

সাক্ষাৎ হল কত চৈতন্য অনুরাগী।
দর্শনীয় দেখে প্রয়াগে হল অনুগামী ॥৯

দুই সঙ্গী লয়ে প্রভু প্রয়াগে পৌঁছায়।
তিনদিন করে বাস মথুরায় যায় ॥১০

যমুনা দেখে ভাবাবেশে জলে ঝাঁপায়।
বলভদ্র সতর্কে জল থেকে উঠায় ॥১১

মথুরা দৃষ্টি গোচরে ভক্তি বারে যত।
সাষ্টাঙ্গে প্রণামে ভূমিতে লুটায় কত ॥১২

এতদিনে প্রভুর বহুকাল সঞ্চিত।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখে চমৎকৃত ॥১৩

ব্রাহ্মণ নৃত্য করে প্রেমাবেশ হইয়া।
তারি সাথে নাচেন প্রভু দুই বাহু তুলিয়া ॥১৪

মাধেবেন্দ্র পুরীর শিষ্যের শিষ্য যিনি।
শ্রদ্ধায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তখনি ॥১৫

প্রভুর প্রণামে বিপ্র কুণ্ঠা পায় মর্ম্মে।
মাধবেন্দ্র শিষ্য ভিন্ন এত প্রেম জন্মে ॥১৬

টীকা—তপন মিশ্র কাশীর দর্শনীয় স্থান সকল দেখাইলেন, দশদিন কাশীবাস করিয়া সঙ্গীদিগকে নিয়া প্রয়াগে পৌঁছিলেন; এখানে তিনদিন থাকিয়া মথুরা অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে যমুনা নদী দেখিয়া ভাবাবেশে অমনি ঝাঁপ দিয়া জলে পড়েন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সাবধানে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইলেন; ক্রমে তাহারা মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলেন, মথুরা দৃষ্টিগোচর হইবা মাত্র প্রভু ভক্তিতে গদগদ হইয়া সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। এতদিনে তাঁহার বহুকালের সঞ্চিত পুরাণে কথিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, একজন ব্রাহ্মণ তাহার প্রেমাবেশে দেখিয়া তাহার সঙ্গে নৃত্য করিল। ব্রাহ্মণের পরিচয় জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বে যখন মাধবেন্দ্র পুরী মথুরায় আসিয়াছিলেন সেই সময় এই ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন এবং তাহাকে দীক্ষা দেন, মাধবেন্দ্র পুরীর সম্পর্ক ভিন্ন প্রেম সম্ভব " বলিয়া চৈতন্যদেব বিপ্রের চরণে প্রণাম করিলেন, ব্রাহ্মণ তাহাতে বড় কুণ্ঠিত হইলেন, তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, আমি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যের শিষ্য, সুতরাং আপনি আমার গুরুস্থানীয়। ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ম্ভু বিশ্রাম, দীর্ঘ বিষ্ণু, ভুতেশ্বর, মহাবিদ্যা ও গোকর্ণ প্রভৃতি মথুরার দ্রষ্টব্য তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করাইলেন, একে একে চব্বিশ ঘাটে স্নান করিলেন।

বৃন্দাবন চিত্র ছিল কল্পনার ধ্যান।
বাস্তব দেখিয়া প্রভুর হইল জ্ঞান ॥১৭

তমাল, কদম্ব, বৃক্ষ করে আলিঙ্গন।
নর্ত্তনে ময়ুর পুচ্ছ দেখিয়া অজ্ঞান ॥১৮

পূর্ব্বে ছিল বৃন্দাবন অপরিজ্ঞাত।
লুপ্ত তীর্থ চৈতন্য করেন পরিচিত ॥১৯

বৃন্দাবনের মহিমা বহু পরিমানে।
শ্রীচৈতন্যদেবের হইল আগমনে ॥২০

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে রূপ সনাতন।
প্রধান কেন্দ্রের করিলেন বৃন্দাবন ॥২১

বৃন্দাবনে অনেক স্থান ছিল অজ্ঞাত।
রাধাকুণ্ড আছে কোথা কেহ নাই জ্ঞাত ॥২২

অনেক ভ্রমিয়া প্রভু ধানক্ষেত্র মাঝে।
ডোবা পেয়ে নাম দেন রাধাকুণ্ড বুঝে ॥২৩

স্নান ও কীর্ত্তন করে ভক্তিভরে প্রভু।
প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়া গেল রাধাকুণ্ড ॥ ২৪

ভাণ্ডারীবন, ভদ্রবন, লৌহবন।
মহাবন দেখে যায় গিরি গোবর্দ্ধন ॥২৫

টীকা—এতদিন যে বৃন্দাবনের চিত্র কল্পনার ধ্যান করিয়াছিলেন এখন তাহা বাস্তব সম্মুখে শ্রীচৈতন্য তমাল ও কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করেন। নৃত্যরত ময়ূর পুচ্ছ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়েন। সঙ্গী ব্রাহ্মণ ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যথাসাধ্য যত্নে তাহাকে রক্ষা করেন। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের নানা স্থান দর্শন করেন। সে সময় বৃন্দাবনের সকল স্থান পরিচিত ছিল না। তিনি লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন উদ্ধার করেন। চৈতন্য বৃন্দাবন গমনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বহু পরিমাণে বৃন্দাবনে যাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে দুই প্রধান শিষ্য রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে বাস করিয়া ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বৃন্দাবন আগমনে মহিমা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বৃন্দাবনের লোকদিগকে, রাধাকুণ্ড কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহ তাহা বলিয়া দিতে পারিল না, অনেক ভ্রমণ করিয়া ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ডোবা দেখিতে পাইলেন এবং সেইটীকে রাধাকুণ্ড স্থির করিয়া ভক্তিভরে স্নান ও কীর্ত্তন করিলেন। তখন হইতে

রাধাকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ভাণ্ডারবন, ভদ্রবন, লৌহবন ও মহাবন প্রভৃতি দর্শন করেন।

নিম্ন হতে দেখে না উঠিল পাহাড়ে।
গোপালের মন্দির জানে গিরি উপরে ॥২৬

সাধ ছিল গোপাল না দেখে না উঠে প্রভু।
স্বপ্ন দেখে পূজারী যবন লোটে কভু ॥২৭

পাটালী গ্রামে গোপাল লুকাইয়া রাখে।
যাইয়া চৈতন্য গোসাই গোপাল দেখে ॥২৮

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আগমন।
প্রচার হইল মথুরা ও বৃন্দাবন ॥২৯

টীকা--গিরিগোবর্দ্ধন যাইয়া নিম্ন হইতে মন্দির দেখিলেন। পাহারের উপড় উঠিলেন না। পাহাড়ের উপড় গোপালের মন্দির, গোপাল দেখিবার ইচ্ছা অথচ উপরে উঠিলেন না। সুতরাং গোপাল দেখা হইল না। রাত্রিতে মন্দিরের পূজারীর নিকট স্বপ্ন হইল, যে মুসলমানেরা মন্দির লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। গোপালকে লইয়া অন্যত্র পলায়ন কর। পরদিন পূজারীরা গোপালকে পাটুলী গ্রামে লুকাইয়া রাখিল। চৈতন্যদেব সেখানে যাইয়া গোপাল দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রচার হইল।

জনতা দেখিতে প্রভুরে হল আকুল।
নির্জ্জনে থাকিতে প্রভু ভাবিয়া ব্যাকুল ॥৩০

কখন মথুরা কখন বৃন্দাবন।
গোকুল, অক্রুর প্রভু করে বিচরণ ॥৩১

বসিয়া অক্রুর ঘাটে প্রভু ভাবে মনে।
অক্রুর বৈকুণ্ঠ দর্শন করে এখানে ॥৩২

ভাবে অমনি ঝাঁপ দিল যমুনা জলে।
ছুটে আসে বলভদ্র জল থেকে তুলে ॥৩৩

ভাবে বলভদ্র আজ নিকটে বলিয়া।
অতি কষ্টে তুলে যমুনা থেকে টানিয়া ॥৩৪

অন্যত্র এমন ঘটিলে কে করে রক্ষা।
বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাওয়া অপেক্ষা ॥৩৫

মথুরার বিপ্র সাথে করিলেন যুক্তি।
জনতা এত নিমন্ত্রণে লাগে অভক্তি ॥৩৬

গঙ্গাতীরে বাস করি বৃন্দাবন ত্যাগে।
ফিরে যাই প্রয়াগে মকর স্নান মাঘে ॥৩৭

চির ঋণে আবদ্ধ মোরে করিলে ভদ্র।
বৃন্দাবন দর্শন করাইয়াছ অগ্রে ॥৩৮

তোমার ইচ্ছা যথা পালন তাই করি।
উদ্যোগ বৃন্দাবন হইতে ফিরি ॥৩৯

বৃন্দাবন ত্যাগে প্রভু হইল দুঃখিত।
ভোরে নৌকায় যমুনা পার হল দ্রুত ॥৪০

টীকা—চৈতন্যদেবকে দেখিতে বহুলোক সমাগত হইত। নির্জ্জনে তিনি থাকিবার জন্য মাঝে মাঝে মথুরা ও বৃন্দাবন গমন করিতেন, সেখানেও বহুলোকের ভীড় হইত। তখন আবার বৃন্দাবনে আসিতেন। এইরূপে কখনও অক্রুর কখনও গোকুলে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যদেব অক্রুর ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, এই ঘাটে অক্রুর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন। অমনি তিনি ভাবাবেশে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন, নিকটে কৃষ্ণদাস ছিলেন তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ছুটিয়া আসিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে যমুনা হইতে তুলিলেন। অতঃপর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন আজ না হয় আমি নিকটে ছিলাম, কোন

রূপে তাঁহাকে যমুনা থেকে উঠাইলাম, কিন্তু অন্যত্র এমন ঘটিলে কে রক্ষা করিবে? তখন তিনি ভাবিলেন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া যাওয়া ভাল। মথুরার ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই পরামর্শ করিয়া চৈতন্যদেবকে বলিলেন, এখানকার জনতা ও নিমন্ত্রণ ধুম আমার ভাল লাগে না। ইহা অপেক্ষা গঙ্গাতীরে বাস করা উত্তম, এদিকে মাঘ আসিয়া পড়িল, এখন ফিরিলে প্রয়াগে মকর স্নান করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, বলভদ্র আমাকে বৃন্দাবন দর্শন করাইলে আমি চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আছি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পালন করিব। পরদিন তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া চৈতন্যদেবের মন অতিশয় বিষন্ন হইল। প্রভাতে নৌকায় যমুনা পার হইয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন, সঙ্গে কৃষ্ণদাস মথুরার ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভৃত্য।

বৃন্দাবন ত্যাগ

বৃন্দাবন ছাড়ি প্রভু সঙ্গে লয়ে ভৃত্য।
ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ॥১

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বসি বৃক্ষতলে।
রাখালের বাঁশী শব্দে প্রভু মুর্চ্ছা গেলে ॥২

নিশ্বাস বন্ধ প্রায় মুখে ফেনা ঝড়ে।
অশ্বারোহি পাঠান সৈন্য সঙ্গীরে ধরে ॥৩

প্রভুর অবস্থা দেখে ঠগ ভাবে মনে।
ধুতুরা খাওয়াইয়া সর্ব্বস্ব হরণে ॥৪

সন্দেহে সঙ্গীদের ধরিয়া কাটিতে চায়।
ভয়ে বলভদ্র কিছু না কহিতে পায় ॥৫

বলে মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস।
ইনি আমাদের গুরু করিলা প্রকাশ ॥৬

আমরা নই দস্যু রাজপুত ব্রাহ্মণ।
কর না বধ মূর্চ্ছা গেলে হন এমন॥৭

মারিয়া করিবে সর্ব্বস্ব অপহরণ।
তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিলাম এখন॥৮

ডাকিলে আসিবে যোদ্ধা একশত জন।
শুনে পাঠানেরা হল সঙ্কুচিত মন॥৯

ইতিমধ্যে প্রভুর সংজ্ঞা হল যখন।
পাঠান সঙ্গীদের মুক্ত করে তখন॥১০

সংজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য হরি হরি বলে।
শুনে পাঠান দলে ভয় সঞ্চার হলে॥১১

চৈতন্য বলে এরা সঙ্গী পরম বিশ্বাসী।
কোথা পাব অর্থ আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী॥১২

সৈন্য মধ্যে ছিল হিন্দুশাস্ত্র পড়া পীর।
পরাজয়ে রামদাস নাম হল স্থির॥১৩

টীকা—পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য চৈতন্যদেব বসিলেন। নিকটে একপাল গাভী চরিতেছিল, তাহার উপর হঠাৎ রাখাল বালক বাঁশী বাজাইল, বাঁশীর শব্দে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে লাগিল। এমন সময়ে সে স্থান দিয়া দশজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য যাইতেছিল। চৈতন্যদেবকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহারা মনে করিল, ইহারা তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিতেছে, এই সন্দেহে তাহারা সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া কাটিতে যাইতেছিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু মথুরাবাসী ব্রাহ্মন কৃষ্ণদাস সেই দেশীয় লোক সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী, তিনি বলিলেন, ইনি আমার গুরু, আমরা ইহাকে বধ করিতেছি না, ইনি মাঝে মাঝে এই প্রকার মূর্চ্ছিত হন। কৃষ্ণদাস বলিল, আমি রাজপুত এই গ্রামে বাস, আমরা দস্যু নই।

তোমরাই দস্যু আমাদিগকে মারিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে, এই তোমাদের অভিপ্রায়, এখন যদি ডাকি একশত জন যোদ্ধা আসিবে। এই কথা শুনিয়া পাঠানরা সঙ্কুচিত হইল। ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবের সংজ্ঞা হইল। তখন পাঠানরা সঙ্গীদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। চৈতন্যদেব সংজ্ঞা পাইয়া উঠিয়া প্রেমাবেশে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে পাঠানদের মনে ভয় সঞ্চার হইল। মুসলানদিগকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন পাঠানেরা বলিল, এই লোকগুলি ডাকাত, তোমাকে বিষ খাওয়াইয়া সর্ব্বস্ব হরন করিতেছিল। চৈতন্যদেব বলিলেন, ইহারা আমার সঙ্গী, পরম বন্ধু, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী, আমার কি অপহরণ করিবে? আমার রোগ আছে, সময় সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, সে সময় ইহারা আমাকে রক্ষা করে। সেই পাঠানদের মধ্যে একজন ধর্ম্মানুরাগী লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আপনাকে জ্ঞানী বলে অভিমান করিতেন। লোকে তাঁহাকে পীর বলিত। চৈতন্যদেবের কথায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত ধর্ম্ম আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ঈশ্বর বিষয়ে তাঁহাদের বিচার হয়, বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। চৈতন্যদেব তাহাকে রামদাস নাম দিয়া শিষ্য করিলেন। পাঠানদের মধ্যে আর একজন লোক ছিলেন, তিনি রাজকুমার, নাম বিজলীখান। তিনিও শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

কাশীতে প্রকাশনন্দ সাক্ষাৎ

কাশীবাসী বৈদান্তিক করে পরিহাস।
ভক্তরা ব্যথিত প্রভুরে করে উপহাস ॥১

স্বগৃহে আসে মহা মহা পণ্ডিত নিয়া।
ভ্রান্তি ঘুচাইবে চৈতন্য বিচার দিয়া ॥২

দেখিয়া প্রকাশনন্দে করেন বন্দনা।
উভয়ে পরিচয়ে করে শাস্ত্রালোচনা ॥৩

চৈতন্য অদ্বৈতবাদ করিয়া খণ্ডন।
ব্যাস সুত্রের ভক্তি পক্ষে করে ব্যাখান ॥৪

ব্রহ্ম অর্থে ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন যিনি।
নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যার পূর্ণতা হয় হানি ॥৫
ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ প্রকাশনন্দ হয়।
এতদিনে ঘুঁচাইল ভ্রমের সংশয় ॥৬

সেদিন হতে পণ্ডিতেরা করে সম্মান।
যতদিন চৈতন্যদেব কাশী অবস্থান ॥৭

টীকা—কাশীবাশী বৈদান্তিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে উপহাস করিতেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভক্তগণ অতিশয় ব্যথিত হইতেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, একবার চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভ্রান্তি দূর হইবে। পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রন করিলেন এবং অনেক অনুনয় করিয়া চৈতন্যদেবকে ও সেখানে লইয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাস্নানের পর বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভাবাবেশে চৈতন্যদেব নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে স্বেদ, পুলক ও অশ্রু দেখা দিল, সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া সশিষ্যে প্রকাশনন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব দেহকান্তি ও আশ্চর্য্য প্রেমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সম্মুখে প্রকাশনন্দকে দেখিয়া স্বীয় স্বভাবসুলভ দীনতায় তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও শাস্ত্রালোচনা হইল। চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া ব্যাস সূত্রের ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা কারলেন। ব্রহ্ম অর্থে ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান। তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যা করিলে পূর্ণতার হানি হয়। সেইদিন হইতে কাশীর পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন।

রূপ ও সনাতন

রূপ ও সনাতন প্রভুর অনুরাগী।
দিন দিন বিষয় কর্ম্মে হল বিরাগী ॥১

রাজ কার্য্যের প্রিয় কর্ম্মচারী নবাবে।
চিন্তায় বিষয় অব্যাহতি পাব কবে ॥২

দেখিতে স্বদেশ রূপ যায় ভান করি।
গৌড়ের ধন সম্পত্তি নিয়া গেল বাড়ী ॥৩

গ্রামে আসিয়া দিল সম্পত্তি বিলাইয়া ;
অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দিল ধরিয়া ॥৪

চতুরাংশ দিলেন রূপ আত্মীয়স্বজনে।
বাকী অংশ রাখে অসময়ে প্রয়োজনে ॥৫

দশ সহস্র মুদ্রা গৌড়ের ত্যাগ কালে।
রূপ রেখে আসে বনিক বিশ্বাস বলে ॥৬

দুইজন চর পাঠায় চৈতন্য খোঁজে।
বৃন্দাবন গমণে সংবাদ দিও নিজে ॥৭

চর এসে বলে প্রভু আছে বৃন্দাবণে।
রূপ ও অনুপম চলে অনুসরণে ॥৮

টীকা—রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতেই রূপ ও সনাতন দুই ভাই বিষয় কর্ম্মপরিত্যাগ চৈতন্যদেবের অনুচর হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। নবাবের প্রিয় কর্ম্মচারী কিরূপে রাজকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাবেন ইহাই চিন্তার বিষয় হইল। কিছুদিন পর রূপ স্বদেশ দেখিবার ছল করিয়া নৌকাযোগে সমুদয় ধন-সম্পত্তি লইয়া গৌড় হইতে প্রস্থান করিলেন। নিজ গ্রামে আসিয়া অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্রাহ্মন ও বৈষ্ণবকে এবং চতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনকে দান করিলেন অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বিপদের সময় প্রয়োজন মত ব্যয়ের জন্য বিশ্বস্ত লোকের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। দশ সহস্র মুদ্রা গৌড়ের একজন বণিকের নিকট রাখিয়া আসিলেন। গৌড় হইতে আসিবার সময়, নীলাচলে দুইজন চর পাঠাইয়া আসিলেন, তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন করিলে, আসিয়া সংবাদ দিতে। যথাসময়ে চর আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ দিল। রূপ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিকও পরম বৈষ্ণব সম্ভবতঃ তিনি মুসলমান ছিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার নাম শ্রীবল্লভ হইয়াছিল।

চৈতন্যচরিতামৃতে আরও লেখা আছে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে বহুধন দিয়া পুরশ্চারণ করতঃ বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রবেশ করেন। হইতে পারে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাহারা যবন হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের সে দোষ খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা অধিক প্রকাশ পায়। তিনি যে একজন অসাধারণ সংস্কারক ছিলেন তাহার এইরূপ বহু প্রমাণ আছে। তিনি কেবল আচণ্ডালে কোল দেন নাই, যবনদিগকেও স্বীয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চরিতামৃতের বিবরণে উল্লেখ আছে যে সেই রাত্রিতেই তাহাদিগের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করেন।

পৌঁছিয়া প্রয়াগে যবন শুনে অবস্থিতি।
দেখিয়া সমাগম হয় নাই উপস্থিতি ॥৯

বিপ্রের ঘরে চৈতন্য আছেন বসিয়া।
নিভৃতে রূপ সাক্ষাৎ পাইল আসিয়া ॥১০

রূপকে দেখে চৈতন্য কত আনন্দিত।
ঈশ্বর কৃপায় হয়েছে বিষয় মুক্ত ॥১১

রূপকে রাখেন ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে।
শেষে যায় রূপ অনুপম বৃন্দাবনে ॥১২

টীকা—রূপ প্রয়াগে পৌঁছিয়া শুনিলেন শ্রীচৈতন্যদেব তখন সেখানে অবস্থান করিতেছেন। জনতাহেতু তাহারা সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। একদিন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে বসিয়া আছেন, এমন সময় রূপ নিভৃতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রূপকে দেখিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিয়া বিষয় জাল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। রূপকে কিছুকাল নিকটে রাখিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

ভৃত্য বলভদ্র লইয়া পৌঁছিল কাশী।
শুনিয়া তপন মিশ্র সাক্ষাতে আসি ॥১৩

গোপনে রূপ সংবাদ দেয় সনাতনে।
অনুপম লয়ে যাইতেছি বৃন্দাবনে ॥১৪

যে ভাবে পার আসিয়া পড় বৃন্দাবন।
নবাবের কারাগারে বন্দী সনাতন ॥১৫

সন্দেহে নবাব হঠাৎ আসি দেখে।
শাস্ত্র আলোচনায় বসে পণ্ডিত সম্মুখে ॥১৬

তোমা অভাবে রাজকার্য্যে হইতেছে ক্ষতি।
গৃহে বসিয়া আছ কেমন তোমার মতি ॥১৭

রাজকার্য্য হবে না আমার দ্বারা রাজা।
মন্ত্রী বলে ব্যবস্থা করুন অন্য কোনও প্রজা ॥১৮

উৎকলে যুদ্ধযাত্রা করে আয়োজন।
নবাব বলেন সঙ্গে আস সনাতন ॥১৯

তুমি দেবতা, ব্রাহ্মণ কর নির্য্যাতন।
যাব না যুদ্ধে মম আছে এই কারণ ॥২০

ক্রুদ্ধে নবাব বন্দী করেন সনাতন।
উৎকলে যুদ্ধযাত্রা করিল তখন ॥২১

রূপের পত্রে যাইতে ব্যগ্র বৃন্দাবন।
কেমনে যাবো উপায় খোঁজে সনাতন ॥২২

সাত সহস্র মুদ্রা কারাধ্যক্ষে প্রদান।
ফকির বেশে গোপনে করে পলায়ন ॥২৩

টীকা—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাহার ভৃত্য গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তপন মিশ্র সংবাদ পাইয়া

সত্বর মিলিত হইলেন। বৃন্দাবন যাত্রা কালে রূপ গোস্বামী গোপনে সনাতনকে সংবাদ দেন চৈতন্যপ্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন। আমি অনুপমকে লইয়া সেখানে যাইতেছি, তুমি যে প্রকারে পারো প্রভুর সহিত মিলিত হও। সনাতন তখন বন্দী, রূপ স্বদেশ হইতে ফিরিলেন না। সনাতনও রাজকার্য্যে উদাসীন, পীড়ার ভাণ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন। নবাবের সন্দেহ হইল, একদিন হঠাৎ নবাব আসিয়া দেখিলেন সনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, নবাব বলিলেন, এ তোমার কেমন ব্যবহার, "তুমি আমার প্রিয় মন্ত্রী তোমার অভাবে রাজকার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, তুমি গৃহে বসিয়া আছ?" সনাতন বলিলেন, আমার দ্বারা আর রাজকার্য্য হইবে না, আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন, উৎকলে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইতেছিল, নবাব সনাতনকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। সনাতন উত্তর করিলেন "তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণদের নির্য্যাতন করিতে যাইতেছ। আমি এ যুদ্ধের সঙ্গী হইতে পারিব না।" নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে কারারুদ্ধ করিয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। রূপের পত্র পাইয়া সনাতন বৃন্দাবন যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কারাধ্যক্ষকে সাত সহস্র মুদ্রা দিয়া গোপনে ফকিরের বেশে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন। পথে বহু বিপদ ও ক্লেশ সহ্য করিয়া কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন।

অনেক ক্লেশ সহ্য করে পৌঁছিল কাশী।
চন্দ্রশেখর গৃহে প্রভু আছেন বসি ॥২৪

দেখিয়া চৈতন্য অতিশয় হৃষ্টমনে।
পরম সমাদরে কোল দিল সনাতনে ॥২৫

অনেক দীনতা করিলেন সনাতন।
চন্দ্রশেখর ও মিশ্রে হল আলাপন ॥২৬

দেখে দরবেশ বেশ ছিল সনাতন।
ক্ষৌর কার্য্যের শেষে গঙ্গায় করে স্নান ॥২৭

প্রভু বলে চন্দ্রশেখর দেও কৌপিন।
দেও বহির্বাস সনাতনরে নতুন ॥২৮

নতুন বস্ত্র পড়িলেন না সনাতন।
পুরান ছিন্ন বর্হিবাস করে ধারণ ॥২৯

বহু মূল্য ভোট কম্বল অঙ্গে একটি।
ভিক্ষুককে দিয়া লইল জীর্ণ কাঁথাটি ॥৩০

টীকা—সনাতন পথে বহু বিপদ ও ক্লেশ সহ্য করিয়া কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে শুনিলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্টমনে পরম সমাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন অনেক দীনতা প্রকাশ করিলেন। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের ও তপন মিশ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সনাতনের দরবেশের বেশ ছিল, চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, ইহার ক্ষৌর কার্য্য করিয়া গঙ্গাস্নান করাও এবং নতুন কৌপীন ও বহির্বাস দাও। সনাতন নতুন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া পুরাতন ছিন্ন বহির্বাস চাহিয়া লইলেন। তাহার অঙ্গে একখানি বহু মূল্যের ভোট কম্বল ছিল, সেখানি একজন দরিদ্র ভিক্ষুককে দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহার ছিন্ন কাঁথা লইলেন।

প্রতিদিন বিপ্রে ভিক্ষা নিতে আমন্ত্রণ।
সম্মত হন নাই গ্রহণে সনাতন ॥৩১

দ্বারে দ্বারে মাধুকরী জীবিকা করিয়া।
কাটাইব জীবন এইভাবে থাকিয়া ॥৩২

মুগ্ধ হইলেন চৈতন্য বৈরাগ্য দেখিয়া।
অতুল ঐশ্বর্য্যও আসিলেন ফেলিয়া ॥৩৩

কোথায় গৌড়েশ্বরের প্রধান উজির।
জীর্ণ বহির্বাস ছিন্ন কান্থার নজীর ॥৩৪

দুইমাস সনাতনে দিলেন রাখিয়া।
ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষায় তত্ত্ব দেন বলিয়া॥২৫

পুরীতে প্রত্যাগমন করে আয়োজন।
সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা আছে সনাতন।৩৬

বৃন্দাবনে যাইয়া করিও অবস্থিতি।
সেবায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণবে কর গতি॥৩৭

কাশী হতে বলভদ্র, ভৃত্য সঙ্গে নিয়া।
চৈতন্য পুরী গেলেন পূর্ব্ব পথ দিয়া॥৩৮

টীকা—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রতিদিন তাহার গৃহে ভিক্ষার জন্য সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইতেন না। সনাতন বলিলেন আমি দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিব, চৈতন্যদেব সনাতণের ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, বাস্তবিক সনাতনের ত্যাগ ও বৈরাগ্য অতুলনীয় কোথায় গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর অতুল ঐশ্বর্য্য আর কোথায় জীর্ণ বহির্বাস, ছিন্ন কান্থা ও উদরের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, সনাতনের জন্য দুইমাস কাশীতে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ধর্ম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সনাতন তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব আপাততঃ তাহাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন এবং সেখানে অবস্থান করিয়া গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদের সেবা করিতে বলিলেন, এই বলিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাহার ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কাশী হইতে যাত্রা করিলেন এবং পূর্ব্ব পথে নীলাচলে পৌঁছিলেন।

শেষ জীবন

বৃন্দাবন হতে প্রভু ফিরে নীলাচলে।
ভক্তমধ্যে মহা আনন্দ দেখে সকলে ॥১

প্রভুর সংবাদ দিলেন স্বরূপ গৌড়ে।
অদ্বৈত গৃহে ভক্তরা আসে শান্তিপুরে ॥২

শিবানন্দের নেতৃত্বে যাত্রা করে পুরী।
অনেক বৈষ্ণববাসী লয়ে গৌড় ছাড়ি ॥৩

এসেছিল একটী কুকুর যাত্রী সাথে।
শিবানন্দ দিত আহার নিজ হাতে ॥৪

ঘাটিয়াল রাজি নয় কুকুর লইয়া।
পার করে নৌকা আট পন কড়ি দিয়া ॥৫

সন্ধ্যাকালে শিবানন্দ কুকুর নাহি দেখি।
শুনেন পাচক তাড়ায় অভুক্তি রাখি ॥৬

মর্ম্মাহত শিবানন্দ পথে নাই দেখে।
চৈতন্য গৃহে কুকুরটী পড়িল চক্ষে ॥৭

টীকা—বৃন্দাবন হইতে চৈতন্যদেব পুরী আসিলেন। ভক্তগণের মধ্যে পরমানন্দের স্রোত বহিল। স্বরূপ দামোদর গৌড়ে প্রত্যাগমণের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া মাত্র বৈষ্ণবগণ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়া মিলিত হইল। শিবানন্দে সেনের নেতৃত্বে পুরী যাত্রা করিলেন। সেবার যাত্রিদলে একটী কুকুর আসিয়াছিল শিবানন্দ সেন কুকুরটীকে যত্ন করিয়া আহারাদি দিতেন। একস্থানে ঘাটিয়াল কুকুরটীকে নৌকা পার করিতে সম্মত না হওয়ায় আটপন কড়ি দিয়া কুকুরটীকে নৌকা পার করান। একদিন পাচক কুকুরটীকে খাইতে না দিয়া তাড়াইয়া দেন। শিবানন্দ সেন সন্ধ্যাকালে কুকুরটীকে না দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন পাচক খাইতে না দিয়া

তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। ইহাতে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, পথে আর কুকুরটীকে দেখিতে পাওয়া গেল না কিন্তু বৈষ্ণবদল পৌঁছিবার পর কুকুরটীকে শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহে দেখিতে পাইলেন।

রূপ অনুপম বৃন্দাবন হতে গৌড়ে।
গৃহ হতে অনুপমে যমে নিল কেড়ে ॥৮

ভ্রাতার মৃত্যুতে বিলম্ব করিল বাড়ী।
যতশীঘ্র সম্ভব আসিয়া পৌছে পুরী ॥৯

রূপ দেখে প্রভু হল আনন্দিত।
অনুপমের মৃত্যু সংবাদে হল ব্যথিত ॥১০

সনাতন যায় বৃন্দাবনে রাজপথে।
রূপ আসিতেছিল গঙ্গা পথে।১১

হরিদাসের গৃহে রূপ হল অবস্থিতি।
আহারের ব্যবস্থা ছিল গোবিন্দের প্রতি ॥১২

কৃষ্ণলীলা নাটক রচনা বৃন্দাবনে।
প্রভু কহে রূপ শুনাও বৈষ্ণবগণে ॥১৩

দোলযাত্রা পরে রূপ যায় বৃন্দাবনে।
উদ্ধার কর লোপ্তুতীর্থ ভ্রাতার সনে ॥১৪

ব্রজলীলা বিষয়ে গ্রন্থ কর প্রকাশ।
বৈষ্ণব প্রচারে প্রেমের কর বিকাশ ॥১৫

সনাতনে পাঠাইও পুরী একবার।
আমিও বৃন্দাবনে যাইব পুনর্বার ॥১৬

টীকা—প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ও তাহার ভ্রতা অনুপম বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে অল্পদিন থাকিয়া গৌড়ে ফিরিয়া

আসেন। গৌড়ে তাহার ভ্রাতার মৃত্যু হইল। সেইজন্য গৌড়ে কিছুদিন দেরি করিয়া পুরী যাত্রা করিল। পুরী পৌঁছিয়া হরিদাসের কুটিরে আসিলেন। চৈতন্যদেব হরিদাসের কুটিরে রূপকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং অনুপমের মৃত্যু সংবাদে প্রভু ব্যথিত হইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন পথে, সনাতনের সাথে দেখা হয় নাই। সনাতন রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন, রূপ গঙ্গাপথে আসিতেছিলেন। গোবিন্দের হস্তে হরিদাসের ন্যায় রূপ গোস্বামী খাদ্য পাঠাইত। বৃন্দাবন অবস্থানকালে রূপ কৃষ্ণলীলা একখানি সংস্কৃত নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুরীতে পৌঁছিলে চৈতন্যদেব ও ভক্তরা নাটকের কথা জানিলেন। প্রভুর আদেশে নাটকটী বৈষ্ণবদের পড়াইয়া শুনাইতে আজ্ঞা করেন। তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া তোমার ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হইয়া লোপ্তুতীর্থ উদ্ধার ও ব্রজলীলা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও প্রচার কর। একবার সনাতনকে এখানে আসিতে বলিও, আমি পুনর্বার বৃন্দাবনে যাইব।

চৈতন্য আঠরো বৎসর কাটে পুরী।
প্রেম ও ভক্তির প্রচার রাখেন ধরি ॥১

রূপ গোস্বামী গেলেন পুরী ছাড়ি।
দশদিন পড়ে সনাতন আসে পুরী ॥২

গৌড়েতে বিছিন্ন হল দুইভাই যবে।
রূপ সনাতনে মিলন দেখি না তবে ॥৩

গৌড়ে কাটি রূপ বৎসরাদি সময়।
উদ্ধার করে ভিন্নস্থানে ন্যস্ত বিষয় ॥৪

দিল বিপ্রে আত্মীয়রে ছিল ধন যত।
রূপ ছাড়িল গৌড় চিরদিনের মত ॥৫

টীকা—প্রথম নীলাচলের আগমন হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রায় আঠারো বৎসর কাল পুরীতে অবস্থান করেন। নিত্য নিয়মিতরূপে জগন্নাথ দর্শন, দিবসে বৈষ্ণবগণের সহিত ধর্ম্ম আলোচনা ও কীর্ত্তন, রাত্রিতে

রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত নিগূঢ় তত্ত্ব-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

রূপ গোস্বামী পুরী হইতে যাওয়ার দশদিন পরেই তাহার ভ্রাতা সনাতন পুরী আগমন করেন। সেই যে গৌড়ে হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তদবধি দুই ভাইয়ের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কাশীতে চৈতন্যদেবের নিকট বিদায় লইয়া সনাতন যখন বৃন্দাবনে পৌছিলেন। তাহার পূর্ব্বেই রূপ তথা হইতে গৌড়ের পথে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর বৃন্দাবন থাকিয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত পুনঃ মিলনের জন্য নীলাচলে আগমন করেন, কিন্তু তাঁহার পৌছিবার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেই রূপ তথা হইতে গৌড়ের পথে চলিয়া যান। গৌড়ে তাঁহার বৎসরাধিক কাল বিলম্ব হইয়াছিল। যে সমুদয় সম্পত্তি তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৌড় পরিত্যাগ করতঃ বৃন্দাবন চলিয়া যান।

আসিলেন পুরী বন্য পথে সনাতন।
দূষিত জল বন্যফল খেয়ে যাপন ॥৬

ধরিয়াছে চর্ম্মরোগ কুখাদ্য ভক্ষণে।
উঠিলেন পুরীতে হরিদাস ভবনে ॥৭

চৈতন্য হরিদাস গৃহে দেখে যখন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন সনাতন ॥৮

চৈতন্য পরমানন্দে আলিঙ্গনে যায়।
ছুঁইওনা চর্ম্মরোগ ধরেছে আমায় ॥৯

অগ্রাহ্য সনাতনে করেন আলিঙ্গন।
পুঁজরক্ত প্রভুর দেহে লাগে তখন ॥১০

নগরান্তে আছেন যমেশ্বর উদ্যানে।
মধ্যাহ্নে ডাকিয়া পাঠাইল সনাতনে ॥১১

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়ে বালি।
ব্যস্ত হয়ে চলে গেল প্রভু ডাকে বলি ॥১২

বালুকায় ফোঁস্কা হল সনাতন পায়।
দেখে চৈতন্যদেব বিষণ্ণ হয়ে যায় ॥১৩

টীকা—সনাতন ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরী আসিতেছিলেন, পথে বন্য ফল মূল ভক্ষন ও দূষিত জল পান করায় তাঁহার চর্ম্মরোগ হইয়াছিল। পুরীতে পৌঁছিয়া হরিদাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকালে উপলভোনের পর নিয়মিত সময়ে চৈতন্য যখন হরিদাসের গৃহে আসিলেন, সনাতন তাঁহাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চৈতন্যদেব পরামনন্দে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, কিন্তু সনাতন পশ্চাতে সরিয়া গেলেন, বলিলেন আমি নীচজাতি তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মরোগ হইয়াছে, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু চৈতন্যদেব সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সবলে সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। চৈতন্যদেব একদিন মধ্যাহ্নে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন জৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড রৌদ্রে সমুদ্রতীরে বালুকা উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিসম হইয়াছিল, প্রভু ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া সনাতন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই উত্তপ্ত বালুকায় উপড় দিয়া চলিলেন। নগরের ভিতর যাওয়ার পথ ছিল কিন্তু সে পথে মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে হইবে, জগন্নাথের পূজারীদের স্পর্শ হইতে পারে এই ভয়ে সনাতন সে পথে গেলেন না। সমুদ্রতীরে উত্তপ্ত বালুকায় উপড় দিয়া আসায় সনাতনের পায়ে ফোস্কা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দিকে লক্ষ ছিল না, চৈতন্যদেব তাহা দেখিয়া বিষন্ন হইলেন, কিন্তু সনাতনের ব্যবহারে প্রশংসাই করিয়াছিলেন।

বার বার আলিঙ্গন করে সনাতন।
কুণ্ঠিত হন পুঁজরক্ত লাগে যখন ॥১৪

ধিক্কার করে জীবন রাখিব না আর।
রথের চক্রতলে প্রাণ দিব আমার ॥১৫

দেহ ত্যাগে যায় না পাওয়া ঈশ্বর।
ভক্তিতে পাওয়া যাইবে স্পর্শ তাহার ॥১৬
ঈশ্বরের নাই জাতি কুল বিচার।
সকলেই অধিকারী সেবার তাহার ॥১৭

যে তাঁহারে ভজনা করেন সেই উচ্চ।
ঈশ্বরে যে করেনা ভজন সেই নীচ ॥১৮

দেহত্যাগে সংকল্প প্রকাশে সনাতন।
এদেহ আমায় করে ছিলে তুমি দান ॥১৯

দেহদ্বারা কত কার্য্য করিব সাধন।
তোমার মধ্যে আছে কত লুকান ধন ॥২০

রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তে শুধায়।
অতুলনীয় ত্যাগের বৈরাগ্যের কথায় ॥২১

টীকা—সনাতনের চর্ম্মরোগ বোধ হয় অনেকদিন ছিল, সর্ব্বদা চৈতন্যদেব জোর করে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ক্ষতস্থানের পুঁজরক্ত তাহার গায়ে লাগিয়া যাইত। এইজন্য কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এ প্রাণ আর রাখিবেন না। রথচক্রের নীচে পড়িয়া দেহত্যাগ করিবেন চৈতন্যদেব তাহার মনের ভাব বুঝিতে পাইয়া, একদিন বলিলেন, দেহত্যাগ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যায়, দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম তাহাতে অপরাধ হয়। সাত্ত্বিক ভাবে ঈশ্বর ও তাহার সেবায় প্রেমধন লাভ হয়। ঈশ্বরের নিকটে জাতিকুল বিচার নাই। সকলেই তাহার সেবায় অধিকারী, যে তাহার ভজনা করে সেই উচ্চ আর যে ভগবানের ভজন করে না সে নীচ। চৈতন্যদেব এই বাক্যে সনাতন দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন তোমার এই দেহ আমার। ইহার দ্বারা আমি অনেক কার্য্য সাধন করিব। ক্রমে পুরীর ভক্তদের মধ্যে পরিচয় করিয়া দিলেন। রায় রামনন্দ প্রভৃতিকে তাহার অতুলনীয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা বলিলেন।

প্রত্যহ আসিত হরিদাসে নিকেতনে।
ধর্ম্মালাপে চৈতন্য কাটিত সনাতনে ॥১

পুরীতে আসিল গৌড়ের ভক্তগণ।
সব সাথে পরিচয়ে হয় আলাপন ॥২

করে সঙ্গ লাভ চারি মাস সনাতন।
দোল যাত্রা পরে গৌড়ে ফিরে ভক্তগণ ॥৩

শিক্ষা ও উপদেশ বাৎসরিক পায়।
সনাতনে চৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠায় ॥৪

রূপের সাথে কর লোপ্তুতীর্থ উদ্ধার।
বৃন্দাবনে ভক্তি শাস্ত্র করিও প্রচার ॥৫

বিদায় লয়ে প্রভু ও ভক্তে সনাতন।
দোল যাত্রার শেষে গেলেন বৃন্দাবন ॥৬

টীকা—যথাসময়ে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় করিয়া দিলেন এবং চারিমাস তাহাদের সঙ্গ লাভ করিলেন। চৈতন্যদেব প্রতিদিন হরিদাসের বাসস্থানে আসিয়া সনাতনের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। এইরূপে একবৎসর সনাতনকে নিকটে রাখিয়া শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করতঃ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন; রূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া লোপ্তুতীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর। দোলযাত্রার পরে চৈতন্য ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় লইয়া সনাতন বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন।

এভাবে ভক্তগণ আসা যাওয়া করে।
শ্রীচৈতন্যদেবের কত আনন্দ ধরে ॥১

পুরীর ভগবানাচার্য্য ছিল ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষা চেয়ে চৈতন্য লইল নিমন্ত্রণ ॥২

ছিলনা উত্তম চাউল তাহার ঘরে।
যায় ছোট হরিদাস শিখিভগ্নি কুটিরে ॥৩

যথা সময়ে আসেন চৈতন্য ভোজনে।
শাল্যন্ন অন্ন খেয়ে প্রশংসা করে ঘ্রাণে ॥৪

প্রভু বলে এই চাউল কোথায় পেলে।
পাইয়াছি চাউল শিখি দিদির ডোলে ॥৫

গৃহে গিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকে প্রভু।
আমার কাছে হরিদাস না আসে কভু ॥৬

নিষেধ শুনে হরিদাস থাকে অভুক্তে।
কঠোর দণ্ড হল ভাবে নাই বুঝিতে ॥৭

স্বরূপ আগ্রহে প্রভুরে যায় জিজ্ঞাসে।
কেন কঠিন শাস্তি হইল হরিদাসে ॥৮

যে বৈষ্ণব প্রকৃতি করেন সম্ভাষণ।
আমি তার সেই মুখ করিনা দর্শন ॥৯

টীকা—পুরীতে ভগবানাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইতেন। এইরূপে একদিন চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে ভাল চাউল ছিল না, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট গিয়া আমার নাম করিয়া একমন ভাল চাউল আনো। ছোট হরিদাস তাহাই করিলেন। যথা সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব ভোজনে আসিলেন। উৎকৃষ্ট চাউল দেখিয়া বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন এই চাউল কোথায় পাইলে? আচার্য বলিলেন শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনিয়াছি। কাহার দ্বারা আনা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস গিয়া আনিয়াছে। আহারান্তে গৃহে ফিরিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন, ছোট

হরিদাসকে আর আমার নিকটে আসিতে দিবে না। হরিদাসের চৈতন্যদেবের নিকট গমন নিষেধ শুনিয়া অতিশয় দুঃখে অনাহারে রহিলেন। কেন যে এই কঠোর দণ্ড হইল কেহই বুঝিতে পারে নাই। স্বরূপ দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাসের প্রতি এইরূপ কঠোর শাস্তি কেন হইল? চৈতন্যদেব বলিলেন, যে বৈষ্ণব প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখদর্শন করি না।

শিখির ভগ্নী ছিলেন পরম বৈষ্ণবী।
সাড়ে তিনে অর্দ্ধপাত্র বৃদ্ধা তপস্বিনী ॥১

স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়।
শিখি মাইতি তিন পাত্র হিসাবে পায় ॥২

আনে চাউল ধার্ম্মিকা রমনীর কাছে।
এই দোষে সাজা পায় হরিদাস পাছে ॥৩

স্বরূপ সব ভক্তরা কহে অনুনয়ে।
হরিদাসে ক্ষমা, প্রভুরে বলে বিনয়ে ॥৪

অনুরোধ করেন পরমানন্দ পুরী।
তবে আলালনাথে যাইব পুরী ছাড়ি ॥৫

দুঃখে হরিদাস গেল প্রয়াগে চলিয়া।
প্রাণ দিল ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া ॥৬

টীকা—শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট হইতে চাউল আনিয়াছিল এই অপরাধে হরিদাসের প্রতি এই কঠোর দণ্ড হইয়াছিল। অথচ শিখি মাইতির ভগিনী পরম বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা তপস্বিনী। বৈষ্ণবগণ সাড়ে তিন পাত্রের মধ্যে তাহাকে অর্দ্ধপাত্র বলিতেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও শিখি মাইতির অবশিষ্ট তিন পাত্র। তথাপি এমন ধার্ম্মিকা রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে ছোট হরিদাসের এই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তরা ক্ষমা করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে পরামন্দ পুরীর দ্বারা অনুরোধ করা হইলে চৈতন্যদেব বলিলেন, আমি

একাকি আলালনাথে চলিয়া যাইব। আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না। দুঃখে, অভিমানে হরিদাস পুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বৎসারান্তে ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুরীতে বাস সুন্দর রমণী বিধবা।
অল্প বয়স্ক সুশ্রী পুত্র আসে সর্ব্বদা ॥১

স্বরূপ পণ্ডিত তিরস্কার করে প্রভু।
সুন্দরী বিধবা পুত্রে স্নেহ কর শুধু ॥২

লোকাপবাদে হতে পারে প্রভু চৈতন্য।
প্রশংসা পাইল স্বরূপ সতর্কতার জন্য ॥৩

সাগ্রহে স্বরূপ দামোদর পণ্ডিত।
শিক্ষা দিত সকল কৃষ্ণলীলা সঙ্গীত ॥৪

স্বহস্তে অল্পবয়স্কা দেবদাসীদিগকে।
দিতেন পড়াইয়া বেশভূষা নাটকে ॥৫

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও যে কঠিন নিয়মে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতেন তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ে পুরীতে এক সুন্দরী বিধবা রমনী বাস করিত, তাহার একটি অল্প বয়স্ক পুত্র ছিল, সে সর্বদা চৈতন্যদেবের নিকট আসিত, তিনিও তাহাকে আদর করিতেন। ইহাতে দামোদর পণ্ডিত একদিন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন সুন্দরী বিধবার পুত্রকে তুমি এত আদর কর, ইহাতে লোকাপবাদ হইতে পারে। চৈতন্যদেব এই সর্তকতার জন্যে দামোদরের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং পরে তাহাকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় দামোদরকে তাহার শাসনের যোগ্যপাত্র ভাবিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। স্থান ও পাত্র বিশেষে চৈতন্যদেব এই প্রকার কঠিন নৈতিক শাসনের যে ব্যতিক্রম করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। রায় রামানন্দ দুইজন অল্প বয়স্কা দেবদাসীকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটকের জন্য

সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। স্বহস্তে তাহাদের বেশ-ভূষাদি করিয়া দিতেন। ইহাতে রামানন্দ রায়ের আশ্চর্য্য নৈতিক বলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ ইহা সত্ত্বেও তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন।

নীলাচলে প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া।
রঘুনাথ ব্যস্ত হইল আসিবে চলিয়া ॥১

বাদে বিবাদ জমিদারী বিষয় নিয়া।
রাজ কর্ম্মচারী আসিল ক্রোক লইয়া ॥২

পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত করেন পলায়ন।
বন্দী করে রঘুকে করেন উৎপীড়ন ॥৩

রঘুর মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে সন্ধি।
সব বিষয় ছাড়িয়া মুক্ত করে বন্দী ৪

শেষরাত্রে প্রহরীরা ঘুমে অচেতন।
সুযোগ বুঝিয়া রঘু করে পলায়ন ॥৫

পথ ছাড়িয়া বিপথে করিল গমন।
পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম যখন ॥৬

আশ্রয় নিল রঘু গোয়ালার বাথানে।
দেখে গোয়ালা কিছু দুগ্ধ দিল ভক্ষণে ॥৭

কাটে রাত্রি বাথানে যাত্রা করে প্রভাতে।
যায় বন পথে কেহ না পায় দেখিতে ॥৮

ক্ষুধা তৃষ্ণা অগ্রাহ্যে অরণ্যে দিল পাড়ি।
বার দিনে তিনবার খেয়ে পৌঁছে পুরী ॥৯

টীকা—শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ দাস নীলাচলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু এই সময়ে জমিদারী সংক্রান্ত

বিষয় লইয়া মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের বিবাদ হয়। মুসলমান রাজপ্রতিনিধি আসিয়া তাহাদের বাড়ী ও জমিদারী ক্রোক করেন। রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত পলায়ন করেন। কর্ম্মচারীরা রঘুনাথ দাসকে বন্দী করিয়া উৎপীড়ন করেন। অবশেষে রঘুনাথ মিষ্ট বাক্যে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীদিগকে তুষ্ট করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মুসলমান কর্ম্মচারী তাহাদের জমিদারী ও বাড়ী ইত্যাদি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর রঘুনাথ দাস নীলাচলে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একাধিকবার গোপনে পলায়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। তাহার পিতা পথ হইতে ধরিয়া আনিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা প্রহরীর দ্বারা তাহাকে বেষ্টীত রাখিতেন। একদিন শেষ রাত্রিতে জাগরিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে প্রহরীগণ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন, এবং পথ ছাড়িয়া বিপথ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহাকে উপবাসী দেখিয়া গোয়ালারা কিছু দুগ্ধ দিল। সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে রওনা হইলেন এবং ধরা পরিবার ভয়ে প্রচলিত পথ ছাড়িয়া বিপথে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে কোন দিন কিছু আহার জোটে, কোনদিন জোটে না, এইরূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা অগ্রাহ্য করিয়া বার দিনে তিনি পুরী পৌঁছাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিন দিন মাত্র তাঁহার আহার হইয়াছিল।

রঘুকে না দেখে পিতা হল অধৈর্য্য।
নিয়া গেছেন পুরী হবে কোন আচার্য্য ॥১০

লিখে শিবানন্দে ফিরে আন রঘুকে।
যায় দশজন পাইক ধরিতে তাহাকে ॥১১

পাইক পথে রঘুকে দেখে নাই কভু।
পূর্ব্বেই পৌঁছে রঘু যায় দেখে চৈতন্য প্রভু ॥১২

দেখে চৈতন্যদেব অতিশয় সন্তুষ্ট।
ভক্তগণে পরিচয়ে রঘু হল তুষ্ট ॥১৩

স্বরূপে হস্তে শিক্ষা ও সাধন ভার।
অনাহারে পথশ্রমে দেহ কৃশ তার ॥১৪

ভৃত্য বলে যত্নে করাইও আহার।
পাচ দিন প্রসাদ ভক্ষন হল তাহার ॥১৫

টীকা—এদিকে রঘুর পিতা মাতা তাহাকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইল। তখন বর্ষার প্রাক্কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচলে গমন করিতেছিলেন। রঘুনাথ দাসের পিতা মনে করিয়া শিবানন্দকে পত্র লিখিয়া রঘুনাথকে ফিরাইবার জন্য দশজন পাইক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা গিয়া দেখিলেন বৈষ্ণবদলে রঘুনাথ দাস নাই। অনেক পূর্ব্বেই রঘুনাথ পুরী পৌঁছিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তমণ্ডলীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। বিশেষভাবে স্বরূপ দামোদরের হস্তে তাহার শিক্ষা ও সাধনের ভার অর্পণ করিলেন। অনাহারে ও পথাশ্রমে তাহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দকে বলিলেন ইহাকে সযত্নে আহার করাইও কিন্তু রঘুনাথ মাত্র পাঁচদিন গোবিন্দের হস্তে আহার করিলেন।

জগন্নাথ সিংহদ্বারে রঘু দাঁড়াইয়া
করে নির্ব্বাহ উদরযাত্রা ভিক্ষা নিয়া ॥১৬

ছাড়েন ভিক্ষাবৃত্তি খায় ভুক্তাবশিষ্ট।
মন্দির পার্শ্বে পত্রের সামান্য উচ্ছিষ্ট ॥১৭

যাহার পিতার বিশলক্ষ মুদ্রা আয়।
একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্রে পায় ॥১৮

পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ।
বহুধন, সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগে বিলক্ষণ ॥১৯

পিতা গোবর্ধন দাস শিবানন্দ সেনে।
পাঠাইল লোক সংবাদ অন্বেষণে ॥২০

শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও বৈরাগ্য আশ্চর্য্য।
বলিয়া দিল সেনে রঘুনাথের ধৈর্য্য ॥২১

পাঠায় পিতা ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ ধরিয়া।
চারিশত মুদ্রা রঘুকে দিল আসিয়া ॥২২

টীকা—তৎপরে জগন্নাথের সিংহ দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদয়যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সারাদিন ধর্ম সাধনায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন; যাত্রিগণ দণ্ডায়মান ভিক্ষার্থীগণে প্রসাদ ভিক্ষা দিতেন। রঘুনাথ দাস প্রথমতঃ কিছু দিন এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের পার্শ্বে ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পত্রাদিতে যে সামান্য অন্নাদি পড়িয়া থাকিত তাহাই সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিতেন। একি বৈরাগ্য! যাহার পিতার আয় বিশলক্ষ মুদ্রা, একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র, সেই অতুল ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়।

রঘুনাথের পিতা গোবর্ধনদাস তাহার সংবাদ জানিবার জন্য শিবানন্দ সেনের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথ দাসের পুরীর অবস্থিতি জানিতেন। তাহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও আশ্চর্য্য বৈরাগ্যের কথা লোকদিগকে বলিয়া দিলেন। পিতা সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ দাসের নিকট কিছু অর্থ ও দ্রব্যসম্ভার পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া কয়েকজন ভৃত্যকে শিবানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে নীলাচলে যাত্রীদের সঙ্গে আসিয়া রথযাত্রার পূর্ব্বে গোবর্ধন দাস চারিশত মুদ্রা দিয়া দুইজন ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যকে নীলাচলে রঘুনাথ দাসের নিকট প্রেরণ করেন।

কিছু অর্থে করে চৈতন্যের নিমন্ত্রণ।
মাসে দুইবার ভিক্ষা হত আমন্ত্রণ ॥২৩

অল্পদিন পরে ভিক্ষা করে বারণ।
বিষয়ীর অন্নে কলুষিত হয় মন ॥২৪

দুঃখিত হইবে প্রভু নেন নিমন্ত্রণ।
রঘুর চিত্ত তৃপ্তি পায় না অনুক্ষণ ॥২৫

টীকা—রঘুনাথ দাস প্রথমে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। পরে তাহা হইতে কিছু অর্থ লইয়া মাসে দুইদিন চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতেন, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন। বিষয়ীর অন্ন ভক্ষণ করিলে মন কলুষিত হয়। আমি দুঃখ পাইব বলিয়া প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার চিত্ত প্রসন্ন হয় না।

রামচন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।
রাম গুরুকে উপদেশ দেয় অবশ্য ॥১

মাধবেন্দ্র ভাবে প্রেম হল না আমার।
ভক্তির অভাবে আক্ষেপ হল তাহার ॥২

রাম গুরুর অভাব দেন ধরাইয়া।
পুরী দূর দূর বলে দেন তাড়াইয়া ॥৩

রামচন্দ্র পুরী আসিলেন যবে পুরী।
চৈতন্য ও ভক্তে অপবাদ শুধু ছাড়ি ॥৪

চৈতন্যদেব মাধবেন্দ্র শিষ্য জানিয়া।
গুরুমতো সম্মান করিতেন ভাবিয়া ॥৫

প্রভু ও শিষ্যে করে নিন্দা অতি ভোজনে।
প্রসাদ চারি পন কড়ির মাত্র কিনে ॥৬

আহার করে প্রভু দুই ভৃত্য মিলিয়া।
পাঁচগণ্ডা এক চৌথ এখন আনিয়া ॥৭

শুনিয়া ভক্তরা ভেবে কত দুঃখ পায়।
ভৃত্যরা অল্প আহারে কৃশ হয়ে যায় ॥৮

অন্যত্র ভৃত্যরে দিল ভিক্ষা অনুমতি।
প্রভু অর্দ্ধ আহারে কাটেন দিবারাত্রি ॥৯

আহার করাইয়া আহারান্তে নিন্দা।
রামচন্দ্রে স্বভাব হল পরনিন্দা ॥১০

ভক্তদের দুঃখ ও নির্ব্বন্ধতা দেখিয়া।
রাজি হল দুই পণ কড়ি খাদ্য নিয়া ॥১১

রামচন্দ্র পুরী গেলেন পুরী ছাড়িয়া।
ভক্তরা নিশ্চিত ও সুখী হল দেখিয়া ॥১২

টীকা—রামচন্দ্র পুরী নামে একজন ব্রাহ্মণ আচার্য্য নীলাচলে আসিলেন। রামচন্দ্র পুরী সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু শিষ্য হইয়া তিনি গুরুকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী "মুথুরা পাইলাম না" অর্থাৎ প্রেম হইল না বলিয়া একবার কাতোরাক্তি করিয়াছিলেন। তখন রামচন্দ্র পুরী তাহাকে বলিয়াছিল আপনি ব্রহ্মবিদ হইয়া কেন এইরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন? মাধবেন্দ্র পুরী তখন তাহাকে "দুর দুর" বলিয়া তাড়াইয়া দেন। রামচন্দ্র পুরী নীলাচলে আসিলে চৈতন্যদেব তাহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য জানিয়া গুরুর মত সম্মান করিতেন। চৈতন্যদেব ও শিষ্যগণ অতি ভোজন করেন বলিয়া রামচন্দ্রপুরী নিন্দা করিতেন। চৈতন্যদেবের নিত্য আহারের জন্য চারিপণ কড়ির প্রসাদ আনা হইত। তাহাতে চৈতন্যদেব ও তাহার দুই ভৃত্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের আহার হইত। রামচন্দ্র পুরীর অতি ভোজনের অপবাদ শুনিয়া চৈতন্যদেব ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন এখন হইতে এক চৌথি অন্ন ও পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন আনা হইবে। ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। ভৃত্যরা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব তাহাদিগকে অন্যত্র ভিক্ষা করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু নিজে অর্দ্ধভুক্তই থাকিতেন। ভক্তরা সদলে আসিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন "রামচন্দ্র পুরীর স্বভাব পরনিন্দা" করা। একদিন জগদানন্দকে নিজে অনুরোধ করিয়া আহার

করাইয়া আহারান্তে অতি ভোজনের নিন্দা করিয়াছিলেন। ভক্তদের দুঃখ ও নির্ব্বন্ধ দেখিয়া চৈতন্যদেব দুইপণ কড়ির অন্ন ও ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে রামচন্দ্রপুরী নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত ও সুখী হইল।

রাজা প্রতাপরুদ্র কর্ম্মচারী হইয়া।
রাজার অর্থ গোপী নেয় না বলিয়া ॥১

চাঙের ব্যবস্থা হইল অর্থ তছরুপে।
মরিবে দুইলক্ষ কাহন কড়ির পাপে ॥২

প্রভুর প্রিয় ভবানন্দের পরিবার।
গোপী পুত্রের পরিচয়ে জ্ঞাত তাহার ॥৩

আসন্ন বিপদের কথা প্রভুরে শুধায়।
হরণে চৈতন্য রাজার দোষ না পায় ॥৪

বলিল আমি বিষয় নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী।
হরণের কথা কহিতে না ভালবাসি ॥৫

গোপীনাথ প্রভৃতি বন্দী করে সবংশে।
স্বরূপ দেখে চৈতন্য উদাসীন বসে ॥৬

কি করিব পাঁচ গণ্ডার কড়ির সন্ন্যাসী।
দুই লক্ষ কাহন কড়ি কে দিবে বিশ্বাসী ॥৭

ভবানন্দের পরিবার করিতে রক্ষা।
জগন্নাথের প্রার্থনা সবে কর ভিক্ষা ॥৮

হরিচরণ বলেন গোপীনাথ ভৃত্য।
প্রাণে বধে অর্থ পাওয়া যাবে না সত্য ॥৯

উপযুক্ত মূল্যদ্রব্য করুন গ্রহণ।
বাকি যাহা থাকে ক্রমে আদায় তখন ॥১০

রাজা রুদ্র পরামর্শে হল অনুরক্ত।
নতুন আদেশে গোপীনাথ হল মুক্ত ॥১১

টীকা—ভবানন্দ রায়ের পরিবার চৈতন্যদেবের প্রিয় ছিল। তাহার পুত্র গোপীনাথ রাজা প্রতাপ রুদ্রের কর্ম্মচারী ছিল। রাজকোষের অর্থ অপচয় অভিযোগে একজন প্রধান রাজ কর্ম্মচারী তাহাকে চাঙে চড়াইতে ব্যবস্থা করেন। ইহাতে অপরাধীকে উচ্চমঞ্চের উপর চড়াইয়া নিম্নে উন্মুক্ত তরবারির উপর ফেলিয়া প্রাণবধ করা হয়। রাজকোষ হইতে অপহৃত দুইলক্ষ কাঁহন কড়ি না দিলে গোপীনাথকে এইরূপে বধ করা হইবে। এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। একজন লোক আসিয়া চৈতন্যদেবকে গোপীনাথের আসন্ন বিপদের কথা জানাইল। চৈতন্যদেব বলিলেন রাজকোষের অর্থ অপহরণ করিলে অপরাধীকে শাস্তি পাইতে হইবেই, ইহাতে রাজারও দোষ নাই। আমি বিষয় নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী আমি আর কি করিতে পারি? ইতিমধ্যে আর একজন লোক আসিয়া বলিল রাজার লোকেরা কাশীনাথ প্রভৃতি সকলকে সবংশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদেও চৈতন্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন থাকিলেন। তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া বলিলেন ভবানন্দ রায়ের পরিবার তোমার প্রিয়, তাহাদের এই বিপদে তোমার উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। তদুত্তরে চৈতন্যদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন আমি বিষয় ত্যাগী সন্ন্যাসী আমি এই বিষয়ে কি করিব? তোমরা কি বল আমি রাজদ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব? আর আমি পাঁচগণ্ডা কড়ির সন্ন্যাসী, আমি চাহিলেই বা দুইলক্ষ কাহন কড়ি কে দিবে? তোমরা যদি ভবানন্দ রায়ের পরিবারকে বাঁচাতে চাও সকলে মিলিয়া জগন্নাথের চরণে প্রার্থনা কর। এই বিপদে তিনি রক্ষা করিতে পারেন।

হরিচন্দন এক উচ্চ রাজ কর্ম্মচারি রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন গোপীনাথ আপনার ভৃত্য তাহার প্রাণ বধ করিলেও অর্থ পাওয়া যাইবে না অতএব আমাদের অর্থ চাই। উপযুক্ত মূল্যে তাহার দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া, বাকি অর্থ ক্রমে ক্রমে আদায় করিতে পারা যাইবে। রাজা যুক্তি মনে করিয়া গোপীনাথকে মুক্তি দিলেন।

কাশী মিশ্র দেখা করে চৈতন্যের সাথে।
প্রভু বলে চলে যাইব আলালনাথে ॥১২

অনুরোধ রাজার অর্থ নষ্ট যেখানে।
নির্জ্জনে বাস চাই উপদ্রব এখানে ॥১৩

রাজা শুনিয়া গোপীর সকল বিষয়।
হরণ তুইলক্ষ কড়ি কি ছার কয় ॥১৪

প্রভুকে রাখিতে যদি যায় সব ধন।
সৌভাগ্য মনে করি আমি একজন ॥১৫

রাজা বলে দিলাম ছাড়িয়া সব ধন।
মিশ্র বলে প্রভু অসুখী হবে মন ॥১৬

গোপীকে মার্জ্জনা করি প্রিয় ভৃত বলে।
ভবানন্দকে সম্মান করি ভক্ত বলে ॥১৭

রাজা মহেন্দী রামানন্দ পদে যেমন।
ব্যয় করে গোপীও ব্যয় হবে তেমন ॥১৮

পূর্ব্ব পদে বহাল বেতন তুইগুণ।
প্রতাপরুদ্র নির্দ্দেশ হইল নতুন ॥১৯

পাঁচ পুত্র লয়ে আসে চৈতন্য ভবনে।
গোপীনাথ দীনভাবে পড়িল চরণে ॥২০

রামানন্দ বিষয় মুক্ত কর যার।
দয়া করে বিষয় মুক্ত কর আমার ॥২১

প্রভু কহে ধর্ম্মপথে রাজকার্য্য কর।
মনে রাখো রাজার কড়ি ব্যয় না কর ॥২২

টীকা—যেদিন কাশী মিশ্র চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, চৈতন্যদেব বলিলেন এইখানে নানা উপদ্রপ, আমি নির্জনে থাকিতে চাই, ভবানন্দের পুত্র রাজার অর্থ নষ্ট করিয়াছে, তাহাকে সাজা পাইতে হইবে, রাজার

দোষ দেখি না। আজ গোপীনাথ ধৃত হইলে, চারজন লোক আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল ভাগ্যক্রমে এই যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছে, আবার এইরূপ হইলে কে রক্ষা করিবে? আমি বিষয় কোলাহলে থাকিতে চাহিনা, আলালনাথে চলিয়া যাইব। চৈতন্যদেবের কথা রাজার গোচর হইলে তিনি বলিলেন দুই লক্ষ কাঁহন কড়ি কি ছার? প্রভুকে রাখিতে যদি সব ধন যায় তবুও আমি ভাগ্যবান মনে করিব। আমি গোপীনাথের অর্থ ছাড়িয়া দিলাম। কাশী মিশ্র তখন বলিলেন, ইহাতে প্রভু অসুখী হইবে। আমি চৈতন্যদেবের অনুরোধে ছাড়িয়া দিই নাই। গোপীনাথ আমার প্রিয় কর্ম্মচারি, ভবানন্দকে আমি সম্মান করি। তাহার পুত্রগণ সকলেই প্রীতিভাজন, রায় রামানন্দকে রাজ মহেন্দ্রীর শাসন কর্ত্তা করিয়াছিলাম, তিনি যেরূপ ইচ্ছা অর্থব্যয় করিয়াছেন গোপীনাথও সেইরূপ করিবে, সে পূর্ব্বপদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং এখন হইতে তাহার বেতন দুইগুণ হইবে। কাশী মিশ্র চৈতন্যদেবকে মার্জ্জনার কথা বলাতে, প্রভু বলিলেন মিশ্র, তুমি কি করিলে আমাকে রাজার দান প্রতিগ্রহ করাইলে? তদুত্তরে কাশী মিশ্র রাজা যেরূপ বলিয়াছিলেন সেই কথা জানাইলেন, তোমার জন্য রাজা মার্জ্জনা করেন নাই। ভবানন্দের পুত্রেরা তাঁহার প্রিয় বলিয়া তিনি গোপীনাথকে মার্জ্জনা করিয়াছেন। ইত্যবসরে ভবানন্দ রায় তাঁহার পাঁচ পুত্রকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং গোপীনাথের মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, গোপীনাথও তাঁহার চরণে পড়িয়া একান্ত দীনভাবে বলিলেন, "রায় রামানন্দ রায় ও বাণীনাথকে যেমন বিষয়মুক্ত করিয়াছ আমাকেও তাহাই কর," চৈতন্যদেব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, সকলে বিষয় ত্যাগ করিলে তোমাদের বৃহৎ পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজার কার্য্য কর। কিন্তু আমার একটি কথা মনে রাখিও, রাজার অর্থ ব্যয় করিও না।

পুরীতে আসিয়াছে বৈষ্ণব গৌড়বাসী।
মিষ্টান্ন বিক্রেতা নিমাইর প্রতিবেশী॥১

চৈতন্য দেখে "মুই পরমেশ্বরা" আমি।
পরম প্রীতি বাল্য স্মরণে বলে তুমি॥২

টীকা—এবার নতুন যাত্রীদের মধ্যে একজনের নাম পরমেশ্বর মোদক, সে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী মিষ্টান্ন বিক্রেতা ছিল। শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে অনেক সময়ে তাহার দোকানে গিয়া মিষ্টান্নাদি ভক্ষন করিতেন। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যর মহত্বের কথা শুনিয়া এখন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যে রথযাত্রার সময় ভক্তদের সঙ্গে পুরী আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আসিয়া বলিল "মুই পরমেশ্বরা" তাহাকে দেখিয়া চৈতন্যদেবের বাল্যের কথা স্মরণ হইল এবং পরম প্রীতি প্রকাশ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালিদাস নামে রঘুনাথের খুড়া।
উদার সরল ব্যাকুলতা ভক্তি ভরা ॥১

যিনি হরিনামে ডুবে থাকেন নিরন্তর।
অভ্যাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট করে ভক্ষন ॥২

লুকাইয়া পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন।
ঝড়ুর কাছে আম্রফলে গেল তখন ॥৩

ধর্ম্মাপাপে করে আম উপহার দিয়া।
বিদায়ে পদধুলি নাই পায় ছুইয়া ॥৪

ঝড়ু ভুঁইমালি ফিরিয়া আবাসে গেলে।
পদচিহ্নের মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে ॥৫

ঘরে ঝড়ু ও স্ত্রী প্রদত্ত আম খাইয়া।
ফেলে দেয় গৃহে বাহির আঁটি আনিয়া ॥৬

কালিদাস আছেন গোপনে লুকাইয়া।
নিয়া আমের আটি খাইলেন চুষিয়া ॥৭

চৈতন্য কালিদাসে পুরী আসে যখন।
পরম সমাদরে করিতেন গ্রহণ ॥৮

টীকা—আর একবৎসর রথযাত্রার সময়ে একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিতে আসিলেন। তিনি রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া হইতেন। অতি উদার সরল ব্যাকুলাত্মা লোক ছিলেন। নিরন্তর হরিনামে ডুবিয়া থাকিতেন। ইহার একটি নিয়ম ছিল যে জাতি নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেন। সহজেই না পারিলে লুকাইয়া পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া খাইতেন ঝড়ু নামে একজন ভুঁইমালী বৈষ্ণব ছিল, সে খুব নীচ জাতি। কালিদাস একদিন কিছু আম্রফল লইয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহা উপহার দিয়া তাহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলেন। বিদায় কালে তাহার পদধুলি গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু ঝড়ু নীচ জাতি বলিয়া স্পর্শ করিতে দিলেন না। ঝড়ু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর আসিল। সে ফিরিয়া গেলে যেখানে তাহার পদচিহ্ন ছিল তথাকার মৃত্তিকা লইয়া কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। তৎপরে তিনি নিকটে একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ু গৃহে ফিরিয়া কালিদাস প্রদত্ত আম খোসা ছাড়াইয়া খাইল, তৎপরে তাহার স্ত্রীও সেই আম খাইয়া আঁটি, খোসা প্রভৃতি বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, তখন কালিদাস গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া সেই উচ্ছিষ্ট আঁটি চুষিয়া চুষিয়া খাইলেন। এই কালিদাস পুরী আসিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় তখনকার বৈষ্ণব মণ্ডলীতে ভক্তি ও ব্যাকুলতার প্রবাহে জাতিভেদের বন্ধন কেমন শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

শিবানন্দ যাইতেছে যাত্রী লয়ে পুরী।
পথে কড়ি নিয়া চুক্তি মাঝি করে দেরি ॥১

যাত্রীগণ ততক্ষণে গেল গ্রামে চলে।
বিশ্রামে স্থান নাই নিতাই দেয় গালি ॥২

যাত্রীতে ছিল স্ত্রী অভিসম্পাতে হল দুঃখী।
শিবানন্দ দেরিতে নিতাই মারে লাথি ॥৩

বিরক্ত না হয়ে শিবানন্দ ক্ষমা চায়।
এমন সাধুভক্তি বৈষ্ণবে দেখা যায় ॥৪

টীকা—শিবানন্দ সেন সর্ব্বদা যাত্রীদের নেতা ও পথ প্রদর্শক হইতেন। পুরীর পথ তাহার ভালরূপ জানা ছিল এবং তিনি বেশ বিচক্ষণ লোকও ছিলেন। সেই সময়ে পথ অতি বিপদসঙ্কুল ছিল. এতগুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও বালককে লইয়া দীর্ঘপথ যাত্রা সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশেষ যত্ন ও শ্রমসহকারে যাত্রীদিগকে বাসস্থান আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। একদিন একটী নদী পার হওয়ার পরে মাঝিদের সঙ্গে পারের কড়ির চুক্তি করিতে তাঁহার ঘাটে বিলম্ব হইয়াছিল। যাত্রীগণ ততক্ষণে অগ্রসর হইয়া গ্রামের মধ্যে গেলেন, সেখানে তখনও তাঁহাদের বাসা স্থির হয় নাই। শিবানন্দ সেন আসিতেছে না দেখিয়া নিত্যানন্দ অধীর হইয়া তাহার উদ্দেশ্যে মাথা থাক্‌ বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। যাত্রীদলে শিবানন্দের স্ত্রী ছিলেন। স্বভাবতই তিনি অভিসম্পাত শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিছু পরে শিবানন্দ সেন সেখানে পৌঁছিলে নিত্যানন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে লাথি মারিলেন। কিন্তু শিবানন্দ তাহাতেও বিরক্ত না হইয়া অসুবিধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের অসাধারণ সাধুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পথশ্রমে যাত্রীরা আনে কত সামগ্রী।
পুরী আসিয়া দেয় প্রভুর অনুরাগী ॥৫

বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার।
ভৃত্যের হস্তে খাদ্য দেন যত যাহার ॥৬

চৈতন্যদেব যদিও ভোজনে নিপুন।
বেশী খান ভক্তের দুঃখে হন করুণ ॥৭

সারা বৎসর মিষ্টান্ন আচার প্রভৃতি।
রাঘবের স্ত্রী দময়ন্তী করে প্রস্তুতি ॥৮

আম্র কাশন্দি, আদা কাশন্দি, ঝাল কাশন্দি।
নেম্বু আদা আম্রকলি নানাপ্রকারে সন্ধি ॥৯

আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমতা যবে।
যত্ন করি গুড়া করে রৌদ্রে শুকাবে॥১০

ধনিয়া, মোহুরী তণ্ডুল গুড়া করিয়া।
নাড়ু পাকাইবে শরকরা পাক দিয়া॥১১

নারিকেল খণ্ড নাড়ু, নাড়ু গঙ্গাজল।
এই নামে সদা বলিয়া থাকে সকল॥১২

শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলিতে সব বড়ি॥১৩

কথক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কর কর্পূরাদি দিয়া॥১৪

শালি তণ্ডুল ভাজা গুড়া করিয়া।
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ করি চিনি পাক দিয়া॥১৫

কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ গন্ধবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু করিলে পরম সুবাস॥১৬

শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখরা কর কর্পূরাদি দিয়া॥১৭

ফুট কলাই চূর্ণ করে ঘৃতেতে ভাজিবে।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু করিবে॥১৮

গঙ্গা মৃত্তিকা বস্ত্রতে আনি ছাঁকিয়া।
পাঁচ কুড়ি কড়ি দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥১৯

পৃথক পৃথক দ্রব্য ভরিয়া থলিতে।
তিনজন বাহক নিত বয়ে পুরীতে॥২০

ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে দিত দ্রব্য নিয়া।
প্রভুরে খাওয়াতেন বৎসর ধরিয়া॥২১

রাঘবের জালি নামে প্রসিদ্ধ যেমন।
কত ভক্তি ভালবাসায় হয় এমন ॥২২

টীকা—ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য প্রিয় খাদ্যদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া সযত্নে দীর্ঘপথ বহন করিয়া আনিতেন এবং কখনও বা তাহার নিজ বাসস্থানে চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন অথবা ভৃত্য হস্তে অর্পণ করিতেন। এইরূপে বহু খাদ্যদ্রব্য শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিলেন কিনা, গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেন, চৈতন্যদেব বোধহয় ভোজনে নিপুন ছিলেন। এমনি এত খাদ্য খাইয়া উঠিতে পারিতেন না, এক একদিন গোবিন্দ ও ভক্তগণ দুঃখিত হইতেছেন বলিয়া জোর করিয়া অনেক খাওয়াতেন। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর থলিতে ভরিয়া বহু খাদ্যদ্রব্য পুরীতে আনিতেন, তাহার স্ত্রী দময়ন্তীদেবী বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন মিষ্টান্ন আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন, এইসব দ্রব্য পৃথক পৃথক থলিতে ভরিয়া বৃহৎ ঝুলি করা হইত। তিনজন বাহক ক্রমান্বয়ে এই জালি বহন করিয়া পুরী লইয়া আসিত। বৈষ্ণব মণ্ডলীতে "রাঘবের ঝুলি" নামে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কত ভক্তি ও ভালবাসা থাকিলে মানুষ এইরূপ করিতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যদেবের ভক্তগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা চিন্তা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়, তিনিও ভক্তদিগকে তদনুরূপ ভালবাসিতেন, ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় ? ইহা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবমণ্ডলীর এক অমূল্য সম্পদ।

জগদানন্দ প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত।
নবদ্বীপে মাকে সংবাদে করিত ব্যক্ত ॥১

পাঠায় পণ্ডিতকে প্রবোধ বাক্য বলিয়া।
মতিভ্রম সন্ন্যাসে বলিও ভাঙ্গিয়া ॥২

চৈতন্য ছিল মাতার প্রতি স্নেহশীল।
দুঃখ লাগিবে কত ছিল আগ্রহশীল ॥৩

বিচ্ছেদে উদাসীন ছিলেন না নিশ্চিত।
সদা মাতারে সান্ত্বনা দিত ভক্ত কত ॥৪

টীকা—পণ্ডিত জগদানন্দ চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব বৎসর বৎসর শচীমাতাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে পাঠাইতেন। কর্ত্তব্যবোধে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও চৈতন্যদেব মাতার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, যথা সময়ে দুঃখ ও বেদনা উপশম করিতে চেষ্টা করিতেন। সময় সময় এমনও বলিতেন আমার মতিভ্রম হইয়াছিল, সেইজন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহা বোধহয় সাময়িক উত্তেজনাসম্ভূত অত্যুক্তি, জননীর দুঃখতে উদাসীন ছিলেন না, তাহা নিশ্চিত। জগদানন্দকে নবদ্বীপে জননীকে শান্তনা দিতে চৈতন্যদেব পাঠাইতেন।

আসিয়া জগদানন্দ শিবানন্দের ঘরে।
চন্দন তৈলের গন্ধ পায় গৃহ ভরে ॥৫

এক কলস তৈল জগদানন্দ সঙ্গে।
নিয়া আসে পুরীতে দিল গোবিন্দে ॥৬

প্রত্যহ প্রভুরে মস্তকে কর মর্দ্দন।
ভৃত্যের প্রস্তাবে রাজি না প্রভু কখন ॥৭

জানিও সন্ন্যাসীর তেলে নাই অধিকার।
দিও তেল জগন্নাথের দীপে ব্যবহার ॥৮

ক্ষুন্ন হইল জগদানন্দ অতিশয়।
ভৃত্য দিয়া পুনরায় করে অনুনয় ॥৯

অনেক শ্রমে তৈল আনিয়াছ বলিয়া।
শ্রম সার্থক হবে জগন্নাথে দিয়া ॥১০

অভিমানি পণ্ডিত কে বলে তোমায়।
ঘর হতে আনে কলস ভাঙ্গে তথায় ॥১১

টীকা—একবার জগদানন্দ গৌড়ে গিয়া শিবানন্দ সেনের গৃহে উৎকৃষ্ট চন্দনাদি তৈল দেখিলেন, চৈতন্যদেবকে ব্যবহার করিবার জন্য দিবেন ইচ্ছা করিয়া এক কলস তৈল সঙ্গে নিয়া আসেন। পুরী পৌছিয়া ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে তৈল পাত্র প্রদান করতঃ প্রত্যহ প্রভুর মস্তকে মর্দ্দন করিয়া দিও, গোবিন্দ যখন চৈতন্যদেবকে এই প্রস্তাব জানাইলেন, তিনি বলিলেন সন্ন্যাসীর তৈলের অধিকার নাই। বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল, জগদানন্দ পণ্ডিত বহুশ্রম করিয়া গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের প্রদীপে সেই তৈল ব্যবহারের জন্য দাও, তাহা হইলে তোমাব শ্রম সার্থক হইবে। পণ্ডিত ইহা শুনিয়া অতিশয় ক্ষুন্ন হইলেন, কয়েকদিন পরে গোবিন্দের দ্বারা পুনঃ তৈল ব্যবহার করিবার জন্য প্রভুকে অনুরোধ জানাইলেন। পরদিন জগদানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে চৈতন্যদেব বলিলেন, সুগন্ধ তৈল মাথাইবার লোক নিযুক্ত কর। আমি যখন পথ দিয়া যাইব, তৈলের সুগন্ধ পাইয়া লোকে আমাকে বিলাসী বলিয়া উপহাস করিবে, তাহা হইলে তোমরা সুখী হইবে? শ্রম সার্থক হইবে জগন্নাথকে দাও। জগদানন্দ অতিশয় অভিমানি, তিনি বলিলেন কে তোমাকে বলিল, তোমার জন্য তৈল আনিয়াছি, এই বলিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে তৈলের কলস আনিয়া ভুমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎপর নিজ গৃহে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন।

প্রভাতে প্রভু জগদানন্দের গৃহে গিয়া।
দ্বারে ধাক্কা দেয় পণ্ডিত উঠ বলিয়া ॥১২

আজ তোমার গৃহে ভিক্ষা হবে আমার।
আসিয়া পাকের যোগাড় করে তাঁহার ॥১৩

বিবিধ ব্যঞ্জন ও পিষ্ঠাদি করিয়া।
আহারে বসাইল প্রভুরে ডাকিয়া ॥১৪

প্রভু বলে আহার এক সাথে করিব।
তুমি কর ভোজন আমি পরে বসিব ॥১৫

যত দেয় খায় ভয়ে করে না বারণ।
দশগুণ পণ্ডিত শেষ কর এখন ॥১৬

জগদানন্দের আহার সমাপ্তি শুনিয়া।
বিশ্রামে গেল চৈতন্য নিশ্চিন্ত হইয়া ॥১৭

টীকা—পরদিন প্রভাতে চৈতন্যদেব জগদানন্দের বাসস্থানে গিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত ওঠ, আজ তোমার গৃহে আমার ভিক্ষা হইবে। জগদানন্দ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন, মধ্যাহ্নে চৈতন্যদেব ভোজনের জন্য আসিলেন। পণ্ডিত বিবিধ ব্যঞ্জন ও পিষ্ঠকাদি প্রস্তুত করিলেন, । চৈতন্যদেব জগদানন্দকে তাহার সঙ্গে আহারে বসিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন তুমি ভোজন কর আমি পরে বসিব। চৈতন্যদেব অগত্যা তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না যতদেয় ততই খাইয়া যান, অবশেষে বলিলেন, পণ্ডিত আর পারি না, তোমার ভয়ে দশগুণ বেশী খাইয়াছি, এখন শেষ কর। আহারান্তে চৈতন্যদেব ভৃত্য গোবিন্দকে পাঠাইয়া জগদানন্দের আহার সমাপ্তির সংবাদ লইলেন, তৎপরে নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

জগদানন্দ তুলার বিছানা আনিয়া।
শুইতে দেয় তোষক বালিশ করিয়া ॥১৮

ক্রুদ্ধ হয়ে চৈতন্য স্বরূপে শুধায়।
খোলার শক্ত শয্যায় সন্ন্যাসী ঘুমায় ॥১৯

গোবিন্দ তুলার শয্যা নিল সরাইয়া।
পূর্ব্বমত খোলার শয্যা দিল পাতিয়া ॥২০

জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইবে চলিয়া।
নিষেধ করে প্রভু অভিমান দেখিয়া ॥২১

স্বরূপে অনুরোধে দিলেন অনুমতি।
দুই মাস পারে না রহিতে ফিরে মতি ॥২২

বৃন্দাবনে সনাতনে সাথেও থাকিয়া।
জগদানন্দ পারে না প্রভুকে ছাড়িয়া ॥২৩

টীকা—চৈতন্যদেব কদলীবৃক্ষের শুষ্ক খোলের উপরে শয়ন করিতেন। তাহাব শীর্ণ দেহে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেন। শিমূলের তুলা ভরিয়া তোষক ও বালিশ প্রস্তুত করিয়া চৈতন্যদেবকে শুইতে দিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বরূপকে বলিলেন খোলার বিছানায় সন্ন্যাসী ঘুমায়? তাহাকে খোলার বিছানা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য গোবিন্দকে আদেশ দিলেন। জগদানন্দ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কয়েকদিন পর জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। প্রভুর উপর অভিমান করিয়া প্রভুকে ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু স্বরূপ দামোদর অনুরোধ করিলে প্রভু অনুমতি দিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবকে ছাড়িয়া জগদানন্দ দুইমাস বৃন্দাবনে থাকিয়া চলিয়া আসলেন।

প্রত্যহ যায় প্রভু হরিদাস ভবনে।
নামের অভাবে বসে নাই ভোজনে ॥১

তিনলক্ষ নাম জপ করে প্রতিদিনে।
অসুখে নাম পূর্ণ হয় নাই সেদিনে ॥২

চৈতন্য বলে বৃদ্ধ হইয়াছ যখন।
নামের সংখ্যা হ্রাস করো এখন ॥৩

হরিদাস তাহাতে হন নাই সম্মত।
যাবার সময় হইয়াছে সমাগত ॥৪

দেহত্যাগ করি দেখে দেখে আপনাকে।
ঈশ্বর অবশ্য সাধ পুরিবে তোমাকে ॥৫

আমাকে ত্যাগ করা উচিত কি তোমার।
তোমাকে লইয়াই সব সুখ আমার ॥৬

হরিদাস কহে ভক্ত শিরোমণি কত।
ক্ষুদ্রকীট গেলে কি ক্ষতি আমার মত ॥৭

পরদিন সকালে হরিদাস ভবনে।
চৈতন্য মিলে সংকীর্ত্তন করে প্রাঙ্গনে ॥৮

ভক্ত বক্রেশ্বর নৃত্য করে বহুক্ষণ।
প্রভু হরিদাসের প্রশংসা বিলক্ষণ ॥৯

হরিদাস চৈতন্যে নিকটে বসাইয়া।
সব বৈষ্ণবে পদধূলি লয় চাহিয়া ॥১০

নাম করিতে করিতে যোগেশ্বরের ন্যায়
স্বচ্ছন্দে হরিদাস পরলোকে ধ্যায় ॥১১

টীকা—চৈতন্যদেব নিত্য নিয়মিতরূপে হরিদাসকে দেখিবার জন্য তাহার গৃহে আসিতেন। একদিন শুনিতে পাইলেন হরিদাস আহার করে নাই। কারণ অনুসন্ধান করে জানিলেন, নিয়মিত সংখ্যক নাম নেওয়া পূর্ণ হয় নাই। ধর্ম্মজীবনে প্রথম উন্মেষ হইতেই হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন। সেদিন শারিরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ নামের সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। চৈতন্য ধর্ম্মমণ্ডলিতে হরিদাস সাধন নিষ্ঠার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এইজন্য তিনি নামসাধন অবতার বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য বলিলেন এখন বৃদ্ধ হইয়াছ সম্মত নামের সংখ্যা হ্রাস কর। কিন্তু হরিদাস সম্মত হইলেন না। আমার যাবার সময় হইয়া আসিয়াছে। একান্ত ইচ্ছা আপনাকে দেখিতে দেখিতে এই দেহ ত্যাগ করি। চৈতন্যদেব বলিলেন ভগবান অবশ্য তোমার ইচ্ছা পুরণ করিবেন। কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার যাওয়া কি উচিত, তোমাকে লইয়া আমার সমুদয় সুখ। হরিদাস বলিলেন তোমার মণ্ডলীতে কত ভক্ত শিরোমনি রহিয়াছে। আমার মত একটি ক্ষুদ্র কীট গেলে তোমার কি ক্ষতি! এই কথোপকথন পরে চৈতন্য গৃহে গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাস কুটিরে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গনে বৈষ্ণবদল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত বহুক্ষণ নৃত্য করিলেন, চৈতন্যদেব, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ প্রভৃতি নিকটে হরিদাসের অনেক প্রশংসা করিলেন, হরিদাস চৈতন্যকে নিকটে বসাইয়া বৈষ্ণবগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। নাম করিতে করিতে মহাযোগেশ্বরের ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

লইয়া দেহ কোলে হরিদাসে চৈতন্য।
বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তনে করেন নৃত্য ॥১২

ভক্তরা চৈতন্যের ক্লান্ত আবেশ দেখিয়া।
কীর্ত্তনে হরিদাস দেহ নেয় বহিয়া ॥১৩

সমুদ্রজলে ভক্তেরা করাইল স্নান।
ডোর, মালা পড়াইয়া ভুষিল চন্দন ॥১৪

সমুদ্রতীরে বালু দেহ করে প্রোথিত।
তদোপরি সমাধি করিলেন স্থাপিত ॥১৫

স্নান করে সিংহদ্বারে করে আগমন।
চৈতন্য অঞ্চল পাতি চাহে মহাজন ॥১৬

হরিদাস ঠাকুরের বিজয় মহোৎসব।
পণ্য দ্রব্য ভিক্ষা দিয়ে কর উৎসব ॥১৭

সমুদয় পণ্যদ্রব্য দিতে আকৃষ্ট।
প্রত্যেক দ্রব্যে এক পোয়া হবে যথেষ্ট ॥১৮

দ্রব্যেতে চারটি চাঙ্গারী পূর্ণ করিয়া।
চারজনে বৈষ্ণব নিল গৃহে বহিয়া ॥১৯

বাণী ও মিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠায়।
প্রভু বৈষ্ণবগণে পরিতোষে খাওয়ায় ॥২০

সম্পন্ন করে প্রভু আয়োজন প্রচুর।
বিজয় মহোৎসব হরিদাস ঠাকুর ॥২১

টীকা—চৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতদেহ কোলে লইয়া নাচিতে লাগিলেন। চারিদিকে বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন হইল। চৈতন্যদেবের আবেশ দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে হরিদাসের দেহ

সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া, ডোর, মালা চন্দনাদি দ্বারা ভুষিত করিয়া সমুদ্রতীরে বালুকা মধ্যে দেহ প্রোথিত করা হইল। চৈতন্যদেব ভক্তগণ লইয়া হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণ করতঃ বহুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে সকলে সমুদ্র স্নান করিয়া জগন্নাথের সিংহদ্বারে আগমন করিলেন। সেখানে স্বয়ং চৈতন্যদেব অঞ্চল পাতিয়া দোকানদারদের নিকট হরিদাস ঠাকুরের বিজয় মহোৎসবের জন্য ভিক্ষা চাহিলেন. দোকানদাররা আপনাদের পণ্যদ্রব্য সমুদয় দিতে উদ্যত হইলে স্বরূপদামোদর তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে গৃহে পাঠাইলেন। দোকানদারদিগকে বলিলেন প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক পোয়া দেও অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতেই চারটী চাঙ্গারী পূর্ণ হইয়া গেল। বাণীনাথ ও কালী মিশ্র ও বহু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণবকে সারি সারি বসাইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের বিজয় মহোৎসব সম্পন্ন হইল। তাঁহার আশ্চর্য্য সাধননিষ্ঠা অপূর্ব্ব সংযম ও বৈরাগ্য অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে বিরল।

বহু লোকের জনতায় উড়িয়া রমণী।
দেখিতে পায় না জগন্নাথের মুখখানি ॥১

ব্যাকুল হইয়া উচ্চে দ্বারাইয়া দেখে।
প্রভু স্কন্ধে ও গরুড় স্তম্ভে পাদ রেখে ॥২

প্রভু দেখে গোবিন্দ রমণীকে নামায়।
দেখুক জগন্নাথ দাঁড়াইয়া আমায় ॥৩

এমন ব্যাকুলতা জগন্নাথ দর্শনে।
প্রভু ভাবে ধন্য কবে হবে এ ব্যস্ত মনে ॥৪

টীকা—একজন উড়িয়া রমণী জগন্নাথ দর্শন করিতে আসেন বহুলোকের ভীড়ে জগন্নাথের দর্শন হইতেছে না বলিয়া গরুড়স্তম্ভের উপরে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিতে লাগিল। পার্শ্বে চৈতন্যদেব এমন নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছেন যে, তাহাকে স্থাবর পদার্থ মনে করিয়া তাহার স্কন্ধে এক পাদ রাখিল। ইহা

দেখিয়া ভৃত্য গোবিন্দ আসিয়া রমণীকে নামাইতে চায়। চৈতন্যদেব বলিলেন, ইহাকে নামাইও না। স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দর্শন করুক। জগন্নাথ যদি আমাকে এমন ব্যাকুলতা দিতেন তাহা হইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতাম।

সমুদ্রের নীল জল যমুনা ভাবিয়া।
চৈতন্যদেব অমনি পড়িল ঝাঁপিয়া ॥১

ভক্তরা কোন নিকটে ছিল না যখন।
সমুদ্রে পড়িয়া জ্ঞান হারায় তখন ॥২

তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু চলিল।
না দেখিয়া ভক্তরা ছুটিয়া দৌড়াইল ॥৩

কেহ মন্দিরে কেহ নরেন্দ্র সরোবর।
এইরূপে খুঁজে খুঁজে রাত্রি করে ভোর ॥৪

ভক্তরা সমুদ্রতীরে খুঁজিয়া বেড়ায়।
সাক্ষাতে জেলে হাসিকান্না আভাস পায় ॥৫

এমন কর কেন ভাই জেলে শুধায়।
উত্তরে জেলে কয় মৃতদেহ মানুষ নয় ॥৬

ধরিয়াছি বড় মাছ মনে করিয়া।
দীর্ঘাকৃতি মানুষ দেখি জাল তুলিয়া ॥৭

হাত পায়ের জোড়া সব গেছে ছাড়িয়া।
একখান হাত তিন হাত হইয়া ॥৮

আমার এই যে দশা তাহাকে ছুইয়া।
ভূতে ধরিয়াছে মৃতদেহ তুলিয়া ॥৯

স্বরূপ বলে চৈতন্যদেব ভূত নয়।
জেলে কয় তাকে চিনি কেমন হয় ॥১০

ইহার হাত পা হয় দীর্ঘ অতিশয়।
স্বরূপ বলে বিকারে এমনই হয় ॥১১

জেলেকে করিয়া শান্ত যায় সব দ্রুত।
দেখিতে পায় দেহ তীরেতে অবস্থিত ॥১২

চৈতন্য অজ্ঞানে আছেন পড়িয়া।
বিকৃতি ধরিয়াছে দেহ দীর্ঘ হইয়া ॥১৩

হস্তপদ সন্ধিচ্যুত শ্বেতবর্ণ সর্ব্বাঙ্গে।
আদ্র বস্ত্র ত্যাগে শুষ্ক বস্ত্র পরে অঙ্গে ॥ ১৪

উচ্চঃস্বরে কর্ণে নাম করে বার বার।
অনেক্ষণ পড়ে সংজ্ঞা হইল তাঁহার ॥১৫

চৈতন্যদেব হরিবল বলে উঠিয়া।
তাকাইলেন এদিক ওদিক করিয়া ॥১৬

টীকা—শরৎকালে একদিন জোৎস্না রাত্রিতে চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রতীরে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি সমুদ্রতীরে আসিলেন। সমুদ্রের নীল জল চন্দ্র কিরণে জ্বলিতেছিল, তাঁহার মনে হইল সম্মুখে যমুনা, অমনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সে সময় ভক্তগণ পশ্চাতে পড়িয়াছিল মনে হয়। সমুদ্রে পড়িয়া চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তিনি তরঙ্গের উপর ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। এদিকে ভক্তগণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন কেহবা মন্দিরের দিকে, কেহবা নরেন্দ্র সরোবরে খুঁজিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক রাত্রি হইয়া আসিল, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সমুদ্রে তীরে খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন জেলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, হরি হরি বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া স্বরূপ দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে, তুমি এমন করিতেছ কেন? এদিকে কোন মনুষ্য দেখিলে? জেলে উত্তর করিল, "মনুষ্য নয়" কিন্তু আমার জালে একটি মৃতদেহ উঠিয়াছে, আমি বড় মাছ মনে করিয়া ধরিতে গিয়া দেখিলাম দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য দেহ, হাত পায়ের জোড়া সকল ছাড়িয়া গিয়াছে,

একহাত দুই তিন হাত লম্বা হইয়াছে, তাহাকে ছুঁইয়া আমার এই দশা হইয়াছে, আমাকে ভূতে ধরিয়াছে, স্বরূপ তখন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ভূত নয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জেলে বলিল আমি তাঁহাকে চিনি, তিনি নয়, ইহার হাত পা অতিশয় দীর্ঘ, স্বরূপ বলিলেন তাঁহার দেহের এইরূপ বিকার হয়। তৎপরে জেলেকে শান্ত করিয়া তাহার নির্দ্দেশিত পথে যেখানে দেহ পড়িয়াছিল সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে চৈতন্যদেব অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহার শরীর দীর্ঘ হইয়াছে, হস্তপদ সন্ধিচ্যুত, সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, ভক্ত তাহার আর্দ্র বহির্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিলেন, এবং উচ্চৈস্বরে কর্ণের নিকট হরিনাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর তাঁহার সংজ্ঞা হইল তিনি হরি বল বলিয়া উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন।

জগদানন্দকে পাঠায় প্রভু ডাকিয়া।
গৌড়ে মাতাকে একবার যাও দেখিয়া ॥১

বিদায়কালে অদ্বৈতাচার্য্যে বলেন গোচারে।
ভক্তিধর্ম্ম অবসাদ কহিও প্রভুরে ॥২

গৌড়ে ভক্তিধর্ম্মে অবসাদ শুনিয়া।
প্রভুর বিরহ বেদনা গেল বাড়িয়া ॥৩

রামানন্দ ও স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কাঁদে।
অনেক শান্তনা বাক্য বুঝায় প্রবোধে ॥৪

এইরূপে একদিন অর্দ্ধরাত্রি করি।
শয়ন করে প্রভুরে রামানন্দ ফিরি ॥৫

অনেক রাত্রে গোঁ গোঁ শব্দ গৃহে শুনিয়া।
জাগিয়া গোবিন্দ দেখিল প্রভুরে গিয়া ॥৬

প্রভু নাক মুখ ঘসিতেছেন দেওয়ালে।
ক্ষত হতে রক্ত পরিতেছে অবিরলে ॥৭

ভক্তরা হল অতিশয় দুঃখে কাতর।
প্রভুর পার্শ্বে শুইবে ভক্ত বরাবর ॥৮

নৃত্য করেন চৈতন্যপ্রভু রথযাত্রায়।
বাম পায়ে ক্ষত হইল ইটের ঘায় ॥৯

ক্রমে ক্ষত বৃদ্ধিতে হল মরণ কারণ।
আষাঢ়ের সপ্তমীতে করে মৃত্যু বরণ ॥১০

সম্ভবত! ১৫৩৪ সালে জুলাইয়ে।
চৈতন্য ছিলেন বেঁচে বয়স ৪৮-এ ॥১১

টীকা—এই সময়ে চৈতন্যদেব আর একবার শচীমাতাকে দর্শনের জন্য জগদানন্দকে গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। গৌড় হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে অদ্বৈতাচার্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি জগদানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যের নিকটে এই তরজা বলিয়া পাঠাইলেন :—

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল ;
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল,

জগদানন্দ আসিয়া চৈতন্যদেবকে এই সকল কথা বলিলে, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পুরীর ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যের এই হেঁয়ালির অর্থ বুঝিতে পারিলেন কিনা ইহা বুঝা সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ তরজায় তিনি গৌড়ে ভক্তিধর্ম্মের অবসাদের সংবাদই প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখন হইতে চৈতন্যদেবের বিরহ বেদনা আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি অনেক সময়েই রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন, তাহারা যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতেন। একদিন এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে শয়ন করাইয়া রামানন্দ রায় নিজগৃহে গমন করিলেন। অনেক রাত্রিতে গৃহাভ্যন্তরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া ভৃত্য গোবিন্দ ভিতরে গিয়া দেখিল যে চৈতন্যদেব দেওয়ালে নাক মুখঘষিতেছেন। ক্ষতস্থান হইতে রক্তপাত হইতেছে,

ইহাতে ভক্তগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ইহার পর হইতে তাঁহার নিকটে একজন ভক্তকে শোওয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অতঃপর চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইহার পর তিনি বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার তিরোধানের কোন উল্লেখ নাই। বোধহয় ভক্তগণের নিকটে এই ঘটনা এত শোকাবহ ছিল যে, বৈষ্ণব কবি তাহার কোন উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

লোচন দাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, গুণ্ডা মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথের গাত্রে·বিলীন হইয়া যান। ইহা স্পষ্টই কবিকল্পনা। সাধারণের ধারনা এই যে, কোন সময়ে অলক্ষিতে ভাবাবেশে যমুনা ভ্রমে তিনি সমূদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের মতে—জয়ানন্দ স্বপ্রণীত চৈতন্যমঙ্গলে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও প্রামাণিক। লিখিয়াছেন যে, রথযাত্রার দিনে নৃত্য করিবার সময়ে তাঁহার বাম পায়ে ইটের আঘাত লাগিয়া ক্ষত হয়। ক্রমে সেই ক্ষত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বিবরণ সত্য না হইলে কবি কখনও এইরূপ লিখিতে পারিতেন না, ইহা কখনও কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না, লোচনদাসও আষাঢ়ের সপ্তমী তিথি তাঁহার তিরোধানের দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৫৩৪ খৃঃ জুলাই মাসে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের বয়স তখন ৪৮ বৎসরে হইবে।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম মত

করে নাই ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার আগ্রহ।
ভাবেরই ছিল প্রাধান্য অহরহ ॥১

শিক্ষা ও উপদেশে দিয়েছে কত মত।
আছে ন্যস্ত সদা বিশ্বাসে রহিছে রত ॥২

কাশীতে সনাতনে প্রভু রাখিল ধরে।
বুঝায় ধর্ম্মমত দুই মাসে তাঁহারে ॥৩

আর দেখি ধর্ম্মমত করে বিনিময়।
তার সাক্ষী জ্ঞানী রায় রামানন্দ হয় ॥৪

নাস্তিকতা অদ্বৈতবাদে বিরোধী হয়ে।
করে নাই ধর্ম্মের নিন্দা জাতিভেদ লয়ে ॥৫

বিস্তৃত তত্ত্ব উপদেশ গেছে ক্ষয়ে।
তবুও ধর্ম্মমত বাক্যে ও কার্য্যে বয়ে ॥৬

সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দ অদ্বৈতবাদী।
যুক্তিতে ভক্তিবাদ ধরে শেষ অবধি ॥৭

টীকা—চৈতন্যদেবের জীবনের বিস্তৃত আলোচনায় পড়ে তাঁহার ধর্মমত বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করে। তিনি কোন ধর্মমত প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র ছিলেন না, তাঁহার ধর্মমত অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য বেশী ছিল। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেবও কতকগুলি ধর্মমত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্য পর্য্যালোচনায় কতগুলি মত ও বিশ্বাস লক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব কোন পুস্তক লিখিয়া যান নাই। তথাপি সাময়িক বাক্য ও কার্য্য হইতে তাঁহার ধর্মমতের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যথা কাশীতে সনাতনকে দুইমাস ধরিয়া যে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে ধর্ম বিষয়ে অনেক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের পথে বিদ্যা-

নগরীতে রায় রামানন্দের সঙ্গে কথাপকথনের একটী মূল্যবান বিবরণ আছে। তিনি নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। চৈতন্যদেব সহজে কোন ধর্ম্মের নিন্দা বা প্রতিবাদ করিতেন না, ধর্ম্মমত বিষয়ে তিনি উদার ছিলেন এবং যথেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে অনেকবার তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচার করিয়াছেন। মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের তিনি চিরবিরোধী ছিলেন, অনেক সময়ে প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুরীতে সার্ব্বভৌম ভট্যাচার্য্যের সহিত এবং কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার তাহার উজ্বল দৃষ্টান্তের স্থল, সার্ব্বভৌম ভট্যাচার্য্যকে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করাইয়া যে ভক্তি ধর্ম্মে আনয়ণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জীবন চরিত লেখকগণ লিখিয়াছেন যে এই বিচারের চৈতন্য জয়যুক্ত হইয়াছেন।

ঈশ্বরে উপাসনা কর শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসে।
মানবের কর্ত্তব্য সদা রাখ অভ্যাসে ॥১

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের লীলাস্থান।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি দেখি প্রকাশমান ॥২

টীকা—ভাবপক্ষে শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বাসী উপাসক ছিলেন, ঈশ্বরের উপাসনা ও সেবাই তাহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল, এই জন্যই তিনি অদ্বৈতবাদে এত বিরোধী ছিলেন, ঈশ্বরের উপসনাই মানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার ও কর্তব্য, নিত্যকাল জীবাত্মা পরমাত্মায় পূজা করিবে।

উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ রাখিয়া।
যে ভাবেই উপাসনা করুক বসিয়া ॥১

সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি।
ছিল চৈতন্যের অগাধ সহানুভূতি ॥২

টীকা—উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিয়া যিনি যে ভাবেই উপাসনা

করিতেন চৈতন্যদেব তাহাতে কিছু প্রতিবাদ করিতেন না। এই জন্য দেখা যায়, তিনি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষন করিতে পারিয়াছিলেন।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব মন্দিরে যাইয়া।
ভক্তিতে পূজা করে আসিতেন ফিরিয়া॥১

শাক্ত বৈষ্ণবে বিবাদ ছিল পরস্পর।
চৈতন্যদেবে ছিল গ্রাহ্যের অগোচর॥২

টীকা—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল মন্দিরে গিয়া ভক্তি ভরে তৎ তৎ স্থানীয় পূজায় যোগ দিতেন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের উপাসকেরা রাম নাম সহ্য করিতে পারে না। রামের উপাসকেরা কৃষ্ণনামের বিরোধী, শাক্ত বৈষ্ণবে বিষম বিবাদ শ্রীচৈতন্যদেবের সময় এই ভাব আরও প্রবল ছিল। কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ে এইরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তিলমাত্র স্থান পায় নাই। তবে সকল সম্প্রদায়ে যে সকল আচরণ দোষোবহ মনে করিতেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যেমন দেখিতে পাওয়া যায় কালীর মন্দিরে ছাগ বলিদান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একাদিক স্থানে মন্দিরে দেবদাসী প্রথার নিন্দা করিয়াছেন।

ভক্তি পথ সহজ, নাই প্রতি কুল।
কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের পথে ভীমরুল॥১

চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে বিশেষ তত্ত্ব।
সর্ব্ব উচ্চস্থানে রাখিয়াছেন ভক্তি তত্ত্ব॥২

টীকা—চৈতন্যদেবের প্রকৃতি ও ধর্মজ্ঞান অপেক্ষা ভাবের স্থানই উচ্চ। তিনি জ্ঞান ও কর্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির পথে চলিতেই তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম ও যোগের পথকে তিনি

ভয়াবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভূগর্ভ প্রোথিত ধন অন্বেষণের জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া যেমন অজগর সর্প বাহির হয়, তেমনি জ্ঞানাদি মার্গে অনেক বিপত্তি উপস্থিত হয়। এই দৃষ্টান্তে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের পথে ভীমরুল, যক্ষ ও অজগর সর্প উত্থিত হওয়ার ন্যায় বিপদের আশঙ্কা দেখান হইয়াছে, কিন্তু ভক্তির পথ সহজ ও সুগম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব এই ভক্তিতত্ত্ব। বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। যে নামেই যেভাবেই হউক ভক্তি থাকিলেই হইল।

ঈশ্বরে প্রীতি গভীর হয় প্রেমভক্তি।
এই কথা রায় রামানন্দ করে উক্তি ॥১

টীকা—জ্ঞানের পথে অনেক বিঘ্ন আছে, ইহা পদে পদে সংশয় আনিয়া দেয়। ভক্তি গভীর হইতে দেয় না, তাই এইখানে জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কেবলই ভক্তি। উপাস্যদেবের প্রতি সরল, সংশয় ও প্রশ্নরহিত অনুরাগ। এতক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের বলিলেন, "হাঁ, ইহা হইতে পারে। এ তো হয়, কিন্তু যদি কোন গভীর তত্ত্ব থাকে, তাহা বল তদ' উত্তরে রায় রামানন্দ বলিলেন "প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার" ঈশ্বরে রতি বা প্রীতি গভীর হইলে তাহাকে প্রেমভক্তি বলা হয়।

শ্রীচৈতন্য বলে কৃষ্ণই এক ভুবনে।
যাহা দেখি যাহা শুনি কৃষ্ণই সেখানে ॥১

টীকা—সৃষ্টি সম্বন্ধে ও শ্রীচৈতন্যদেবের মত উদার ও শাস্ত্র সম্মত এবং যুক্তি সঙ্গত, এই বিশ্বে অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সে সমুদয়ই কৃষ্ণের সৃষ্টি এবং তাহাতেই নিরন্তর স্থিতি করিতেছে, যেরূপ গবাক্ষ পথে সূর্যালোকে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ ধুলিকণা উড়িয়া বেড়ায় তদ্রূপ এই বিশ্বে অসংখ্য লোক, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে, এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় বার্ত্তা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তাকে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন, উপনিষদের ব্রহ্ম অপেক্ষাও উচ্চস্থান দিয়াছেন।

উপনিষদে যাহাকে ব্রহ্ম বলে জানে।
একঈশ্বরবাদি এক ঈশ্বর বলে মানে॥১

টীকা—দেখা যাইতেছে উপনিষদে যাহাকে ব্রহ্ম বলিতেছেন অথবা বর্ত্তমান যুগে একেশ্বরবাদিগণ যাহাকে ঈশ্বর বলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, ইনি অনন্ত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা, অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত শক্তি। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে বিশেষ ভাবে তিন শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই তিন শক্তির দ্বারা তিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাগ্যে বলে কোন জীবে শ্রদ্ধা যদি হয়।
সেই জীব সদা সাধু সঙ্গ ধরে লয়॥১

সাধু সঙ্গে থেকে জন্মে ঈশ্বর কীর্ত্তন,
এই ভাবে ভক্ত করে সদা সাধন॥২

মনের সংশয় গেলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে ভক্তি সদা হয় উদয়॥৩

এই ভাবে সদা জন্মে আসক্তি প্রচুর,
আসক্তি হইতে মনে কৃষ্ণ রত্যঙ্কুর॥৪

এই ভাব গাঢ় হলে জাগে প্রেম নাম।
সেই প্রেমে মাতায় সর্ব্বানন্দ ধাম॥৫

টীকা—কি উপায়ে মানবচিত্তে এই প্রেমভক্তি সঞ্চারিত হয় কাশীতে সনাতনকে শিক্ষা দিবার সময়ে চৈতন্যদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

—এই ভাবকে শান্ত ভক্তি ও বলা যায়। ইহার প্রকৃতি ঈশ্বরে নির্ব্বিশেষ গাঢ় প্রীতি, বৈষ্ণবগণ শুক, সনক প্রভৃতি সাধুগণকে এই প্রকার সাধকের দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়া বলিলেন" এই বেশ কথা। আরও যদি গভীরতর তত্ত্ব থাকে তাহা বল।

তখন রামানন্দ রায় বলিলেন "দাস্যভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার" শান্ত ভক্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দাস্যভক্তিতে ভক্ত আপনাকে ঈশ্বরের দাসরূপে অনুভব করেন।

জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে এই ভাব বহু বিস্তৃত ; পাশ্চাত্য, ইহুদী ও মুসলমান ধর্মে এই ভাব বিশেষ ভাবে সাধিত হইয়াছে। এই সকল ধর্মে ঈশ্বরকে প্রধানতঃ প্রভু বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে হনুমান এই দাস্যভাবের প্রধান সাধক। রামের প্রতি হনুমানের যে আত্মহারা ভক্তি অতি সুন্দর। আখ্যায়িক উক্ত আছে যে, একান্ত স্বীয় বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, তাহার বুকের মধ্যে রাম-সীতা বিরাজ করিতেছেন। চৈতন্যদেব ও ঈশ্বরের সঙ্গে এই প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ।

ভগবান সঙ্গে ভক্ত নাই ব্যবধান।
কৃষ্ণের সখা গোপ বালকের প্রমাণ ॥১

টীকা—ব্রজলীলায় শ্রীধাম সুদাম প্রভৃতি গোপ বালক কৃষ্ণের সঙ্গী সদা, কৃষ্ণকে না পাইলে তাহাদের মাঠে যাওয়া হয় না। একত্রে গোচারণ করেন, খেলা করেন, খেলায় জয় পরাজয় হয়। কখনও কৃষ্ণ তাঁহাদের কাঁধে চড়েন, ভাল ফল পাইলে আধখানা কৃষ্ণকে দেন, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এমনি মধুর সম্বন্ধ। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ অনুভব করিয়াছেন, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কোন ব্যবধান নাই, এ একবারেই একান্ত ভাব।

বাৎসল্য প্রেম বৈষ্ণবের বিলক্ষণ।
যশোদা কৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল যেমন ॥২

টীকা—এই সখ্য প্রেম শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট অতি মূল্যবান জিনিষ ছিল। রামানন্দের মুখে ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন ইহা অতি উত্তম কথা ; ইহার উপরে আর কিছু আছে ? তখন রামানন্দ রায় বলিলেন, "বাৎসল প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার"। এই বাৎসল্য প্রেমে ঈশ্বরকে সন্তানরূপে দেখা হইয়াছে, নন্দ, যশোদা কৃষ্ণকে যে ভাবে দেখিয়াছেন,

ভক্তও ঈশ্বরকে সেইভাবে দেখেন। যশোদা কৃষ্ণকে আদর করেন, ননী খাওয়ান, প্রয়োজন মত শাসনও করেন। কখনও দড়ি দিয়া উদখলে বাঁধিয়া রাখেন, কখনও বেত্রাঘাতও করেন। একবারে আত্মীয় ভাব, ভক্তের সঙ্গে ভগবানে এই সম্বন্ধ, এমন একটি আত্মীয় ভাব আছে, যাহা আর কোথাও দেখা যায় না। জননী যেমন সন্তানকে ভালবাসেন ভক্ত ঈশ্বরকে সেইরূপ ভাল বাসিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই ভাবকে বাৎসল্য প্রেম আখ্যা দিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের প্রীতি যে সকল আকার ধারণ করে। ঈশ্বরের প্রতি তাহা আরোপ করিয়া তাঁহারা এই ভক্তি তত্ত্ব রচনা করিয়াছেন।

জননীর ভালবাসা সন্তানের প্রতি।
পত্নী পতির ভালবাসা আরও অতি ॥১

বৈষ্ণব ভক্তরা স্বামীরূপে করে ধ্যান।
ইহাই ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ॥২

টীকা—মানব হৃদয়ের প্রীতি যে সকল আকার ধারণ করে, ঈশ্বরের প্রতি তাহা আরোপ করিয়া তাহারা এই অপূর্ব্ব ভক্তিতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন।

জননী প্রেম মানবপ্রীতির উচ্চ আকার। সুতরাং বৈষ্ণব সাধক কেবল ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা সন্তুষ্ট হইলেন না। আরও গভীরে গিয়া তাহাকে সন্তন বলিলেন, অন্যান্য ধর্ম্মে ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা বলা হইয়াছে। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের প্রেম অধিকতর গভীর তাই বৈষ্ণবধর্ম্মে ঈশ্বরকে সন্তানরূপে অনুভব করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন "ইহা অতি উত্তম তত্ত্ব" যদি আরও কোন উচ্চতর তত্ত্ব থাকে তাহা বল, তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন, "কান্ত ভাব সর্ব্ব সাধ্য সার।" কান্ত ভাবের অর্থ ঈশ্বরকে স্বামীরূপে দেখা, জননীর ভালবাসা অপেক্ষা যদি জগতে কোন গাঢ়তর ভালবাসা থাকে তবে তাহা পতির প্রতি পত্নীর ভালবাসা। বৈষ্ণব ভক্তগণ ঈশ্বরকে এইভাবে দেখার নাম কান্তভাব বলে। ইহাকে ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহিরেও কোন কোন কোন স্থানে এইভাবে সাধন করিয়াছে। খৃষ্টীয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে ম্যাডাম গেঁয়ো প্রভৃতি কোন কোন সাধক সাধিকা উপাস্য দেবতাকে পতিরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের সদা দাস।
এভাবে জীব নিত্য কৃষ্ণ করে বাস॥

টীকা—চৈতন্যদেব বলিলেন ইহা উত্তম কথা, ইহা অপেক্ষা গভীরতর কিছু থাকে, তবে বল, তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন "সখ্য প্রেম সকল সাধ্যের সার"।

দাস্য ভক্তিতে ভক্ত যেমন ঈশ্বরকে প্রভুরূপে দেখেন, সখ্য ভক্তিতে ভক্ত কৃষ্ণকে সখারূপে দেখেন, দাস্য ভক্তিতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ভাব প্রকাশিত, তিনি প্রভু, তিনি মহান, তিনি রাজা, ভক্ত তাহার মহত্ব, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার গৌরব দেখিয়া নত হন, কিন্তু সখ্য ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে মাধুর্য্যের প্রকাশ। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণু ও নারায়ণকে নিম্ন স্থান রেখে ব্রজবালক কৃষ্ণকে উপাস্য দেবতার পদে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠর অপেক্ষা গোলকও বৃন্দাবণের মাহাত্ম্য উচ্চতর বলিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ও লক্ষীতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত, ব্রজের কৃষ্ণ ও রাধিকার ঈশ্বরের মাধুর্য্য ভাবের বিকাশ, এজন্যই বৈষ্ণবদের নিকট ব্রজলীলা এত প্রিয়, সখ্যভক্তি মাধুর্য্য রসের প্রথম সোপান। এখান হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের আরম্ভ। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঈশ্বরের মাধুর্য্যভাব নানাভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ভক্ত কেবল তাহাকে মহান্ অনন্ত প্রভু বা রাজা বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই। তিনি যে আমায় প্রিয় বন্ধু, আমার সখা ইহা অনুভব করিয়াছিলেন, জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে এই ভাব একবারে অজ্ঞাত না হইলেও বিরল। মুসলমান ধর্ম্মের সুফি সম্প্রদায়ে এই ভাব অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক সাধকগণের মধ্যে কবি হাফেজ সখ্য ভাবের উচ্চ সাধক, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মেও

অর্জ্জুন সখ্যভাবের সাধকের দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরের সখা, কিন্তু ব্রজলীলায় এই সখ্য প্রেমের উচ্চতম আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সখা হইলেও তাঁহাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে ভয় ও সম্ভ্রম করিতেন।

কৃষ্ণের বংশীধ্বনি গোপী হারায় মান।
পতি, পুত্র, লজ্জা, ভয়ে নাই করে ভাণ ॥

টীকা—কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপীগণ, গৃহ, পতি, পুত্র, যাহা ভয়, সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অন্বেষণে ছুটিতেন, ভক্তেরও তেমনি ভগবানের জন্য ধনমান পদ সুখ সম্পদ লজ্জা ভয় সমুদয় ঠেলিয়া ঈশ্বরের অন্বেষণে বাহির হয়, বৈষ্ণব কবি ও আচার্য্যগণ এই সত্য ব্রজলীলাতে ব্যক্ত করিয়াছেন, শুধু ভক্ত ভগবাণকে ভাল বাসে না। ভগবান ও ভক্তকে ভাল বাসেন, ব্রজলীলায় আরও একটী গভীর তত্ত্ব কথা আছে, শুধু ভক্ত ভগবানকে ভালবসেন না, ভগবানও ভক্তকে ভালবাসেন, ধর্ম্মপথে ইহা গভীর তত্ত্ব!

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভগবানের আহ্বান বা আর্কষনী শক্তি, তাহা শুনিয়া মানবত্মা ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। বৈষ্ণব কবিগণ যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গাভী সকল পর্য্যন্ত গন্তব্য পথে পরিচালিত হয়। তেমন ভক্ত ও কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের নীরব বাণীতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, গোপীগণ এই বংশীধ্বনি শুনিয়া গৃহকার্য্য ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছোটে। আমাদের মনে হয় চৈতন্যদেব অন্তর্নিহিত ভাগবদোক্ত ভক্তিধর্ম্মের সাধনই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, ভক্তিধর্ম্মে ভাগবতের স্থান অতি উচ্চ ছিল, তিনি ভগবাণকে শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাগবতের মূল কথা ভক্তি। ভাগবত বলিতে তিনি ভক্তিই বুঝিয়াছেন।

ব্যাকুল আত্মহারা উচ্ছসিত ভক্তি।
চৈতন্যদেব চেয়েছিলেন এ পথে মুক্তি॥

টীকা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত ভাবই সাধন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগন সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ভগবানকে জীবনের স্বামীরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু এই ভক্তি। এমন উচ্ছাসিত ভগবদ্‌ভক্তি জগতে বুঝি আর কোথাও দেখা যায় না। এই ব্যাকুল আত্মহারা উচ্ছসিত ভক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের স্থান অতি উচ্চে। বিশ্বাস করি এমন দিন আসিতেছে যখন পৃথিবীতে ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যাকুলাত্মা নরনারী এই জীবনের মাধুর্য্য দেখিয়া তৃপ্তি পাইবেন এবং শ্রদ্ধাভাবে ইহার মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন।

শেষ

অক্ষর সূচী

ক্রোড় পত্র

চৈতন্যর দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন

সাধক যুধিষ্ঠীর নামে ছিল ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবের চুড়ামণি সাধু মহাজন ॥

প্রতিদিন শ্রীরঙ্গম মন্দিরে বসিয়া।
অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যায় পড়িয়া ॥

অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণ নিন্দা উপহাস ॥
আবিষ্ট-চিত্তে পুরায় অভিলাশ ॥

আনন্দিত হয়ে প্রভু ব্রাহ্মণে শুধায়।
কিসে এমন ভাবোদয় হয় তোমায় ॥

ব্রাহ্মণ কহে গীতার ছন্দার্থ না জানি।
মুর্খ হয়েও আমি গুরুর আজ্ঞা মানি ॥

সারথি হয়ে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে!
অঙ্কুশ ধরিয়া বসিয়াছে সখার সাথে ॥

দিতেছেন উপদেশ কেমন সখারে।
এই দেখে আমার মন পুলকে ভরে ॥

যাবৎ পড়ি তাবৎ দেখে দুই নয়ন।
ছাড়িনা গীতা পাঠ করিয়াছি পণ ॥

তুমি বুঝিয়াছ গীতা সার্থক পঠন।
এই বলে প্রভু বিপ্রে করে আলিঙ্গন ॥

টীকা—শ্রীরঙ্গমধামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিত এই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন রঙ্গনাথের মন্দিরে বসিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন, পাঠকালে তাহার চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু পড়িত, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ভাল জানিতেন না, পড়িতে পড়িতে অনেক ভুল হইত, এই জন্য লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ নিন্দা উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া নিত্য আবিষ্ট-চিত্তে গীতা পাঠ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়া, একদিন ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলে কিসে আপনার এমন ভাবোদয় হয়? দ্বিজ বলিলেন গুরু আমাকে প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন মন্দিরে গীতা পাঠ করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, আপনার গীতা পাঠ সার্থক হইয়াছে, এই বলে বিপ্রকে করেন আলিঙ্গন।